www.AmarIslam.com

শরীয়তের কষ্টিপাথরে আহলে হাদীস ফিরকা ›সিরিজ নং ৪‹

নামাজে সূরা ফাতিহার শেষে আমীন জোরে, না আস্তে ?

ও

তথাকথিত আহলে হাদীসদের ফাতওয়াবাজীর মুখোশ উন্মোচন

খন্দকার আবু সালেহ মুহাম্মাদ মু'তাসিম বিল্লাহ্
মোহাম্মাদ শাহ্ আলম

ইদারাতুল ফুরকান
সিদ্দীকিয়া মহল্লা, সিদ্দীকিয়া রোড,
কলেজ পাড়া, মাগুরা।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alaihi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শরীয়তের কষ্টিপাথরে তথাকথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায়

সিরিজ নং ৪

الكلام المتين بالسر بآمين والرد على غير المقلدين

বা

নামাজে সূরা ফাতিহার শেষে আমীন জোরে, না আস্তে ?

ও

তথাকথিত আহলে হাদীসদের ফাতওয়াবাজীর মুখোশ উম্মোচন

খন্দকার আবু সালেহ মুহাম্মাদ মু'তাসিম বিল্লাহ

মোহাম্মাদ শাহ আলম

ইদারাতুল ফুরকান

খানকায়ে হামীদিয়া, সিদ্দীকিয়া মহল্লা,

কলেজ পাড়া, মাগুরা -৭৬০০।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

الكلام المتين بالسر بآمين والرد على غير المقلدين

নামাজে সূরা ফাতিহার শেষে আমীন জোরে, না আস্তে ? ও তথাকথিত আহলে হাদীসদের ফাতওয়াবাজীর মুখোশ উম্মোচন

লেখক ঃ খন্দকার আবু সালেহ মুহাম্মাদ মু'তাসিম বিল্লাহ
মোহাম্মাদ শাহ আলম

প্রকাশক ঃ আনওয়ারুল উলূম সিদ্দীকিয়া হামীদিয়া মাদরাসা, মাগুরা এর গবেষনা, প্রচার, প্রকাশনা ও দাওয়া বিভাগের পক্ষে
খন্দকার আবু হাসান মুহাম্মাদ আব্দুল মুক্তাদির
খানকায়ে হামীদিয়া, সিদ্দীকিয়া মহল্লা, মাগুরা
পরিচালক,
ইদারাতুস্ সুন্নিয়্যা আস সিদ্দীকিয়া, খিলগাঁও, ঢাকা।

প্রকাশনায় ঃ **ইদারাতুল ফুরকান**
খানকায়ে হামীদিয়া, সিদ্দীকিয়া মহল্লা,
কলেজ পাড়া, মাগুরা -৭৬০০।

প্রকাশকাল ঃ মুহাররম - ১৪৩৪ হিঃ
অগ্রাহয়ণ - ১৪১৯ বাংলা
নভেম্বর - ২০১২ ইং

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ **১০০.০০ টাকা**

NAMAJE AMIN BALAR BIDHAN
Written by : Khanndokar Abu Saleh Muhammad Mutasim Billah
and Muhammad Shah Alom
Published by : Edaratul Furkan
Siddikia mahalla, College Para
Magura. Bangladesh.
In November, 2012
Price : TK. 100.00

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পেশ কালাম

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد

গত ১৮/০২/২০০৪ তারিখে আমার উস্তাদ ও বড় ভাই মাওলানা আবু সালেহ মুহাম্মাদ মু'তাসিম বিল্লাহ (দাঃ বাঃ) (বড় হুজুর, মাগুরা) এর কাছে মাগুরা জেলার লক্ষীখোল নিবাসী জনাব এ্যাডভোকেট মুহাম্মাদ ফয়জুল কবির সাহেব নামাযে "আমীন" জোরে বলার পক্ষে ১২ টি দলীল লিখে পাঠান। শত ব্যস্ততার মাঝেও মুহতারাম বড় হুজুর গত ০৮/০৩/২০০৪ তারিখে উক্ত দলীলগুলির জবাব প্রদান করতঃ এ্যাডভোকেট সাহেবের নিকটে পাল্টা কিছু প্রশ্ন লিখে পাঠিয়ে দেন।

বর্তমান ২০১২ সালের নভেম্বর মাস। ইতোমধ্যে কেটে যায় ৮টি বছর। তার নিকট থেকে কোন জবাব আর আসে নি। কিছুদিন পূর্বে আমরা সেই ১২টি প্রশ্ন ও বড় হুজুরের প্রদত্ত জবাব দেখে বিস্ময়ে হতবাক হলাম। রাসূলে কারিম ﷺ এর নিম্নলিখিত হাদীসটির কথা মনে পড়ে যায় ঃ

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন ঃ "চারটি স্বভাব (বদ) যার মাঝে পাওয়া যাবে, সে নিখাদ মুনাফিক। আর যার মাঝে উহার একটি স্বভাব থাকবে, তার মাঝে মুনাফিকেরই একটি স্বভাব থাকবে যতক্ষন না সে উহা পরিত্যাগ করে। (১) যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে (২) যখন চুক্তি করে প্রতারণা করে (৩) যখন অঙ্গিকার করে ভঙ্গ করে (৪) যখন বিতর্ক করে, অন্যায় কথা বলে।" (মুসলিম শরীফ)

আরো কঠোর ভাষায় রাসূলে কারিম ﷺ বলেনঃ

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করল, সে তার স্থান জাহান্নামে ঠিক করে নিল"। (বুখারী-মুসলিম) এ ঘোষণার পরেও রাসূলে কারিম ﷺ এর প্রতি এরূপ মিথ্যারোপ!!

বর্তমানে তথাকথিত আহলে হাদীস পরিচয়ধারী লা-মাযহাবী (গায়ের মুক্বাল্লিদ) ফিরকার অপতৎপরতা দেশময় বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সকল বাতিল দল ও গায়ের মুক্বাল্লিদ লা-মাযহাবীদের ধোঁকা ও চক্রান্ত থেকে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করা আলেম-উলামার জন্য ফরজ। এ ফরজ কার্য্যটি পালনের তাকীদে জনাব এ্যাডভোকেট সাহেবের লিখিত সেই ১২টি দলীল এবং বড় হুজুরের প্রদত্ত জবাব খানকায়ে হামীদিয়া মাগুরা দরবারের পক্ষ থেকে আমরা ছাপানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। বড় হুজুরের মূল লেখার মাঝে তেমন কোন পরিবর্তন না করে শুধু আরবী ইবারতের বাংলা তরজমা এবং নীচে টিকা সংযুক্ত করা হয়। আর ক্রমবিন্যাসটি নতুনভাবে সাজানো হয়েছে। অর্থাৎ জবাব প্রদানে উক্ত ১২টি দলীলের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে ১, ২, ৩ এভাবে ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে, যা মূল জবাবে এ ধারাবাহিকতা ছিল না। তবে ৬নং এর জবাব মূল লেখায় যেমন শেষে ছিল, তেমন শেষেই রাখা হয়েছে।

এরই সাথে আমীন আস্তে বলার পক্ষে ইদারাতুস সুন্নিয়্যা আস সিদ্দীকিয়া, খিলগাঁও, ঢাকা এর আমীনুত তা'লীম, বিশিষ্ট মুবাহিস ও মুনাযির মুফতী মাওলানা শাহ আলম সাহেবের লিখিত আর একটি পান্ডুলিপি সংযুক্ত করি। এ পান্ডুলিপিটাও মূলতঃ দু'জন গায়ের মুকাল্লিদের লিখিত দু'টি পুস্তিকার খণ্ড জবাব।

আমরা এ পুস্তকের নাম দিয়েছি الكلام المتين بالسر بآمين والرد على غير المقلدين বা নামাজে সূরা ফাতিহার শেষে আমীন জোরে, না আস্তে ? ও তথাকথিত আহলে হাদীসদের ফাতওয়াবাজীর মুখোশ উন্মোচন"। এ পুস্তকের মাঝে আমীন জোরে বলার পক্ষে যত দলীল রয়েছে তা উল্লেখ করে তার গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে যেমন চুলচেরা বিশ্লেষন করা হয়েছে তেমনি আমীন আস্তে বলার পক্ষে গ্রহণযোগ্য যত দলীল রয়েছে তারও বিশ্লেষন করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে এ পুস্তিকাটি একটি নযীরবিহীন। আমরা আশা করি এ পুস্তিকাটি কোন মুমিন ভাই মনযোগের সাথে পাঠ করলে "আমীন" আস্তে বলার ব্যাপারে তার মাঝে আর কোন সংশয় থাকবে না। (ইনশাআল্লাহ)।

তড়িঘড়ি করে কাজ করার কারণে ভুল-ত্রুটি থেকে যেতে পারে, আমাদেরকে তা অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করার আশা রাখি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের এ খেদমতকে কবুল করুন (আমীন)।

আবু হাসান মুহাম্মাদ আব্দুল মুক্তাদির
খানকায়ে হামীদিয়া, মাগুরা
পরিচলক, ইদারাতুস সুন্নিয়্যা আস সিদ্দীকিয়া, ঢাকা।

তারিখ ঃ ১৩/১১/২০১২ ঈঃ

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alaihi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিষয় সূচী

- ❋ পেশ কালাম
- ➢ মুখবন্ধ-৭
  - ▹ সুন্নাত ও মুস্তাহাব দরজার আমল নিয়ে তথাকথিত আহলে হাদীস ফিরকার ফিৎনা একটি অতি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা -৭
  - ▹ হাবলুল্লাহ আকড়ে ধরার প্রকৃত মর্ম -৭
  - ▹ আল-জামায়াত কারা?-৮
  - ▹ ইখতিলাফে মাযমূম -৮
  - ▹ ইখতিলাফে মাহমূদ বা ইখতিলাফে মাশরু -৯
  - ▹ যার মর্তবা বড়জোর সুন্নাত বা মুস্তাহাব, তা নিয়েও তথাকথিত আহলে হাদীস ফিরকার ফতওয়াবাজীর ফেৎনার স্বরূপ -৯
  - ▹ আহলে হাদীস নামের এই পথভ্রষ্ট দলটির চরমতম ধৃষ্টতা সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের দায়ীত্ব -১০
- ➢ এ্যাড. মুহাম্মাদ ফয়জুল কবির সাহেবের প্যাডে লিখিত আমীন জোরে বলার পক্ষে ১২ টি দলীল -১১
- ➢ উক্ত ১২টি দলীলের জবাব-১৩
  - ▹ প্রদত্ত দলীল ও তার পর্যালোচেনা -১৪
- ➢ আমীন 'আস্তে' বলার পক্ষে হানাফী মাযহাবের দলীল-২০
  - ▹ আল-কুরআন থেকে দলীল-২১
  - ▹ দোয়া ও যিকির আস্তে করা আল্লাহ পছন্দ করেন -২৩
- ➢ ১ম দলীল -২৫
  - ▹ 'আমীন' ফিরিশতাদের মত হতে হবে -২৬
  - ▹ একটি প্রশ্নের সমাধান -২৭
- ➢ ২য় দলীল -২৯
- ➢ ৩য় দলীল -৩০
- ➢ ৪র্থ দলীল -৩১
- ➢ ৫ম দলীল -৩১
  - ▹ একটি প্রশ্নের সমাধান -৩২
- ➢ ৬ষ্ট দলীল -৩৩

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

- ৭ম দলীল -৩৪
- ৮ম দলীল -৩৫
- শেষ কথা -৩৬
- আস্তে আমীন বলার দলীল অন্বেষণকারীর কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা -৩৭
- নামাজে বুকে হাত বাঁধা ও স্বশব্দে আমীন' এবং 'দ্বীন ইসলাম বনাম দ্বীনে হানীফ' নামক দু'টি পুস্তিকার খণ্ড জবাব -৪২
- পূর্ব কথা ৪৩
- জনাব শুজাউল হক সাহেবের বক্তব্য -৪৪
  - আমাদের প্রশ্ন হল -৪৪
- তাদের প্রথম ও দ্বিতীয় দলীল ও তার জবাব -৪৮
  - একটি সমস্যার সমাধান -৪৯
  - একটি প্রশ্ন -৫১
  - জবাব -৫১
- তাদের তৃতীয় দলীল ও তার জবাব -৫৪
- ৪নং দলীল ও তার জবাব -৫৬
- আর একটি দলীল ও তার জবাব -৫৮
- শেষ দলীল ও তার জবাব -৫৯
  - আব্দুর রউফ সাহেবে চটকদার গল্প -৬৩
  - আমাদের প্রশ্ন -৬৩
  - আমাদের চ্যালেঞ্জ -৬৪
- আমীন চুপিসারে বা নীচু আওয়াজে পাঠ করার দলীল -৬৫
- ১ নং দলীল -৬৫
- ২নং দলীল -৬৮
- ৩নং দলীল -৬৮
- ৪নং দলীল -৬৯
- পরিশিষ্ট -৭০
- আমীন জোরে বলা সম্পর্কে আরো কয়েকটি প্রশ্ন -৭৯

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alaihi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আহলে সুন্নাত অল-জামায়াতের মুখপাত্র, বাতিলে বিরুদ্ধে ক্ষুরধার লেখক ও গবেষক, উস্তাযুল আসাতিযা, আনওয়ারুল উলূম সিদ্দীকিয়া হামীদিয়া মাদরাসার স্বনামধন্য মুহতামিম, জনাব হযরত মাওলানা আবূ সালেহ মুহাম্মাদ মু'তাসিম বিল্লাহ্ দা.বা.

মুখবন্ধ ঃ

সুন্নাত ও মুস্তাহাব দরজার আমল নিয়ে তথাকথিত আহলে হাদীস ফিরকার ফিৎনা একটি অতি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ঃ

আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআন শরীফে হাবলুল্লাহ حبل الله তথা আল-কুরআনকে আকড়ে ধরে তা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে নিষেধ করেছেন। আবার وما ينطق عن الهوى ان هو الا ও ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنهوا এবং اطيعوا الله واطيعوا الرسول বলে সুন্নাতে নববী অনুযায়ী চলতে وحى يوحى নির্দেশ করেছেন। পাশাপাশি আল্লাহ পাক واتبع سبيل من اناب ও اطيعوا الله আয়াতে واطيعوا الرسول واولى الامر منكم গণের নির্দেশ মান্য করা এবং ولا تتبعوا السبل، غير سبيل المؤمين বলে মুজতাহিদ ও ফকীহগণের বিপরিত পথে চলতেও নিষেধ করে দিয়েছেন।

আল্লাহর নির্দেশ রসূল ﷺ এর সুন্নাহ মেনে চলার অর্থই হল, রসূল ﷺ যা নির্দেশ করেছেন তাও মেনে চলা। আর তাই রসূল ﷺ এর হাদীসে يد الله على الجماعة، وعليكم بالجماعة، فيلتزم الجماعة، فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الرشدين নির্দেশ দিয়ে এর বিপরিতে চলাকে من شذ شذ فى النار এর কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

হাবলুল্লাহ আকড়ে ধরার প্রকৃত মর্ম ঃ

'হাবলুল্লাহ' আকড়ে ধরার নির্দেশ তখনই পালন করা হবে, যখন 'সুন্নাহ ও জামায়াত' এর পূর্ণ অনুসরণ বাস্তবায়ন করা হবে। আকাঈদ ও আহকাম উভয় ক্ষেত্রেই তা হতে হবে। সুন্নাহ যদিও একটি পৃথক সত্তা, কিন্তু

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alaihi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তার মর্ম যখন কুরআনী নির্দেশনা থেকে পৃথক কিছু নয়, তেমনি আল-জামায়াত ও সুন্নাহ থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু না। আরো ব্যাপক ও বাস্তব অর্থে বললে, আল-জামায়াত কুরআন ও সুন্নাহের বাইরে আলাদা কোন দল নয়। বরং কুরআন ও সুন্নাহের বাস্তব প্রয়োগ ও অনুসরণ এই আল-জামায়াতের অনুগত্বের ভিতরেই পরিস্ফুটিত হয়েছে।

আল-জামায়াত কারা?

তিরমিযী শরীফে ৭৩ ফিরকা সংক্রান্ত হাদীসে ما انا عليه واصحابى বলে রসূলে কারীম ﷺ সুন্নাতে নববী ও সুন্নাতে সাহাবার কথা যেমন বলেছেন, তেমনি মুসনাদে আহমদ ও আবু দাউদে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) বর্ণিত ৭৩ ফিরকাহ সংক্রান্ত হাদীসে وهى الجماعة বলা হয়েছে। অন্যান্য হাদীসে وعليكم بالجماعة، فليلتزم الجماعة، ويد الله على الجماعة، বলে 'আহলুল ইলম' গণকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম বুখারী (রঃ) بلزوم الجماعة এর ব্যাখ্যায় وهم اهل العلم বলেছেন, আর ইমাম তিরমিযী (রঃ) বলেছেন, اهل الفقه والعلم والحديث তথা "জামায়াহ হচ্ছে ফিকহ ও হাদীসের ধারক বাহক সম্প্রদায়।" ফল কথা দাড়ায়, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, মুহাদ্দিসীন, ইমামুত তরীকত, মাশাইখে তরীকত ও উলামায়ে রব্বানিয়ীন হলেন সুন্নাহ ও আল জামায়াতের আহল। অর্থাৎ আহলে সুন্নাত অল জামায়াত হলেন ঐ সকল মহান হযরতগণ এবং তাদের যারা অনুসারী।

ইখতিলাফে মাযমূম ঃ

আকাঈদ ও শরীয়তের মৌলনীতি সম্পর্কে মতভেদ করার অধিকার কারো নেই। মৌলনীতিমালা হল যথাক্রমে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। এর তৃতীয় ও চতুর্থটি অস্বীকার করার অর্থই হল কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পস্ট নির্দেশকে অমান্য করা। এ বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি করা নিন্দনীয় যা দোষনীয় মতভেদ। এ মতভেদ মুতালাক্কা বিল কবূল, আস সাওয়াদুল আ'জম এর বিপরিত মত পোষন ও তার বিরোধীতা করার কারণে ইখতিলাফে মাযমূম এর অন্তর্ভূক্ত।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইখতিলাফে মাহমূদ বা ইখতিলাফে মাশরু' ঃ

দ্বীনের আহকাম এর শাখাগত মতভেদকে ইখতিলাফে মাহমূদ বা ইখতিলাফে মাশরু বলা হয়। এ জাতীয় ইখতিলাফ প্রশংসনীয় এবং এর দ্বারা দ্বীন ইসলামের মধ্যে অসায়াত আসায় উম্মতের জন্য এটি রহমত স্বরূপ।

এ মতভেদ সৃষ্টির মূল কারণ হল, কুরআন, সুন্নাহ বা ইজমাতে যে বিষয়ে স্পষ্ট কোন সমাধান নেই, বা রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোন ব্যাপারে একাধিক সুন্নাহ বা পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে এবং সাহাবায়ে কেরামের মাঝে উভয় পদ্ধতি অনুসারেই কম বেশী আমল হয়েছে। এভাবে সাহাবায়ে কিরামের মাঝে ইখতিলাফ হওয়ার কারণে পরবর্তীতে তাবেয়ীন ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের মাঝেও মতভেদ হয়েছে। এ জাতীয় মতভেদ সামনে নিয়ে একপক্ষ আর এক পক্ষকে বিদয়াতী, সুন্নাহ বিনষ্টকারী, ওদের নামাজ নামাজই নয় ইত্যাদি বলে গালি বা নিন্দা কোন কালে কেউ করেন নাই। বরং সকল পক্ষ একে ইখতিলাফে মাহমূদ তথা প্রশংসনীয় মতভেদ বলে একসাথে সহবস্থান করেছেন। মসজিদে বা বাইরে এ নিয়ে ফতওয়াবাজী, লিপলেটবাজী, তোমার নামাজ নবীওয়ালা নামাজ নয় ইত্যাদি দুষ্ট কর্মকান্ড কোন কালেই মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঘটেনি।

যার মর্তবা বড়জোর সুন্নাত বা মুস্তাহাব, তা নিয়েও তথাকথিত আহলে হাদীস ফিরকার ফতওয়াবাজীর ফেৎনার স্বরূপ ঃ

যে সকল বিষয় নামাজে বড়জোর সুন্নাত বা মুস্তাহাব, যেমন নামাজে সুরা ফাতিহার শেষে আমীন বলা। আমীন আস্তে বলা বা জোরে বলা উভয়টির পক্ষে রসূল ﷺ এর ফে'লী হাদীস পাওয়া যায়। হানাফী মাযহাবে শক্তিশালী দলীলের ভিত্তিতে আমীন আস্তে বলার কথা বলা হয়েছে। লা-মাযহাবীরাও বলতে পারবেনা, আমীন কেউ না বললে নামাজ হবেনা।

অথচ তারা এধরনের বিষয় নিয়ে আম সাধারণ মানুষের নিকট বলে থাকে যে, যারা আমীন জোরে বলে না, তারা ইহুদী নাসারাদের অন্তর্ভূক্ত। তারা হানাফীদের বলে, তোমাদের নামাজ নবীওয়ালা নামাজ নয়, আবু

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alaihi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হানীফার নামাজ। আমরা আমীন জোরে বলি, বুকে হাত বাধি, রফউ ইদাইন করি। আমাদের নামাজ নবীর নামাজ। তোমরা আবু হানীফার উম্মত, তোমরা কালিমা পড় নবীর, কথা মান আবু হানীফার। আর আমরা কালিমা নবীর পড়ি, কথাও তার মান্য করি।

আহলে হাদীস নামের এই পথভ্রষ্ট দলটির চরমতম ধৃষ্টতা সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের দায়ীত্ব ঃ

মুসলিম ইতিহাসের বারশত বৎসর পরে জন্ম নেয়া এ দলটির সাথে আমাদের মতভেদ আকীদাগত। বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুজাচ্ছিমা, মুশাব্বিহা ফিরকার অনুসারী এ দলটির প্রকৃত পরিচয় জানা হক্কপন্থী উলামায়ে কেরামের উপর লাযেম এবং এদের প্রতিরোধে এগিয়ে আসা ফরজে কিফায়া। এদের সাথে মতভেদকে যারা শাখাগত মনে করেন, তারা হয় হানাফী, শাফেয়ী ইখতিলাফ ও এদের সাথে চার মাযহাবের ইখতিলাফের পার্থক্য সম্পর্কে অজ্ঞ, অথবা মধ্যপ্রাচ্যের বিশেষ কিছুর হাতছানীতে বিক্রিত।

এ দলটি আহলে সুন্নত অল জামায়াত তথা চার মাযহাবের অনুসারী সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদেরকে প্রকাশ্যে ও স্পষ্টভাবে কাফির-মুশরিক বলে থাকে। আহলে হাদীস নামের এ দলটি প্রকাশ্যে ময়দানে আমীন, বুকে হাত বাধা, তারাবীহের নামাজ বিশ রাকাত নয়, আট রাকাত ইত্যাদি বলে সুন্নাত-মুস্তাহাব বিষয়গুলি নিয়ে সাধারণ মানুষদের মাঝে ফিৎনার দাবানল ছড়িয়ে দিচ্ছে। মুসলিম সমাজে দলাদলি, মসজিদে মসজিদে মারামারি, বিবাদ ছড়িয়ে ফায়েদা লুটতে চাই যারা, তারা নেপথ্য থেকে তাদেরকে সর্ব প্রকার সাহায্য করে চলেছে বলে লোকমুখে শোনা যায়। এখনও সময় থাকতে মুসলিম উম্মাহার কল্যাণে এদের প্রতিরোধ এর ফরজিয়াত আদায়ে দায়ীত্বশীল সকলের এগিয়ে আসার জন্য আহব্বান জানানো যাচ্ছে।

আহকার আবু সালেহ মুহাম্মাদ মু'তাসিম বিল্লাহ

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মাগুরা জেলার লক্ষীখোল নিবাসী জনাব এ্যাডভোকেট মুহাম্মাদ ফয়জুল কবির সাহেবের প্যাডে লিখিত আমীন জোরে বলার পক্ষে ১২ টি দলীল ঃ

নামাযে সূরা ফাতেহার পর "আমীন" বলা

১। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) একদিন আল্লাহর রাসূলকে (দঃ) জিজ্ঞাসা করলেন "আমীনের" অর্থ কি। তিনি বললেন, প্রভু গো, কবুল কর, এটা আমাকে করে দাও। (নির্ভুল সনদঃ তাফসীরে ইনবে কাসীর। ১ম খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা)

২। রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলেন, "আমীন" হল আল্লাহর 'মোহর' তাঁর মমিন বান্দাদের জন্য। নামাজ এবং দোয়ার জন্য আল্লাহ আমাকে "আমীন" দান করেছেন। অতএব "আমীন" দোয়া শেষ কর, তাহলে নিশ্চই আল্লাহ তা কবুল করবেন। (নির্ভুল সনদঃ তাফসীরে ইনবে কাসীর। ১ম খণ্ড)

৩। আল্লাহর রাসূল (দঃ) যখন সূরা ফাতেহা জোরে পড়তেন তখন "আমীন" জোরে জোরে বলতেন। মোক্তাদিরাও জোরে "আমীন" বলতেন এবং নবীর ﷺ মসজিদ গমগম করে উঠতো। (নির্ভুল সনদঃ যাদুল মায়াদ, ১ম খণ্ড, আল্লামা হযরত ইবনুল কাইয়িম (রহঃ)। তিনি একাধারে কুরআন এবং হাদীসে হাফেজ ছিলেন)

৪। আল্লাহর রাসূল যখন জোরে সূরা ফাতেহা পড়তেন তখন জোরে "আমীন" বলতেন। পিছনের মোক্তাদিরাও জোরে "আমীন" বলতেন। ফলে নবীর (দঃ) মসজিদ গমগম করে উঠতো। (নির্ভুল সনদঃ হযরত আবু হোরাইরা রাযিঃ এবং হযরত অয়েল ইবনে হুজুর রাযিঃ তিরমিজী আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্, দারেমী, মেশকাত)

৫। আল্লাহর রাসূল (দঃ) নির্দেশ দেন ইমাম আমীন জোরে বলবেন এবং তোমরাও আমীন জোরে বলবে। ফেরেশতারাও জোরে "আমীন" বলেন এবং যার "আমীন" ফেরেশতাদের মত হয় তার আগের গোনা মাফ হয়ে যায়। (বোখারী, মুসলিম মেশকাত)

৬। আল্লাহর রাসূল (দঃ) বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে কিছু লোক এমন হবে যারা লোকদেরকে তাদের আলেম ও পীরদের আমল মোতাবেক আমল করতে বলবে এবং ইমামের পিছনে জোরে "আমীন" বলার জন্য মুসলমানদের উপর হিংসা করবে যেমন ইহুদীরা তোমাদের হিংসা করে জোরে "আমীন" বলার জন্য। সাবধান ওরা হল এই উম্মতের ইহুদী (হযরত আবু হোরাইরা রাযিঃ আল্লামা সুয়ুতী রহঃ জামউল জাওয়াম গ্রন্থ বাবুল মাহদী, বাবুণ ইতেসামবিল কিতাব ওয়া সুন্নাহ ঃ

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লামা ইবনুস সাকান রহঃ এবং আল্লামা ইবনু কাত্তান রহঃ এর যাহারতো রিয়াযিল আবরার এবং হুসুলুল মারাম)

৭। আল্লাহর রাসূল (দঃ) বলেন, তোমারে সালাম করা এবং জোরে "আমীন" বলাতে ইহুদীদের যত হিংসা হয় আর কোন জিনিষে ওদের অত হিংসা হয় না। অতএব তোমরা বেশী করে আমীন বল (হযরত আয়েশা রাযিঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাযিঃ সহীহ ইবনে খোযায়মা ১ম খণ্ড, মোসনাদে আহমদ ৬ষ্ট খণ্ড, ইবনে মাজা, মোসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক ইবনে হুমাম ২য় খণ্ড, আল আমালী তাবারানী আওসাত, মাজমাউয যাওয়াইদ ১ম খণ্ড আল হাইসামী)। আল্লামা সিন্দী হানাফী রহঃ বলেন, এই হাদীসটি সম্পূর্ণ নিভুল এবং এর রাবীগণও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য।

৮। বাহারুল উলূম আল্লামা আব্দুল আলী হানাফী রহঃ বলেন, নীরবে আমীন বলা সম্পর্কে মুসতাদরকে আল-হাকীম গ্রন্থে একটিমাত্র হাদীস ছাড়া আর কোন হাদীসই পাওয়া যায় না। এ হাদীসটিও যয়ীফ বা অতী দুর্বল।

৯। ইমাম জোরে "আমীন" বলবেন এবং মোক্তাদিরাও তার সাথে জোরে "আমীন" বলবেন (আবু দাউদ, নাসায়ী, ফাতহুল বারী ২য় খণ্ড- ইমাম ইবনে মাজার আল আসকালানী রহঃ)

১০। আল্লাহর রাসূল (দঃ) নামাজে সূরা ফাতেহার পর "আমীন" বলতেন এবং আওয়াজ দীর্ঘ করতেন (বুখারী, আবু দাউদ, সালাত অধ্যায়ে)

১১। আল্লাহর রাসূল বলেন, ইমাম "আমীন" বললে মোতরাও জোরে আমীন বলবে। তেমাদের আমীন ফেরেশতাদের আমীনের সাথে একত্রিত হয় এবং মিলে যায়। তখন আল্লাহ ঐ মুসল্লির অতীতের গুনাহ মাফ করে দেন (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)

১২। আল্লাহর রাসূল (দঃ) সূরা ফাতেহা টাঠের পর জোরে আমীন বলতেন (বুখারী ১ম খণ্ড ১০৭-১০৮ পৃঃ, মুসলিম ১৭৬ পৃঃ, আবু দাউদ ১৩৪ পৃঃ, তিরমিযী ৩৪ পৃঃ, নাসাঈ ১৪০ পৃঃ ইবনে মাজাহ ৬২ পৃঃ মেশকাত ৭৯-৮০ পৃঃ)

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alaihi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমীন উচ্চ আওয়াজে বলার পক্ষে এ্যডভোকেট মুহাম্মাদ ফয়জুল কবির সাহেবের লিখিত উক্ত ১২টি দলীলের জবাবঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين

أما بعد :-

গত ১৮/০২/০৪ ইং তারিখে লক্ষীখোল[১] মসজিদের ইমাম জনাব হাফেজ বাবুল আকতার সাহেব উক্ত গ্রামের জনাব এ্যডভোকেট মুহাম্মাদ ফয়জুল কবির সাহেবের নামে ছাপানো প্যাডে লিখিত নামাযে সুরা ফাতেহার শেষে 'জোরে আমীন' বলার পক্ষে বাংলায় লিখিত ১২টি দলীল আমাকে দিয়ে বলেন, এই দলীল লেখক আমীন জোরে বলার পক্ষের দলীলগুলি লিখে পাঠিয়েছেন এবং আপনার কাছে 'আমীন' আস্তে বলার দলীল চেয়েছেন। আমার তখন মনে পড়ে ০৯/০২/০৪ তারিখে উক্ত গ্রামের উত্তর পাড়া ফুরকানিয়া মাদরাসা প্রাঙ্গনে ওয়াজ মাহফিলে আমার ওয়াজের সময় একজন লিখিত ভাবে প্রশ্ন করেছিল- "যে ব্যক্তি বলে ঃ 'নামাযে সূরা ফাতিহার পরে যারা আমীন জোরে বলে না, তারা ইহুদী-নাছারাদের থেকে অধম' - এমন ব্যক্তির পিছনে নামাজ হবে কি?"

আমি উক্ত প্রশ্নের কড়া জবাব দিয়েছিলাম। সম্ভবতঃ সে কারণেই লেখক আমীন জোরে বলার পক্ষে দলীল পেশ করে আমার কাছে আমীন আস্তে বলার পক্ষে দলীল তলব করেছেন। পাশাপাশি তিনি তার প্রদত্ত দলীল সমুহের মধ্যে রাসূল ﷺ এর হাদীস এনে আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, যারা ইমামের পিছনে আমীন জোরে বলে না তারা এই উম্মতের ইহুদী।

উক্ত কাগজের সাথে আমার বরাবর কোন চিঠি দেওয়া হয় নি এবং দলীল পেশকারীর কোন স্বাক্ষর নেই। তা সত্ত্বেও আমি জওয়াব দেওয়ার কথা স্বীকার করি।

পরে অবসরে যখন উক্ত লিখিত দলীলগুলি নিয়ে বসি এবং তাঁর প্রদত্ত হাদীসের মূল রেফারেন্সের সাথে মিলাতে যাই- তখন অবাক বিস্ময়ে ভাবতে থাকি হাদীসে রাসূল নিয়ে এতবড় খেয়ানত কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির দ্বারা কি আদৌ

[১] মাগুরা জেলা সদরের একটি গ্রাম।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সম্ভব? হাদীসে রাসূল ﷺ যা বলেন নি- রাসূল ﷺ তা বলেছেন বলে লিখে দেওয়া সিহাহ সিত্তার যে গ্রন্থে যে হাদীস নেই, সেই সেই গ্রন্থে সেই হাদীস আছে বলে দাবী করা যে কত বড় অপরাধ তা বিজ্ঞব্যক্তি মাত্রই জানেন।

নামাজে সূরা ফাতেহার পরে আমীন 'জোরে' বলার পক্ষে প্রদত্ত দলীল ও তার পর্যালোচেনা ঃ-

১। মুহতারাম ভাই সাহেব তার মতের পক্ষে ১ ও ২নং দলীলে আমীন শব্দের অর্থ ও তার ফযিলত বর্ণনা করেছেন, যা মূলতঃ আমাদের দলীল।

২। [তার প্রদত্ব ৩নং এর জবাব ২নং টিকায় নতুনভাবে সংযোজিত [২]]

---

[২] প্রতিপক্ষ ভাই তার ৩ নাম্বারে যাদুল মায়াদ থেকে যেভাবে দলীলটা লিখেছেন যাদুল মায়াদে সেভাবে নেই। সেখানে কথাটা এভাবে রয়েছে ঃ : فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ قَالَ آمِيْن فَإِنْ كَانَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ رَفَعَ بِهَا صَوْتَه وَقَالَهَا مَنْ خَلْفَهُ রাসূলে কারিম স. যখন সূরা ফাতিহা পড়ে শেষ করতেন তখন আমীন বলতেন। জোরে কিরায়াত পড়লে আমীন জোরে বলতেন এবং পিছনে যারা থাকতেন তারাও জোরে বলতেন।

- উক্ত বর্ণনায় মসজিদ 'গমগম' করে উঠার কোন কথা নেই, যা প্রতিপক্ষ ভাই লিখেছেন।
- উক্ত বর্ণনায় কোন বর্ণনা কারীর নাম নেই এবং কোন কিতাবের রেফারেন্সও নেই। তাহলে কি করে উক্ত বর্ণনাকে দলীল হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে?
- যাদুল মায়াদ কোন হাদীসের কিতাব নয় বা যাদুল মায়াদ এর লেখক হাফেজ ইবনে কাইয়্যিম নিজেই উক্ত বর্ণনাকে 'হাদীস' হিসেবে উল্লেখ করেন নি। বরং তিনি নবী কারিম স. এর নামাযের বর্ণনা দিয়েছে মাত্র। আর তিনি 'আমীন' জোরে বলার পক্ষের লোক হওয়ায় লিখে দিয়েছেন ঃ রাসূলে কারিম স. জোরে কিরায়াত পড়লে আমীন জোরে বলতেন। আশ্চর্যের বিষয় হল, এ ধরণের বর্ণনাকে ফিকাহ বলা হয়। আর লা-মাযহাবীরা ফিকহ মানেন না। বরং ফিকাহ মানাকে তারা শিরক মনে করেন। তাহলে ইবনে কাইয়্যিম এর ফিকাহকে তারা কিভাবে মেনে নিল? এটা কি শিরক হল না?
- আর তিনি হাফেজ ইবনে কাইয়্যিমকে গায়ের মুক্বাল্লিদরা নিজেদের ইমামেরগণের অন্তর্ভূক্ত মনে করে। এখন কথা হল, নিজেদের ইমাম হওয়ায় ৭০০ বৎসর পরের মানুষের ফিকহ যদি দলীল ছাড়া তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় এবং শিরক না হয় তাহলে আমাদের নিকটে মাত্র ৮০ বৎসর পরের মানুষ আমাদের ইমামের ফিকহ কেন গ্রহণযোগ্য হবে না? উল্লেখ্য, ইমামে আ'যম আবু হানীফা (রাঃ) ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa (Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৩। ৪ নং এ উল্লেখিত হাদীসটি তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদে আছে বলে যে দাবী করেছেন তা চরম অসত্য। মজার ব্যাপার হল মসজিদ 'গমগম' করে উঠার [জয়ীফ-দুর্বল] হাদীসটি সমগ্র সিহাহ সিত্তার মধ্যে একমাত্র ইবনে মাজায় এসেছে। লেখক সে হাদীসের অর্থ বিকৃত করেছেন। কিছু শব্দ নিজে জুড়ে দিয়েছেন, কিছু অংশ বাদ দিয়েছেন। দারেমী শরীফ এই মুহূর্তে আমার কাছে থাকলে (ইনশাআল্লাহ) আমি প্রমান করে দিতাম, সেখানেও হাদীসটি এভাবে নেই [৩]।

ইবনে মাজায় হাদীসটি এভাবে এসেছে ঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : تَرَكَ النَّاسُ التَّأْمِيْنَ . وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم إِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ قَالَ آمِيْنَ حَتَّى يَسْمَعَهَا أَهْلُ الصَّفِّ الأَوَّلِ . فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ – ابن ماجة ص61

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ মানুষেরা আমীন বলা ছেড়ে দিয়েছে। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ বলতেন, তখন আমীন বলতেন। এমনকি প্রথম কাতারের লোকেরা তা শুনতে পেত। ফলে মসজিদ ধ্বনিত হত।[৪]

লেখক উক্ত হাদীসের সাথে তার কৃত অনুবাদ মিলিয়ে প্রমান করতে পরবেন কি, তার অনুবাদ উদ্দেশ্য প্রনোদিত নয়? হাদীসে যা নেই অনুবাদে তা ঢুকানো কোন্ আমানতদারী?

এবার শুনুন, এ হাদীসটির সনদে রাবী [বর্ণনাকারী] বিশর বিন রাফে' সম্পর্কে ইমাম বুখারী, ইমাম আহমদ, ইমাম ইবনে মাঈন, ইমাম নাসাঈ

---

[৩] আল্লাহর রহমতে তাই প্রমাণিত হল। ২০০৪ সালের মার্চ মাসের শুরুতে উল্লেখিত জবাব যখন লিখা হচ্ছিল তখন দারেমী শরীফখানা আমাদের কাছে ছিল না। বর্তমান দারেমী শরীফ আমাদের সম্মুখে রয়েছে। তার মাঝেও হাদীসখানা ঐভাবে নেই। দারেমী শরীফের বর্ণনা হলঃ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم إِذَا قَرَأَ وَلاَ الضَّالِّيْنَ قَالَ أَمِيْنَ وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَه "রাসূলুল্লাহ স. যখন وَلاَ الضَّالِّيْنَ বলতেন তখন আমীন বলতেন তখন আমীন বলতেন এবং আওয়াজ উঁচু করতেন।" দারেমী শরীফ ১/২০২, বাবুল জাহরি বিত্তামীন, হাদীস নং ১২৪৫।

[৪] ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৮৫৩, বাবুল জাহরি বিআমীন, পৃঃ ৬১।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alaihi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জঈফ বলেছেন। ইমাম ইবনে হিব্বানতো তাকে মিথ্যা হাদীস তৈরীকারী বলেছেন[৫]।

এমন একটি [জয়ীফ-দুর্বল] হাদীস নিয়ে অন্ততঃপক্ষে গায়ের মুক্বাল্লিদরা দলীল পেশ করতে পারেন না। কারণ কথায় কথায় তারা সহীহ হাদীস-সহীহ হাদীস বলে আওয়াজ তোলেন।

তদুপরী হাদীসে "মুক্তাদীগন জোরে আমীন বলতেন" তার বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই। অনুবাদেতো তা বলা যাবেই না। তারা যদি ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন "মসজিদ গমগম করে উঠত"- এ কথা দ্বারা বুঝা যায় "মুক্তাদীগন জোরে আমীন বলতেন", সেক্ষেত্রে আমাদের প্রশ্ন হল তাদের দৃষ্টিতে কিয়াস (قِيَاس) তো শয়তানের কাজ। সেই শয়তানের কাজ তারা করলেন কিভাবে?

৪। তিনি ৫নং এ উল্লেখিত হাদীসটি বুখারী, মুসলিমের রেওয়ায়েত বলে দাবী করেছেন। মূলতঃ বুখারী মুসলিমে এ হাদীসটি নেই। কোন হাদীস গ্রন্থেই এ হাদীসটির কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। আমি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, কিয়ামত পর্যন্ত সময় দিলেও তিনি বুখারী, মুসলিম, মেশকাতে হাদীসটি দেখাতে পারবেন না।

তিনি হয়তো বলতে পারেন, এটি বুখারীর بَابُ جَهْرِ الْإِمَامِ بِالتَّأْمِيْنِ এ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটির বাংলা অনুবাদ [৬]। সে ক্ষেত্রে আমাদের প্রশ্ন হল, রাসূল ﷺ হাদীসে যে কথা বলেন নি, যে শব্দ তিনি

---

[৫] মীযানুল ই'তেদাল ১/৩১৭। # তাহযীবুল কামাল ৪/১১৯। # তাহযীবুত তাহযীব ১/৩৯৩।

[৬] পাঠকদের সুবিধার্থে মূল হাদীসটি অর্থসহ তুলে ধরা হল ঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী কারিম স. এরশাদ করেন, "ইমাম যখন আমীন বলেন তখন তোমরাও আমীন বল। কেননা যার আমীন বলা ফিরিশতাদের আমীন বলার অনুযায়ী হয়, তার অতীতের গোনাহসমুহ মাফ করে দেয়া হয়।" -বুখারী শরীফ হাদীস নং ৭৪৭।

সূধী পাঠক, দেখুন উক্ত হাদীসে আমীন জোরে বলার কোন কথা নেই।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ব্যবহার করেন নি, সে শব্দ যোগ করার অধিকার তিনি কোথায় পেলেন? "আল্লাহর রাসূল নির্দেশ দেন", "ইমাম আমীন জোরে বলবেন", "তোমরাও আমীন জোরে বলবে", "ফিরিশতারাও আমীন জোরে বলেন", এ কথাগুলি কি হাদীসে আছে? উক্ত হাদীসে জোরে শব্দের অস্তিত্ব আছে কি? দুনিয়ায় যত হাদীসগ্রন্থ আছে তার যে কোন একটিতে এই হাদীসটি কি তিনি দেখাতে পারবেন?

৫। ৭ নং এ উল্লেখিত হাদীসটি ইবনে মাজাহ সহ বেশ কিছু গন্থ থেকে নিয়েছেন বলে লেখক দাবী করেছেন। তিনি হাদীসটি হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত কৃত বলে উল্লেখ করেছেন। হ্যা, ইবনে মাজায় হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এ জাতীয় পর পর দুটি হাদীস এসেছে।

তা, মুহতারাম, দেখাতে পারবেন কি, ইবনে মাজার উক্ত হাদীসে 'আমীন' বলার ক্ষেত্রে "জোরে" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে? হুজুর ﷺ যেমন "জোরে" শব্দ বলেন নি, তেমনি এ হাদীস দ্বারা প্রমান হয় না যে, হাদীসটি নামাজে সূরা ফাতিহার পরে "আমীন" বলার এরশাদ হয়েছে। কারণ হাদীসে নামাজের মধ্যে কথা নেই।

হযরত আয়েশা (রাঃ) এর হাদীসে "সালাম" ও "আমীন" এ দুটি শব্দ এসেছে। হাদীসটি হল ঃ

عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَسَدَتْكُمْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّأْمِينِ – ابن ماجة ص61

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী কারীম ﷺ এরশাদ করেন ঃ ইহুদীরা তোমাদের সাথে কোন ক্ষেত্রে এতটা হিংসা করে না যেরুপ হিংসা করে তোমাদের সালাম করা ও আমীন বলার উপর [৭]।

উক্ত হাদীসে নামাজের মধ্যে "আমীন" বলার কথা যেমন নেই, তেমনি 'জোরে' শব্দও নেই। তার পরেও বিপক্ষ ভাই যখন উক্ত হাদীসকে নামাযে সূরা ফাতেহার পরে "আমীন" জোরে বলার পক্ষে দলীল স্বরূপ

[৭] ইবনে মাজা, পৃষ্ঠা ৬১। বাবুল জাহরি বি আমীন, হাঃ নং ৮৫৬।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এনেছেন, তাহলে প্রশ্ন হল, নামাযে ইমামের পিছনে সালাম জোরে বলেন তো? উক্ত হাদীসে "সালাম" ও "আমীন" দুটি শব্দ এসেছে। বিপক্ষ ভাই হাদীসটির অনুবাদ এভাবে লিখেছেন ঃ

"আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, তোমাদের সালাম করা এবং জোরে "আমীন" বলাতে ইহুদীদের যত হিংসা হয়, আর কোন যিসিষে ওদের অত হিংসা হয় না। অতএব তোমরা বেশী করে আমীন বল।"

আমরা উপরে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর হাদীসের মতন ও অর্থ লিখে দিয়েছি। সেখানে *"জোরে"* শব্দের অস্তিত্ব নেই। *"তোমরা বেশী করে আমীন বল"* -এ অংশটুকু নেই।

এবার দেখুন হযরত আব্বাস (রাঃ) এর হাদীসটি ঃ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَسَدَتْكُمْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى آمِينَ فَأَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ آمِينَ – ابن ماجة ص61

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলে কারিম ﷺ বলেছেন, ইহুদীরা তোমাদের সাথে কোন ক্ষেত্রে এতটা হিংসা করে না যেরূপ হিংসা করে তোমাদের 'আমীন' বলার উপর। সূতরাং তোমরা বেশী বেশী আমীন বল [৮]।

দেখুন উক্ত হাদীসে "সালাম" শব্দ নেই। আমীন "জোরে" বলার কথা বলা হয় নি। আমরা পর পর দুটি হাদীসই তুলে দিলাম। বিপক্ষ ভাইয়ের হাদীসের সাথে উক্ত দুই হাদীসের কোন মিল নেই। তাহলে ধরে নেওয়া যায় উক্ত হাদীসটি তৃতীয় অপর একটি হাদীস যা 'ইবনে মাজায়' এসেছে বলে তার দাবী। পারবেন কি তিনি ইবনে মাজায় তার বর্ণিত হাদীসটি বের করে দেখাতে? আমরা তো কিয়ামত পর্যন্ত সময় দিতেও রাজী আছি।

আমরা হানাফীগণ নামাযে আমীন "জোরে" বলি না। সে কারণে এ দেশে গায়ের মুক্বাল্লিদগণ উক্ত হাদীস দুটি আমাদেরকে ইহুদীদের থেকে অধম মনে করে ও প্রচার করে থাকে। অথচ তারা হাদীসে "জোরে" ও "নামাযের মধ্যে"- কথা না থাকলেও অনুবাদে চুরি করে উক্ত দুটি শব্দ ঢুকিয়ে দেয়।

---

[৮] প্রগুক্ত-হা নং ৮৫৭।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alaihi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রকৃতপক্ষে এটি ইহুদীদের স্বভাব। তাদের স্বভাব সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ "তারা কালামকে তার স্থান থেকে বিচ্যুত করে দেয়" [৯]।

৬। [তার প্রদত্ব ৮নং দলীলের আলোচনা ১০নং [১০] টিকায় দেখুন]

৭। ৯ নং এ উল্লেখিত হাদীসটি আবু দাউদ, নাসাঈতে আছে বলে তিনি লিখেছেন। এটাও অসত্য দাবী। ফাতহুল বারীতে দেখিয়ে দিতে পারলে আমরা খুশি হব।

৮। ১০ নং এ উল্লেখিত হাদীসটি বুখারী ও আবু দাউদ শরীফের বলে দাবী করেছেন। সহীহ বুখারী ও সুনানে আবু দাউদে হাদিসটি কোথায় আছে দেখাতে পারবেন কি?

৯। ১১ নং এ উল্লেখিত হাদিসটি বুখারি, মুসলিম ও নাসাঈতে আছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। উক্ত তিনটি হাদীসগ্রন্থে উক্ত হাদীসটি তিনি যদি দেখাতে পারেন, আমরা খুব খুশী হব। কিয়ামত পর্যন্ত সময় দিলেও তিনি আমাদেরকে খুশী করতে পারবেন না বলে আমরা মনে করি।

১০। ১২ নং এ উল্লেখিত হাদীসটি কার বর্ণিত তা তিনি উল্লেখ করেন নি। যেহেতু তিনি বুখারীর সাথে মুসলিম, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ ও নাসাঈতে আছে বলে দাবী করেছেন, সে কারণে আমরা ধারনা করতে পারি এটিও একটি হাদীস।

তিনি দাবী করেছেন, বুখারী ১ম খণ্ড ১০৭-১০৮ পৃঃ, মুসলিম ১৭৬ পৃষ্ঠায় হাদীসটি আছে। অথচ সমগ্র বুখারী-মুসলিমে হাদীসটির কোন অস্তিত্ব নেই। ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ ও নাসাঈতেও নেই।

---

[৯] সূরা মায়েদা-১৩।

[১০] প্রতিপক্ষ ভাই তার প্রদত্ব ৮নং দলীল একজন হানাফী মুক্বাল্লিদ মানুষের বক্তব্য দ্বারা পেষ করেছেন। অথচ লা-মাযহাবীদের একটি মৌলিক দর্শন হল কুরআন-হাদীসের বাইরে কোন মানুষের বক্তব্য দলীল হিসেবে গ্রহণ করা শিরক। প্রতিপক্ষ ভাই তাদের নিজেদের সেই দর্শন অনুযায়ী শিরকের কাজ কেন করলেন?

দ্বিতীয়তঃ প্রতিপক্ষ ভাই লিখেছেনঃ "বাহারুল উলূম আল্লামা আব্দুল আলী হানাফী রহঃ বলেন"। কিন্তু কোথায় বলেছেন, কোন কিতাবে আছে, তা তিনি উল্লেখ করেন নি। সূতরাং এ দলীলে জবাবও দেয়ার প্রয়োজন নেই।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১১। এখন রইল ৬ নং এ উল্লেখিত হাদীস- আল্লামা সূয়ূতী (রঃ) এর "জমউল জাওয়ামে" গ্রন্থ থেকে আনা হয়েছে। উক্ত কিতাবটি আমার কাছে নেই [১১]। তবে বিপক্ষ দলীল লেখকের কাছে আমাদের দাবী, উক্ত হাদীসের মূল মতন লিখে অনুবাদ করে দেখিয়ে দিবেন যে, নামাযের মধ্যে আমীন বলা এবং তা জোরে বলা সেখানে আছে।

পাশাপাশি কৌতুহলের সাথে জিজ্ঞাসা, তিনি উক্ত হাদীসের কোন্ আরবী শব্দের অনুবাদ "পীর" করেছেন?

জানি না, তিনি 'আবীদ' (عَابِدْ) শব্দ পেয়ে তার অর্থ "পীর" করেছে কিনা? যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে তিনি কিন্তু প্রকারন্তে কোরআন-হাদীস থেকে "পীর" এর দলীল পেশ করেছেন [১২]। কারণ এ শব্দটি কুরআন হাদীসে অতি উত্তমগুণ 'ইবাদতকারী' অর্থে ভরপুর।

নামাযে সূরা ফাতিহার শেষে আমীন 'আস্তে' বলার পক্ষে

হানাফী মাযহাবের দলীল

আহলে সুন্নাত অল জামায়াত তথা চার মাযহাবের দলীল হল কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস।

---

[১১] ২০০৪ সালের মার্চ মাসের শুরুতে উল্লেখিত জবাব যখন লিখা হচ্ছিল তখন ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রঃ)'র উক্ত 'জামউল জাওয়ামে' কিতাবটি আমাদের সম্মুখে ছিল না। বর্তমান কিতাবটি আমাদের সম্মুখে রয়েছে। বিপক্ষ দলীল লেখক তার ৬নং দলীল লিখতে গিয়ে এমন প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন যা ভাবতেও অবাক লাগে। তিনি 'জামউল জাওয়ামে' এর বাবুল মাহদীতে আবু হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক উক্ত হাদীস বর্ণিত আছে বলে লিখেছেন।

আশ্চর্যের বিষয় হল উক্ত কিতাবে 'বাবুল মাহদী' নামে কোন অধ্যয় বা পরিচ্ছেদ নেই। জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রঃ)'র 'জামউল জাওয়ামে' এর দুটি অংশ। একটি অংশে হরফ অনুযায়ী হাদীস সাজানো, আরেকটি অংশে মুসনাদ তথা বর্ণনাকারীর নামানুসারে সাজানো। উক্ত কিতাবের কোথাও বিপক্ষ দলীল লেখকের ৬নং এ উল্লেখিত দলীলের কোন অস্তিত্ব নেই। শুধু তাই নয় পৃথীবির বুকে কোন গ্রহণযোগ্য কিতাবে লা-মাযহাবীরা উক্ত হাদীস দেখাতে পারবে না।

[১২] উল্লেখ্য, গায়ের মুক্বাল্লিদ, লা-মাযহাবীরা আহলে সুন্নাত অল জামায়াতের বহু উসূলী (মৌলিক) বিষয় অস্বিকারের সাথে সাথে তাসাউফ তরীকত ও পীর মাশায়েখদেরকেও অস্বিকার করে থাকে।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alaihi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কোন সমস্যার সমাধানের জন্য সর্বপ্রথম কুরআনের দিকে দৃষ্টিপাত করা, কুরআনে না পাওয়া গেলে হাদীসে, এভাবে পর্যাক্রমে ইজমা ও কিয়াস অনুসরণের নীতি অবলম্বন হল আহলে সুলে সুন্নাত অল জামায়ারে 'উসূল'।

কুরআন-হদীসে কোন সমস্যার যদি স্পষ্ট সমাধান পাওয়া না যায়, অথবা হাদীসে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় এবং তার সমাধানে ইজমা না থাকে, সে ক্ষেত্রে মুজতাহিদগণ ইজতিহাদ করেছেন। যার ইজতিহাদ সঠিক হয়, সেই মুজতাহিদ দুই সওয়াব পেয়ে থাকেন। যে মুজতাহিদের ইজতিহাদে খতা خطأ হয়, তিনি পান এক সওয়াব [১৩]। কিন্তু কোন্ মুজতাহিদের ইজতিহাদ সঠিক, তার ফয়সালা দিবেন আল্লাহ পাক হাশরের ময়দানে এবং সে অনুযায়ী উভয় মুজতাহিদ পুরস্কার পাবেন। চার মাযহাবের মুক্বাল্লিদগণ যার যার মাযহাবের তাকলীদ করেন এই মনে করে যে, তাদের ইমাম কুরআন হাদীস থেকে ইজতিহাদ করে ফয়সালা দিয়েছেন।

হাদীসে যে বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার রেওয়ায়েত পাওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে কুরআনের সাথে অধিক সামাঞ্জস্যসীল রেওয়ায়েতকে প্রাধান্য দেওয়া হানাফী মাযহাবের নীতি-আদর্শ। পাশাপাশি কিয়াসও যদি মতকে সমর্থন করে, তাহলে গৃহীত উক্ত রেওয়ায়েত অধীক শক্তিশালী হিসাবে প্রতীয়মান হয়।

আমাদের উক্ত নীতি সামনে নিয়ে আমরা আমাদের দলীল পেশ করব, ইনশাআল্লাহ।

আল-কুরআন থেকে দলীলঃ

আমীন শব্দটি দোয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যার অর্থ "আয় আল্লাহ কবুল করুন"। বুখারী শরীফে এসছে- وَقَالَ عَطَاءٌ آمِيْنَ الدُّعَاءُ হযরত আতা রঃ বলেনঃ 'আমীন' হল দোয়া [১৪]।

---

[১৩] এ সম্পর্কে সহীহ হাদীস বিদ্যমান ঃ আমর ইবনুল আ'স ﷺ হতে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেনঃ "হাকিম যখন ইজতিহাদ করে রায় দেন, অতঃপর তা সঠিক হয়, তখন তার জন্য দু'টি পুরস্কার। আর যখন ইজতিহাদ করে রায় দেন, অতঃপর তা ভুল হয়, তখন তার জন্য একটি পুরস্কার"। মুসলিম শরীফ হাঃ নং ৪৫৮৪ বাবু বায়ানি আজরিল হাকিম, বুখারী শরীফ হাঃ নং ৬৯১৯ বাবু আজরিল হাকিম।

[১৪] বুখারী শরীফ- বাবু জাহরিল ইমাম বিত্তামিন।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কুরআন শরীফে হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত হারূন (আঃ) এর সম্পর্কে এসেছে, আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا "তোমাদের দু'জনের দোয়া কবুল করা হল" [১৫]। অর্থাৎ আমি তোমাদের দু'জনেরই দোয়া কবুল করলাম।

তাফসীরে দুররে মানছুরে এসেছে, হযরত মুসা (আঃ) দোয়া করেছিলেন এবং হযরত হারূন (আঃ) শুধু "আমীন" বলেছিলেন। আল্লাহপাক তাদের দু'জনেরই দোয়া কবুল করেছিলেন [১৬]।

ابن خزيمة সহীহ ইবনে খুযাইমাতে আনাছ বিন মালেক (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم جُلُوْسًا فَقَالَ : إِنَّ اللهَ أَعْطَانِيْ خِصَالاً ثَلاَثَةً فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ جُلَسَائِهِ : وَ مَا هَذِهِ الْخِصَالُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ : أَعْطَانِيْ صَلاَةً فِيْ الصُّفُوْفِ وَ أَعْطَانِيْ التَّحِيَّةَ إِنَّهَا لَتَحِيَّةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ أَعْطَانِيْ التَّأْمِيْنَ وَ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا مِنَ النَّبِيِّيْنَ قَبْلُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ اللهُ أَعْطَى هَارُوْنَ يَدْعُوْ مُوْسَى وَ يُؤَمِّنُ هَارُوْنُ

আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, আমরা নবী ﷺ এর নিকটে বসা ছিলাম। এক সময় তিনি বললেন ঃ আল্লাহ আমাকে তিনটি বৈশিষ্ট দান করেছেন। উপবিষ্টদের মাঝ থেকে একজন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেই বৈশিষ্টগুলি কি? তিনি বললেন ঃ কাতারবদ্ধ হয়ে নামায (আদায়ের বৈশিষ্ট) তিনি আমাকে দান করেছেন। তাহিয়্যাত তিনি আমাকে দান করেছেন যা জান্নাতবাসীগণের তাহিয়্যাত[১৭] এবং তিনি আমাকে দান করেছেন 'আমীন'। আমার পূর্বে কোন নবীকে তিনি তা দান

---

[১৫] সূরা ইউনুস, আয়াত ৮৯।

[১৬] আদ্দুররুল মানছুর ৪/৩৮৪। قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا আয়াতের তাফসীর।

[১৭] তাহিয়্যাত অর্থ: অভিবাদন, শুভেচ্ছা, সালাম। প্রচলিত অর্থে তাহিয়্যাত বলা হয় এমন শব্দ বা বাক্যকে যার দ্বারা কোন আগন্তককে অভ্যর্থনা জানানো হয়। যেমন, সালাম, স্বাগতম, খোশ আমদেদ কিংবা আহ্লান ওয়া সাহলান প্রভৃতি। জান্নাতবাসীদের তাহিয়্যাত সম্পর্কে আল্লাহপাক এরশাদ করেনঃ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ("তথায় তাদের তাহিয়্যাত বা সম্ভাষন হবে সালাম" -সূরা ইবরাহীম,-২৩)। আর সেই তাহিয়্যাতই আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর উম্মতকে দেয়া হয়েছে।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করেন নি। শুধু হারুন (আঃ) কে তিনি তা দিয়েছিলেন, মুসা (আঃ) দোয়া করেছিলেন এবং হারুন (আঃ) 'আমীন' বলেছিলেন [১৮]।

উক্ত হাদীসে দেখা যাচ্ছে, হযরত মুসা (আঃ) দোয়া করেছিলেন এবং হযরত হারূন (আঃ) সেদিকে একাগ্রচিত্তে মনোনিবিষ্ট ছিলেন। মুসা (আঃ) দোয়া শেষ করলে হারুন (আঃ) বলেছিলেন "আমীন"। আল্লাহপাক তাঁদের উভয়কে দোয়াকারী বলে তাঁদের উভয়ের দোয়া কবুল করলেন। এভাবেই আমারা হানাফী মুক্তাদীগণ নামাযে ইমাম সূরা ফাতিহা পড়াকালীন চুপ থাকি এবং ইমামের ফাতিহা শেষে আস্তে করে "আমীন" বলি। আর এভাবেই সূরা ফাতেহা উভয়ের তরফ থেকে আদায় হয়ে যায়। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে, مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ "যার ইমাম থাকে তার কিরায়াত হয় ইমামের কিরাত" [১৯]।

দোয়া ও যিকির আস্তে করা আল্লাহ্ পছন্দ করেন ঃ

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক কাকুতি-মিনতি করে ও সংগোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না [২০]।"

উক্ত আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন চুপে চুপে দোয়া করতে বলেছে।

---

[১৮] সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাঃ নং ১৫৮৬, বাবু যিকরি মাকানাল্লাহু আয্যা খচ্ছা নাবিয়্যাহু..।

[১৯] # ইবনে মাজা হাঃ নং ৮৫০, বাবু ইযা কারাআল ইমাম ফাআনসিতূ। # মুয়াত্তা মুহাম্মাদ হাঃ নং ১২৫, বাবুল কিরাআতি ফিচ্ছাফ্ফি খালফাল ইমাম। # সুনানুল বাইহাকী আল কুবরা হাঃ নং ২৭২৩, ২৭২৪ বাবু মান ক্বালা লা ইয়াক্বরা খালফাল ইমাম। # মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক হাঃ নং ২৭৯৭। # মুসনাদে আহমদ ২৩/১২ হাঃ নং ১৪৬৪৩। # মুসলিম ও নাসঈ শরীফের একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে ঃ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَالَ لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِيْ شَيْءٍ. "হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ)কে ইমামের পিছনে কিরাআত পড়া সম্পর্কে আতা জিজ্ঞাসা করলেন, উত্তরে তিনি বলেন ইমামের পিছনে কোন কিরাআত নেই।" মুসলিম হাঃ নং ১৩২৬। বাবু সুজুদিত তিলাওয়াত। নাসাঈ হাঃ নং ৯৬০, সিফাতুস সালাত, বাবু তরকিছ সুজুদ।

[২০] সূরা আল আ'রাফ ৫৫।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا

"(এ হল) তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি, যখন সে তাঁর প্রতিপালককে আহ্বান করেছিল সংগোপনে [২১]।"

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন ঃ

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, নিশ্চয় আমিতো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই [২২]।

কুরআন শরীফ থেকে স্পষ্ট প্রতিয়মান হল খফী তথা চুপে চুপে দোয়া করা আল্লাহর নির্দেশ ও পছন্দনীয়।

একইভাবে রাসূল ﷺ খফী যিকিরকে উত্তম যিকির ও সত্তরগুন সওয়াব বেশী হয় বলে এরশাদ করেছেনে। যেমন মুসনাদে আহমদে এসছে, রাসূলে কারীম ﷺ এরশাদ করেন ঃ خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ "উত্তম যিকির হল অনুচ্চস্বরের যিকির"[২৩]।

قَالَ الْحَسَنُ: بَيْنَ دَعْوَةِ السِّرِّ وَدَعْوَةِ الْعَلَانِيَّةِ سَبْعُوْنَ ضِعْفًا، وَلَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ يَجْتَهِدُوْنَ فِيْ الدُّعَاءِ وَمَا يُسْمَعُ لَهُمْ صَوْتٌ، وَإِنْ كَانَ إِلاَّ هَمْسًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ، وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ يَقُوْلُ: "اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً" معالم التنزيل

হযরত আলী (রাঃ) এর পুত্র হাসান (রাঃ) বলেন ঃ "গোপনে দোয়া ও প্রকাশ্যে দোয়ার মাঝে সত্তরগুণ পার্থক্য রয়েছে। আর মুসলমানগণ সাধনার সাথে দোয়া করতেন, অথচ তাদের কোন আওয়াজ শুনা যেত না। প্রভু ও তাদের মাঝে শুধুমাত্র তাদের অস্পষ্ট ধ্বনিই থকতো। আর এটাইতো হল

---

[২১] সূরা মারয়াম ২,৩ আয়াত।

[২২] সূরা বাকারা ১৮৬।

[২৩] সা'দ ইবনে মালেক রাঃ থেকে মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৪৭৭। সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ৮০৯। বাইহাকী-শুয়াবুল ঈমান, হাদীস নং ৫৫২, ৫৫৪, ১০৩৬৯,। ইবনু আবী শাইবা-২৯৬৬৩।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alaihi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহর ঐ নির্দেশ যে, তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক কাকুতি-মিনতি করে ও সংগোপনে।"[২৪]

প্রথমে কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল, দোয়ার اَصْلْ তথা মূল হল 'আস্তে আস্তে' দোয়া করা।

আমরা পুর্বেই দেখেছি, আমীন آمِيْنَ একটি দোয়া। বিপক্ষ দলীল পেশকারী ভাই তার পেশকৃত দলীলের ১ ও ২নং দলীলে আমাদের এ মতকেই সমর্থন করেছেন।

১ম দলীল

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ –

بخاري جـ1 صـ108 – ابو داود صـ135 – نسائي صـ107– الموطأ لمالك صـ30

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলে কারিম ﷺ এরশাদ করেছেনঃ "ইমাম যখন غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ বলেন তখন তোমরা আমীন বল। অতএব যার বলাটা ফিরিশতাদের বলার অনুরুপ হবে তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করা হবে।"[২৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِذَا قَالَ الْقَارِئُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ.فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ آمِينَ . فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » صحيح مسلم جـ1 صـ176

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলে কারিম ﷺ এরশাদ করেছেনঃ "কারী যখন غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ বলেন আর পিছনের

---

[২৪] #তাফসীরে বাগাবী সূরা আ'রাফ ৫৫ নং আয়াতের তাফসীর। #কুরতুবী #খাযেন। #তবারী। #ইবনে কাছীর। #রাযী। #বাহরুল মুহীত। ইত্যাদি।

[২৫] #বুখারী ১/১০৮, হাঃ নং ৭৪৯, বাবু জাহরিল মামুম। #নাসঈ পৃঃ ১০৭, হাঃ নং ৯২৯ বাবুল আমরি বিত্তামিন খালফাল ইমাম। #আবু দাউদ ১৩৫ পৃঃ, হাঃ নং ৯৩৬ বাবুত তামীন ওরাআল ইমাম। #মুয়াত্তা মালিক পৃঃ ৩০ হাঃ নং ২৯০।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ব্যক্তি 'আমীন' বলে তখন তার বলাটা ফিরিশতাদের বলার অনুরুপ হয় তার অতীতের গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়।" [২৬]

১। দেখুন, উক্ত হাদীসদ্বয়ে রাসূল ﷺ মুক্তাদীদের প্রতি হেদায়েত দিয়েছেন, ইমাম غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ তেলাওয়াতের পরে আমীন বলতে হবে। এ রেওয়ায়েতে ইমামকে 'আমীন' বলতে বলা হয় নি।

২। মুক্তাদীদের আমীন ফেরেশতাদের আমীনের মত তথা সামাঞ্জস্য বিধান হলে পূর্বের গোনাহ ক্ষমার খোশ খবর দেয়া হয়েছে।

'আমীন' ফিরিশতাদের মত হতে হবে ঃ

চিন্তা করলে উক্ত হাদীসে তিনটি জিনিষ পাওয়া যায়।

১। ফিরিশতারা ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়েন- তা বলা হয় নি, বরং ইমামের সূরা ফাতিহা শেষ হলে ফিরিশতারা "আমীন" বলেন।

২। তাদের আমীন ইমামের وَلَا الضَّالِّينَ বলার আগে বা কিছুক্ষণ পরে হয় না।

৩। ফিরিশতাদের আমীন বলার আওয়াজ আমরা শুনতে পাই না। অর্থাৎ তারা আস্তে 'আমীন' বলেন।

বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগন্থে এসেছে রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন ঃ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوْا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

بخاري جـ1- صـ108- مسلم - جـ1 - صـ176

"ইমাম যখন আমীন বলেন তখন তোমরাও আমীন বল। কেননা যার আমীন বলা ফিরিশতাদের আমীন বলার অনুযায়ী হয়, তার অতীতের গোনাহসমুহ মাফ করে দেয়া হয়।" [২৭]

বুখারীর অপর রেওয়ায়েতে হাদীসটি আরো স্পষ্ট এসেছে এভাবে

إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوْا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

---

[২৬] #মুসলিম শরীফ ১/১৭৬, হাঃ নং ৯৪৭ বাবুত তাসমী' অত্তাহমীদ অত্তামীন। #আহমদ হাঃ নং ৯৮০৪। #সুনানুদ দারেমী হাঃ নং ১২৪৫, বাব ফী ফাদলিত তামীন। #বাইহাকী হাঃ নং ২৫৩৬, বাবুত তামীন।

[২৭] #বুখারী ১/১০৮, হাঃ নং ৭৪৭, বাবু জাহরিল ইমাম। # মুসলিম শরীফ ১/১৭৬, হাঃ নং ৯৪২ বাবুত তাসমী' অত্তাহমীদ অত্তামীন।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alaihi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন ঃ "ক্বারী (ইমাম) যখন 'আমীন' বলে তখন তোমরাও 'আমীন' বল, কেননা ফিরিশতারাও আমীন বলেন। সুতরাং যার আমীন ফিরিশতাদের আমীনের অনুরূপ হয় তার অতীতের গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়।" [২৮]

অর্থাৎ সকল হাদীসেই মুক্তাদীদের আমীন ফিরিশতাদের আমীনের সাথে مُوَافَقَة (মুয়াফাকাত) তথা একই সময় একই রকম করতে বলা হয়েছে, মুক্তাদীর আমীন ইমামের আমীনের সাথে مُوَافَقَة (মুয়াফাকাত) তথা সামাঞ্জস্য করতে বলা হয় নি। যেহেতু ফিরিশতাদের আমীন আমরা শুনতে পাই না, অতএব মুক্তাদীদের আমীনও কেউ শুনতে পাবে না, তারা আস্তে আমীন বলবে। এর দ্বারা তিনটি ফায়েদা পাওয়া যাবে।

১। আমীন সূরা ফাতিহার অংশ নয়, ইমাম وَلَا الضَّالِّينَ পড়ার সাথে সাথে জোরে আমীন বললে সূরা ফাতিহার অংশ প্রতীয়মান হওয়ার আশংকা থেকে যায়। এ কারণে ছানার মত আমীনও আস্তে বলতে হবে। এ কারণে যে, উভয়টি সূরা ফাতিহার অংশ নয়।

২। 'আমীন' একটি দোয়ার শব্দ। দোয়া আস্তে বলা উত্তম। যা কুরআন থেকে প্রমানীত।

৩। মুক্তাদীর আমীন ফিরিশতাদের আমীনের মত হতে হবে।

একটি প্রশ্নের সমাধান ঃ

বিপক্ষ ভাইয়েরা বলে থাকেন, মুক্তাদীর আমীন জোরে বলতে হবে তার দলীল إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوْا হাদীসের এ অংশটুকু। উক্ত অংশের অর্থ হল, "ইমাম যখন আমীন বলেন তখন তোমরাও আমীন বল"।

উক্ত অংশে ইমামের 'আস্তে' বা 'জোরে' আমীন বলার কোনটাই বলা হয় নি। আমাদের দেশের গায়ের মুক্বাল্লিদ-লা-মাযহাবীরা বলে থাকে, মুক্তাদীর আমীন ইমামের আমীনের তাবে' (تَابِعْ) তথা অনুগামী। অতএব ইমামের আমীন শুনার পরেইতো মুক্তাদী আমীন বলবে।

---

[২৮] বুখারী হাঃ নং ৬০৩৯, বাবুত তামীন।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সে ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হল,

১। উক্ত ব্যাখ্যা শাফেয়ী মাযহাবের পক্ষ থেকে দেওয়া হলে আমরা খুশি হব এই মনে করে যে, এটা তাদের ইজতিহাদ। কিন্তু গায়ের মুক্বাল্লিদগণ কিয়াস, ইজতিহাদ মানে না, তাদের দৃষ্টিতে 'কিয়াস' শয়তানের কাজে। তারাতো এ যুক্তি দিতে পারেন না। এটাতো কিয়াসী ব্যাখ্যা।

২। তাদের কিয়াসে যদি ইমামের 'আমীন' উচ্চ আওয়াজেই হয়, সেক্ষেত্রে মুক্তাদীর আমীনও উচ্চ আওয়াজে হতে হবে, উক্ত হাদীসে তা কি আছে ? তারা জবাবে বলেন تَابِعْ তাবে' (অনুগামী) مَتْبُوْعْ মাতবু' (অনুশ্রিত) এর অনুরুপ হতে হবে।

মজার ব্যাপার হল, এবারও তারা কিয়াসের আশ্রয় নিয়েছেন। আর তা করতে গিয়ে তারা হাদীসে ফিরিশতাদের মত আমীন বলা তথা موافقة ملائكة (মুয়াফাকায়ে মালায়েকা)কে উপেক্ষা করলেন। তাদের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা, রাসূল ﷺ নির্দেশ إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا "যখন ইমাম তাকবীর বলে তোমরাও তাকবীর বল" - এক্ষেত্রে ইমামের জোরে তাকবীর শুনে তারা (গায়ের মুক্বাল্লিদরা) ইমামের সাথে জোরে তাকবীর দেন না কেন?

এ কারণে আমরা হানাফীগণ বলে থাকি إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ (ইমাম যখন আমীন বলেন) এর অর্থ হবে إِذَا أَرَادَ الإِمَامُ بِالتَّأْمِيْنِ অর্থাৎ 'যখন ইমাম আমীন বলার ইচ্ছা করেন', অথবা এর অর্থ হবে إِذَا بَلَغَ إِلَى مَوْضَعٍ اِسْتَدْعَى التَّأْمِيْنَ فَأَمِّنُوْا অর্থাৎ 'যখন ইমাম এমন স্থানে পৌঁছেন, সেখানে আমীন বলে দোয়া করতে হয়, তখন তোমরা আমীন বল"[২৯]।

যেমন কুরআন শরীফে অযুর আয়াতে আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছেন- إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا.... অর্থাৎ "যখন তোমরা নামাযের জন্য দন্ডায়মান হও তখন তোমাদের মুখমন্ডল.... ধৌত কর"[৩০] -এক্ষেত্রে নামাযে দাঁড়িয়ে কি অযু করতে হবে? প্রকৃত পক্ষে এর অর্থ হবে إِذَا أَرَدْتُمُ الْقِيَامَ إِلَى الصَّلَاةِ - অর্থাৎ

---

[২৯] ফতহুল বারী, বাবুল জাহরি বিত্তামীন।

[৩০] সূরা আল মায়িদা, আয়াত-৬।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alaihi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তোমরা নামাযের জন্য দন্ডায়মান হওয়ার ইচ্ছা কর (তখন তোমাদের মুখমন্ডল...ধৌত কর)

প্রকাশ থাকে যে, জমহুর উলামায়ে কেরাম إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ (ইমাম যখন আমীন বলেন) এর মাযাযী অর্থ নিয়েছেণ। ফতহুল বারীতে ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) মাযাযী অর্থ নিয়ে লিখেছেন ঃ قَالُوْا فَالْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ يَقْتَضِى حَمْلَ قَوْلِهِ إِذَا أَمَّنَ عَلَى الْمَجَازِ অর্থাৎ "ইমামগণ বলেন ঃ উভয় হাদীসের মাঝে সামাঞ্জস্যবিধান কল্পে إِذَا أَمَّنَ (ইযা আম্মানা)কে রূপক অর্থে ব্যবহার করতে হবে।"[৩১]

২য় দলীল

عَنْ أَبِي مُوسَى ..... فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ. يُجِبْكُمُ اللَّهُ فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ ». فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ . مسلم جـ1 صـ176

হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি (একটি দীর্ঘ হাদীসে) বলেন ঃ রাসূলে কারিম ﷺ বলেন ঃ ....."ইমাম যখন তাকবীর বলেন তোমরাও তাকবীর বল, আর ইমাম যখন غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ বলেন তখন তোমরা 'আমীন' বল, আল্লাহ তোমাদের (আহ্বানে) সাড়া দিবেন।"[৩২]

মুসলিম শরীফের উক্ত হাদীসে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে, "যখন ইমাম বলেন غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ তখন তোমরা 'আমীন' বল।" উক্ত হাদীসে ইমামের আমীন বলার কথা বলা হয় নি।

বিপক্ষ ভাই বলতে পারেন, فَقُولُوا آمِينَ (তোমরা আমীন বল), এখানে فَقُولُوا "তোমরা বল" দ্বারা বুঝা যায় আমীন জোরে বলতে হবে। সেক্ষত্রে আমাদের জিজ্ঞাসা হল ঃ

---

[৩১] ফতহুল বারী, বাবুল জাহরি বিত্তামীন।

[৩২] মুসলিম শরীফ ১/১৭৬, হাঃ নং ৯৩১, বাবুত তাশাহহুদ ফিস সালাত।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alaihi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

[হাদীস শরীফে] فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (তোমরা "রাব্বানা লাকাল হামদ" বল) এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতএব, আপনারা (رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ) "রাব্বানা লাকাল হামদ" 'জোরে' বলেন কি?

অন্য হাদীসে এসেছে فَقُولُوا اَلتَّحِيَّاتُ (তোমরা "আত্তাহিয়্যাতু....." বল), فَقُولُوا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد (তোমরা "আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ....." বল), সেখানে আত্তাহিয়্যাতু বা দরুদ শরীফ আপনারা "জোরে" পড়েন না কেন ?

৩য় দলীল

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَقُولُونَ آمِينَ وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ آمِينَ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ – رواه احمد والنسائي وإسناده صحيح – اثار السنن جـ1 صـ91 ورواه ابن حبان في صحيحه جـ1 صـ197

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলে কারিম ﷺ এরশাদ করেনঃ "ইমাম যখন غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ বলেন তখন তোমরা 'আমীন' বল, কেননা ফিরিশতারা অবশ্যই আমীন বলেন। ইমামও আমীন বলেন। সুতরাং যার আমীন ফিরিশতাদের আমীনের অনরূপ হয়, তার অতীতের গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়।"[৩৩]

এস্তেদলাল ঃ-

এই হাদীস থেকে আমরা হানাফীগণ এভাবে দলীল গ্রহণ করে থাকি-

১। হযরত রাসূল ﷺ মুক্তাদিদের হুকুম দিয়েছেন, তারা ইমামের غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ বলা শুনে 'আমীন' বলবে। মুক্তাদির আমীন ইমামের غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ এর সাথে সম্পৃক্ত করার দ্বারা স্পষ্ট দলীল পাওয়া যাচ্ছে যে, ইমাম উচ্চ আওয়াজে তথা জোরে আমীন বলেন না।

---

[৩৩] দারেমী হাঃ নং ১২৪৬, বাবুন ফী ফাদ্বলিত তামীন। নাসাঈ হাঃ নং ৯২৭, জাহরুল ইমাম বিত্তামীন। আহমদ হাঃ নং ৭১৮৭। আব্দুর রাজ্জাক্ব হাঃ নং ২৬৪৪।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২। অতঃপর রাসূল ﷺ এরশাদ করেন "ফিরিশতারা অবশ্যই আমীন বলেন"। এটা তো সত্য যে, ফিরিশতাদের আমীন মুক্তাদিরা শুনতে পায় না। আর তাদের আমীন শুনতে পাওয়া যায় না বিধায় রাসূল ﷺ জানিয়ে দিলেন, ফিরিশতারা আমীন বলেন।

অতঃপর রাসূল ﷺ জানালেন وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ آمِينَ অর্থাৎ "ইমামও আমীন বলেন"। ইমাম যদি জোরে আমীন বলেন, তাহলে রাসূল ﷺ এর তা জানানো অনর্থক হয়ে যায়। অর্থাৎ ইমামও ফিরিশতাদের আমীনের মত আস্তে আমীন বলে।

৩। সর্বশেষ রাসূল ﷺ জানিয়ে দিলেন গোনাহ ক্ষমার খোশ খবর তাদের জন্য যাদের আমীন ফিরিশতাদের আমীনের মত হবে। অর্থাৎ ইমাম- মুক্তাদী উভয়ে ফিরিশতাদের মত আস্তে আমীম বলবে।

৪র্থ দলীল

عن علقمة ثنا وائل أو عن وائل بن حجر قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فسمعته حين قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين وأخفى بها صوته (رواه احمد وابو داود الطيالسي وابو يعلى والدارقطني والحاكم وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه والزيلعي جـ1 صـ194 واللفظ لدارقطني)

ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে নামায আদায় করলাম। আমি শ্রবণ করলাম, যখন তিনি غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ বললেন তখন আমীন বললেন এবং আওয়াজ গোপন করলেন।"[৩৪]

৫ম দলীল

عن حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ وَائِلٍ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ وَائِلٍ : أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَلَمَّا قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ قَالَ : آمِينَ . خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ. السنن الكبرى للبيهقي

---

[৩৪] #হাকেম ফিল মুসতাদরাক হাঃ নং ২৯১৩। হাকেম বলেন বুখারী-মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটি সহীহ। ইমাম যাহাবীও অনুরূপ বলেন। #মুসনাদে আহমদ, হাঃ নং ১৮৮৭৪। #দারাকুতনী, বাবুত তামীন ফিস সালাত। #তাবরানী আল মু'জামুল কাবির, ওয়াইল বিন হুজর- ১১০। #ইমাম যাইলায়ী ১/১৯৪।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alaihi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আলকামা ইবনে ওয়ায়েল তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি তার পিতাকে বলতে শুনেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে নামায আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ পড়লেন তখন আমীন বললেন এবং আওয়াজ নীচু করলেন [৩৫]।

দেখুন উপরের দু'টি হাদীসে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ রয়েছে রাসূল ﷺ নামাযে আমীন আস্তে বলেছেন।

বিপক্ষ ভাইয়েরা বলে থাকেন, ইমাম তিরমিযী হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাঃ) থেকে সুফিয়ান সাওরীর সূত্র থেকে হাদীসে বলেছেন قَالَ : آمِينَ . وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ (অর্থাৎ তিনি আমীন বললেন এবং আওয়াজ দীর্ঘ করলেন)। আর خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ (আওয়াজ নীচু করলেন) হাদীসটি শু'বার সূত্র থেকে এসেছে। ইমাম তিরমিযী বলেছেন[৩৬] ঃ حَدِيْثُ سُفْيَانَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ شُعْبَةَ (শু'বা থেকে সুফিয়ানের হাদীস অধীক সঠিক)।

জবাবে আমরা বলব,

১। مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ (আওয়াজ দীর্ঘ করলেন) এর দ্বারা সুস্পভাবে جَهَرَ (জোরে বললেন) অর্থ নেওয়া দূরূহ। ইবনে সাইয়্যেদুন্নাস শরহে তিরমিযীতে লিখেছেন بَانَّ الْمُرَادَ بِالْإِطَالَةِ وَهِيَ لاَ تُنَافِي الْخَفْضَ
(দীর্ঘ আওয়াজ নীচু স্বরে হওয়াকে নিষেধ করে না)

২। হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাঃ) এর এক হাদীসে পাওয়া যাচ্ছে, مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ (আওয়াজ দীর্ঘ করলেন), অন্য হাদীসে পাওয়া যাচ্ছে, أخفى بها صوته (আওয়াজ গোপন করলেন) বা خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ (আওয়াজ নীচু করলেন)। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী ফতহুল বারীতে এ কারণে লিখেছেন

---

[৩৫] বাইহাকী সুনানুল কুবরা হাঃ নং ২২৭২, বাবুল জাহরি বিত্তাতীন।
[৩৬] উক্ত বক্তব্য ইমাম তিরমিযী ইমাম বুখারী থেকে নকল করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وقال الحافظ في الفتح إنْ كَانَ هَذَا مَحْفُوْظًا فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ مَرَّةً سَمِعَهُ جَهْرَ التَّامِيْنِ وَمَرَّةً أَسَرَّهُ – (معارف السنن جـ2 صـ417-418)

"যদি উহা সংরক্ষিত হয়, তবে সম্ভাবনা রয়েছে যে, একবার স্বশব্দে আমীন বলতে শুনেছেন, আরেকবার তা গোপন করেছেন।"[৩৭]

৩। হযরত অয়ায়েল ইবনে হুজর (রাঃ) নিজেই বলেছেন

قَالَ : آمِيْن ثَلاَثَ مَرَّاتٍ (رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات – مجمع الزوائد جـ1 صـ187

(রাসূলাল্লাহ ﷺ) তিনবার আমীন বলেছেন।[৩৮]

অর্থাৎ রাসূল ﷺ মাত্র তিনবার উচ্চস্বরে আমীন বলেছেন। মাত্র তিনবার জোরে আমীন কেন বলেছিলে? তার জবাবে ওয়ায়েল রাঃ বলেন

مَا أَرَاهُ إلاَّ لِيُعَلِّمَنَا (إلخ ، أخرجه أبو بشر الدولابي وأخرجه الطبراني في في الكبير وقال الهيثمي رجاله ثقات – آثار السنن جـ1 صـ92 – العرف الشذي للكشميري جـ1 صـ285

অর্থাৎ তাও ছিল আমাদের শিক্ষার জন্য। (অর্থাৎ সূরা ফাতিহার পরে আমীন বলাটা আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি জোরে আমীন বলেছেন)[৩৯]।

৬ষ্ট দলীল

عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ تَذَاكَرَا فَحَدَّثَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– سَكْتَتَيْنِ سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ..... الخ ابو داود

হযরত হাসান বসরী থেকে বর্ণিত, হযরত সামুরা বিন জুনদুব ও ইমরান বিন হুসাইন আলোচনা করলেন। সামুরা বিন জুনদুব বললেন যে, তিনি রাসূলে কারীম ﷺ হতে দু'টি স্থানে سَكْتَة করার (চুপ থাকার) বিষয় মুখস্ত করে রেখেছেন। এক. তাকবীরে তাহরীমা বাধার পর (ছানা পড়ার সময়) سَكْتَة (চুপ থাকা) এবং দুই.

---

[৩৭] মায়ারিফুস সুনান ২/৪১৭,৪১৮।

[৩৮] মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১৮৭।

[৩৯] আছারুস সুনান ১/৯২, আল উরফুশ শাযী ১/২৮৫

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alaihi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যখন তিনি غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ পড়ে শেষ করতেন তখনকার سَكْتَة (চুপ থাকা)।[৪০]

وأيضا عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى بِهِمْ سَكَتَ سَكْتَتَيْنِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ سَكَتَ أَيْضًا هُنَيَّةً رواه احمد والدارقطني واسناده صحيح

হযরত হাসান বসরী বলেন, হযরত সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) নামাযে ইমামতি করলেন। তিনি দু'স্থানে سَكْتَة (চুপ) করলেন। এক. নামায শুরু করার পর (কিরাত আরম্ভ করার পূর্বে) এবং দুই. যখন وَلَا الضَّالِّينَ পড়লেন তখন সমান্য সময় سَكْتَة (চুপ) করলেন।[৪১]

উক্ত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিয়মান হয়, হযরত সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) প্রথমবার سَكْتَة (সাকতা বা চুপ) করেছেন নামাযে দাঁড়িয়ে তাকবীরের পর ছানা পড়ার সময়। অর্থাৎ ছানা আস্তে পড়েছেন। আর দ্বিতীয়বার سَكْتَة (সাকতা) করেছেন وَلَا الضَّالِّينَ শেষে آمين বলার সময়। অর্থাৎ "আমীন" আস্তে বলেছেন।

এখানে প্রশ্ন হল وَلَا الضَّالِّينَ এর পরে سَكْتَة (সাকতা) আমীন বলার জন্য না হলে অন্য কোন দোয়া পড়ার জন্য ছিল কি? যদি এই سَكْتَة অন্য কোন দোয়ার জন্য হত, তাহলে হাদীসে بَعْدَ آمين (আমীনের পরে সাকতা করেছেন) বলা হত। কিন্তু وَلَا الضَّالِّينَ এর পরে سَكْتَة হওয়ার কারণে সূর্যের মত স্পষ্ট হয়ে গেল যে, উক্ত سَكْتَة (সাকতা) 'আমীন আস্তে' বলার জন্য ছিল।

৭ম দলীল

রাসূল ﷺ উম্মতকে বিভ্রান্তি থেকে বাচার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ (আমার সুন্নাত ও খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাত আকড়ে ধরা

---

[৪০] আবু দাউদ শরীফ প্রথম খণ্ড ৩৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৭৭৯, বাবুস সাকতাতি ইনদাল ইফতিতাহ।তিরমিযী শরীফ ২য় খণ্ড ২৬ পৃষ্ঠা হাদীস নং ২৫১, ইবনু মাজা ১ম খণ্ড ৩৩৫ পৃষ্ঠা হাদীস নং ৮৪৪ , সুনানে দারুকুতনী হাদীস নং ১২৬০।

[৪১] দারাকুতনী, বাবু সাকাতাতিল ইমাম লি-কিরায়াতিল মামুন। মুসনাদে আহমদ হাঃ নং ২০২৭৯। হাদীসের সনদ সহীহ। শুয়াইব আল-আরনাবুত বলেন, বুখারী-মুসলিমের মাঝে স্থান পাওয়া ব্যক্তি-বর্গের দ্বারা এ হাদীস বর্ণিত। আর শুয়াইব আল-আরনাবুত এর বক্তব্য লা-মাযহাবীদের নিকেটে খুবই গ্রহণযোগ্য হয়।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তোমার উপর আবশ্যক।) অর্থাৎ খোলাফয়ে রাশেদীনের আমলের অনুসরণই রাসূল ﷺ এর সুন্নাত এর অনুসরণ।

এবার দেখুন, আমীন বলা সম্পর্কে খোলাফায়ে রাশেদার আমল কি ছিলঃ

عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ عُمَرُ وَعَلِيٌّ يَجْهَرَانِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ وَلاَ بِآمِيْنَ –الجوهر النقي جـ 1 صـ 120 شرح معاني الآثار –كنز العمال

আবু ওয়াইল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উমর (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) কেউই নামাযে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম ও আমীন জোরে বলতেন না।[৪২]

وَرَوَى أَبُوْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يُخْفِي الْإِمَامُ أَرْبَعًا : التَّعَوُّذَ وبِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ وَآمِينَ وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ – عيني شرح هداية

আবু উমর হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ইমাম চার স্থানে (আওয়াজ) গোপন করবে। আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, আমীন এবং রাব্বানা লাকাল হামদ বলার সময়[৪৩]।

عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ وَ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ لاَ يَجْهَرَانِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ وَلاَ بِالتَّعَوُّذِ وَلاَ بِآمِيْنْ – المعجم الكبير – الطبراني – مجمع الزوائد

আবু ওয়াইল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আলী (রাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ ও আমীন জোরে বলতেন না[৪৪]।

উক্ত হাদীসগুলি দ্বারা এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হল, হযরত উমর (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) تَعَوُّذ (আউযুবিল্লাহ) بِسْمِ الله (বিসমিল্লাহ) آمين (আমীন) এবং رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (রাব্বানা লাকাল হামদ) আস্তে পড়তেন।

৮ম দলীল

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِيْ كِتَابِ الْآثَارِ حَدَّثَنَا أَبُوْ حَنِيْفَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِيِّ قَالَ أَرْبَعٌ يُخْفِيْهِنَّ الْإِمَامُ اَلتَّعَوُّذُ وَبِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ وَسُبْحَانَكَ اللّهُمَّ وَ آمِيْنْ –

---

[৪২] তাহযীবুল আছার .. আল জাওহারুন নাক্বী ১/১২০, তহাবী শরীফ হাঃ নং ১১০৭ বাবু কিরাআতি বিসমিল্লাহ, কানযুল উম্মাল হাঃ নং ২২১০২ ফাসল ফী আযকারিত তাহরীম, জামিউল আহাদীস হাঃ নং ৩০৮২৩।

[৪৩] কানযুল উম্মাল হাঃ নং ২২৮৯২। ৭নং এ উল্লেখিত দলীল আমীন আস্তে বলার পক্ষের দলীলগুলির শাওয়াহেদ তথা প্রামাণিক সাক্ষ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

[৪৪] আল মু'জামুল কাবীর হাঃ নং ৯৩০৪, তাবরানী মাজমাউয যায়াইদ।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa (Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَفِيْ رِوَايَةٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَالَ عُمَرُ : أَرْبَعٌ يَخْفَيْنَّ عَنِ الْإِمَامِ اَلتَّعَوُّذُ وَبِسْمِ اللهِ الرحمن الرحيم وآمين واللهم ربنا لك الحمد (ابن جرير)

ইমাম মুহাম্মাদ (রঃ) ইমামে আ'জম আবু হানীফা (রঃ) থেকে, তিনি হাম্মাদ থেকে এবং হাম্মাদ হযরত ইবরাহীম নাখয়ী থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, ইবরাহীম নাখয়ী ফাতওয়া দিয়েছেন যে, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, সুবহানাকাল্লাহুম্মা ও আমীন নামাযে এই চারটি স্থানে ইমাম আস্তে পড়বে[৪৫]।

ইমাম আবু হানীফা, হাম্মাদ ও ইবরাহীম নাখয়ী (রঃ) তিনজনই তাবেয়ী ছিলেন। ইবরাহীম নাখয়ী তো সাইয়্যেদুত তাবেয়ীন ছিলেন। তার জন্ম সাহাবায়ে কেরামের যুগে এবং সাহাবাদের যুগেই তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি দারুল উলূম কুফার মুফতী ছিলেন। সাহাবাদের যুগে সাহাবায়ে কেরামের অনুপস্থিতিতে তাঁর (ইবরাহীম নাখয়ী) ফাতওয়া প্রদান তথা মুফতী হওয়াই তার ইলম ও যোগ্যতার প্রমান। তিনি যখন সাহাবায়ে কেরামের যুগে আমীন আস্তে বলার পক্ষে ফাতওয়া দেন, তখন একজন সাহাবীও তার প্রতিবাদ করেন নি। অথচ সকলের জানা আছে, সাহাবায়ে কেরামগণ সুন্নাতকে আকড়ে ধরার ক্ষেত্রে কত কঠোর ছিলেন। অথচ সেই সময় ইবরাহীম নাখয়ীর বিরুদ্ধে না কোন সাহাবী, না তাবেয়ী, না তাবে তাবেয়ী আওয়াজ উঠিয়েছেন, না লিখেছেন রিসালা। কোন মসজিদে হয় নি এই নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ, হয় নি বাহাছ-মুনাযারা। যারা আস্তে আমীন বলেন তাদের বিরুদ্ধে এমন ফাতওয়া দেওয়া হয় নি যে, তারা ইহুদীদের থেকে অধম বা সুন্নাতের বিরুদ্ধাচারণকারী।" (নাউযুবিল্লাহ)

শেষ কথা

হানাফী মাযহাবের পক্ষ থেকে সূরা ফাতিহার পরে 'আমীন' "আস্তে" বলার দলীল পেশ করা হল। যেহেতু আমরা মুক্বাল্লিদ- আমরা নিজ নিজ

---

[৪৫] অপর বর্ণনায় রয়েছে উক্ত ফাতওয়া খোদ উমর (রাঃ) দিয়েছেন এবং ইবরাহীম নাখয়ী তা বর্ণনা করেছেন। কিতাবুল আছার, হাদীস নং .. বাব.. মুসান্নাফু আব্দির রাজ্জাক হাঃ নং ২৫৯৬। কানযুল উম্মাল হাঃ নং ২২৮৯৩। জামিউল আহাদীস হাঃ নং ২৮১৫৩।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মাযহাবের অনুসরণকারী। আমাদের কাছে হাদীস কুরআন থেকে দলীল অন্বেষণ করা জরুরী নয়। বরং তাকলীদই যথেষ্ট। এ জন্য আমরা মাসয়ালা অন্বেষণ করতে হলে ফিকহের কিতাবে তা অন্বেষণ করি। অতএব আমাদের কাছে কুরআন হাদীস থেকে [ফুরূঈ তথা খুটি-নাটি বিষয়ের] দলীল চাওয়া বাতুলতা মাত্র। [বরং আমরা তাক্বলীদ কেন করি, এর যুক্তিকতা কি, এ বিষয়ে আমরা তথাকথিত আহলে হাদীসদের সাথে হাজারবার বসতে রাজি আছি]।

এক্ষেত্রে আমাদের কাছে যিনি আমীন আস্তে বলার দলীল চেয়েছেন তিনি মুক্বাল্লিদ, না গায়ের মুক্বাল্লিদ লা-মাযহাবী, তা জানি না। তবে যেহেতু তিনি আমীন জোরে বলার পক্ষে দলীল পেশ করেছেন, অতএব আমরা স্বভাবতই ধরে নিতে পারি, তিনি গায়ের মুক্বাল্লিদ লা-মাযহাবী।

একজন গায়ের মুক্বাল্লিদ লা-মাযহাবী জানেন যে, চার মাযহাবের দলীল চারটি। কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস। লা-মাযহাবীগণ ইজমা-কিয়াস মানেন না। এমন হতে পারে, সেই মাসয়ালাটি আমরা ইজমা কিয়াসের ভিত্তিতে সমাধান করেছি। যা তাদের কাছে হুজ্জত বা দলীল নয়।

শুধু তাই নয়, তারা ইজমা ও কিয়াস মান্য করা, তাকলীদ করাকে শিরক ও কুফরী বলে থাকে। তাদের প্রথম ফাতওয়া অনুযায়ী চার মাযহাবের মুক্বাল্লিদগণ, চার মাযহাবের ইমামগণ, ইমাম আবু হানীফা ও হানাফী মুক্বাল্লিদগণ কাফির, মুশরিক, চির জাহান্নামী। (নাউযুবিল্লাহ)

অতএব, নামাযে সূরা ফাতিহার পরে আস্তে আমীন বলার দলীল অন্বেষণকারীর কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা ঃ

১। তিনি গায়ের মুকল্লিদ বা লা-মাযহাবী কিনা? যদি না হন, তাহলে কোন মাযহাবের মুক্বাল্লিদ?

২। যদি গায়ের মুক্বাল্লিদ হন, সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হল, কি কারণে আমরা কাফির-মুশরিক?

৩। মুজতাহিদ ব্যতিরেকে উম্মতের জন্য তাকলীদ ওয়াজিব নয় কেন? তাকলীদ করার কারণে মুক্বাল্লিদগণ ইহুদী নাছারাদের মত হবে কেন?

৪। ইজমা ও কিয়াস কেন মানা যাবে না? ইজমা ও কিয়াস দলীল মান্যকারীগণ কেন কাফির মুশরিক?

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৫। সূরা ফাতিহার পরে আমীন জোরে বলা ইমাম ও মুক্তাদির জন্য ওয়াজিব, সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদা এর কোনটি মনে করেন?

৬। যারা জোরে আমীন বলে না, এ কারণে তাদের, হারাম, মাকরুহে তারীমী, মাকরুহে তানযীহী ইত্যাদির কোন জাতীয় গোনাহ হয়?

৭। কুরআন শরীফ, ও হাদীস শরীফের প্রত্যেক আদেশ বাচক শব্দের একই অর্থ ও মর্যা দেন, না বিভিন্ন অর্থ ও মর্যাদা দেন?

৮। আমীন বলা সম্পর্কে হাদীসে إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوْا বা قُوْلُوْا آمِيْنْ (ইমাম যখন আমীন বলেন তখন তোমরা আমীন বল) এসেছে। দাড়ি রাখা সম্পর্কে হাদীসে এসেছে أَعْفُوْا اللِّحْيَةَ (তোমরা দাড়ী বড় কর)। أَمِّنُوْا (আমীন বল) قُوْلُوْا (বল) أَعْفُوْا (বড় কর) এগুলি আদেশবাচক শব্দ। প্রশ্ন হল দাড়ি রাখা কি? ফরজ, ওয়াজিব, না সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, না অন্য কিছু? দাড়ি কাটা, ছাটা, ছোট করা সম্পর্কে জায়েজ, না-নাজায়েজ, না হারাম, না মাকরূহে তাহরীমী, মুবাহ ইত্যাদির কোনটি হবে? এ বিষয়ে হাদীস পেশ সহ মতাতত কাম্য।

৯। গায়ের মুক্বাল্লিদগণ যখন একাকী নামায পড়েন তখন ফরজ, সুন্নাত বা নফল সকল নামাজে আমীন আস্তে পড়েন। এর দলীল কি? হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করতে মর্জি হবেন।

১০। তারা যখন জামায়াতের সাথে ফরজ নামাজ আদায় করেন তখন ১৭ রাকাত নামাযের মধ্যে শুধুমাত্র ৬ রাকায়াত নামাযে আমীন জোরে বলেন, বাদ বাকি ১১ রাকায়াত নামাজে আমীন আস্তে বলেন। এর দলীল হাদীস থেকে কাম্য।

১১। তারা নামাজে বাদবাকি সকল দোয়া, তাসবীহ আস্তে পড়েন, যেমন ছানা, রুকু ও সিজদার তাসবীহ, তাশাহহুদ, দরূদ, শেষ দোয়া ইত্যাদি। এর প্রত্যেকটির সম্পর্কে হাদীস থেকে দলীল পেশ করুন।

১২। ইমাম বুখারী (রঃ) ইমামের জোরে আমীন বলার দলীল এনেছেন إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوْا (ইমাম যখন আমীন বলেন তখন তোমরা আমীন বল) এই হাদীসটি। তাই বাবের (অধ্যায়ের) নামকরণ করেছেন بَابُ جَهْرِ الْإِمَامِ بِالتَّأْمِيْنِ (ইমামের জোরে আমীন বলার অধ্যঅয়) উক্ত হাদীসের আলোকে

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alaihi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মুক্তাদিকেও জোরে আমীন বলতে হবে ইমাম বুখারী (রঃ) তা লিখেন নি। যদি তিনি فأمنوا (তোমরাও আমীন বল) শব্দ দ্বারা মুক্তাদিকেও আমীন 'জোরে' বলতে হবে মনে করতেন তাহলে বাবের নাম রাখতেন এভাবে بَابُ جَهْرِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُوْنِ بِالتَّأْمِيْنِ (ইমাম ও মুক্তাদীর জোরে আমীন বলার অধ্যায়)

অপরদিকে মুক্তাদীর জোরে আমীন বলার দলীল এনেছেন এই হাদীসটি

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ –

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলে কারিম ﷺ এরশাদ করেছেনঃ "ইমাম যখন غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ বলেন তখন তোমরা আমীন বল। অতএব যার বলাটা ফিরিশতাদের বলার অনুরূপ হবে তার পূর্বের গুণাহ ক্ষমা করা হবে।"[৪৬]

উক্ত হাদীসের فَقُولُوا শব্দ দ্বারা ইমাম বুখারী (রঃ) মুক্তাদীর জোরে আমীন বলার অর্থ নিয়েছেন এবং বাবের নাম রেখেছেন بَابُ جَهْرِ الْمَأْمُوْنِ بِالتَّأْمِيْنِ (মুক্তাদীর জোরে আমীন বলার অধ্যায়)

মজার ব্যাপার হল ইমাম বুখারী (রঃ) পরের পৃষ্টায় بَابُ فَضْلِ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (আল্লাহুম্মা রাব্বানা অ লাকাল হামদ এর ফযীলতের অধ্যায়) নামে হযরত আবু হুরাইরা রাঃ থেকে নিম্নের হাদীসটি এনছেন ঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ . فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ».

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলে কারিম ﷺ বলেন ঃ ইমাম যখন سمع الله لمن حمده (সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ) বলেন তখন তোমরা اللهم ربنا لك الحمد (আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ) বল। কেননা যার বক্তব্য

[৪৬] ১নং দলীলে রেফারেন্স রয়েছে।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ফিরিশতাদের বক্তব্যের সাথে মিলে যাবে তার অতীতের গোণাহ মাফ করা হবে।[৪৭]

ইমাম বুখারী (রঃ) উক্ত হাদীসে قُوْلُوْا (বল) শব্দ দ্বারা رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (রাব্বানা লাকাল হামদ) জোরে বলার অর্থ গ্রহণ করেন নি।

এখন প্রশ্ন হল

ক) আপনারা কি ইমাম বুখারী (রঃ) এর সাথে একমত নন? অর্থাৎ আপনারাও কি فَأَمِّنُوْا (তোমরা আমীন বল) দ্বারা মুক্তাদির জোরে আমীন বলার দলীল গ্রহণ করে না?

খ) আপনারা যদি ইমাম বুখারী (রঃ) এর মতের সাথে এক মত হন, তাহলে বলুন, ইমাম বুখারী (রঃ) রাসূল ﷺ এর কোন্ সহীহ হাদীস সমর্থনে উক্ত মত গ্রহণ করেছেন- যে হাদীসে রাসূল ﷺ বলেছেন 'আমার হাদীস إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ দ্বারা ইমামের জোরে আমীন বলার অর্থ গ্রহণ করতে হবে? কিন্তু فَأَمِّنُوْا দ্বারা মুক্তাদির জোরে আমীন বলার অর্থ গ্রহণ করা যাবে না?

গ) আপনারা যদি ইমাম বুখারী (রঃ) এর মতের সাথে একমত না হন, অর্থাৎ আপনারা যদি إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوْا দ্বারা ইমাম মুক্তাদি উভয়ের জোরে আমীন বলার অর্থ গ্রহণ করেন- তাহলে বলুন, ইমাম বুখারী (রঃ) উক্ত হাদীসের অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজ মতামত প্রবেশ ঘটিয়ে ইহুদী-নাছারাদের "আহবার-রুহবানদের" মত কাজটি করলেন কিনা, যাদের (ইহুদী-নাছারাদের উলামা-মাশাইখদের) কাজ ছিল يَكْتُبُوْنَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُوْنَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ তারা নিজ হাতে কিতাব লিখত অতঃপর বলত এ আল্লাহর পক্ষ হতে[৪৮] (অবতারিত)।

ঘ) ইমাম বুখারী (রঃ) فَقُولُوا آمِينَ দ্বারা জোরে আমীন বলার অর্থ গ্রহণ করেছেন, অথচ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ দ্বারা জোরে অর্থ গ্রহণ করলেন না। আপনারা কি ইমাম বুখারীর এই মতকে সমার্থন করেন? যদি সমার্থন

---

[৪৭] বুখারী শরীফ হাঃ নং ৭৬৩, বাবু ফাদলি আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ।

[৪৮] সূরা আল বাকারা-৭৯।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করেন তাহলে বলুন এই দুই স্থানে দুই অর্থ গ্রহন করার দলীল কি? আপনাদের দলীল তো শুধু কুরআন-হাদীস। আপনারা যদি ইমাম বুখারীর মত সমার্থন না কনের, তাহলে বলুন ইমাম বুখারী (রঃ) হাদীসের মর্ম গ্রহনে নিজ 'রায়' ঢুকিয়ে আসহাবুর রায় এর দলভুক্ত হয়ে গোমরাহ হয়েছেন কিনা? গায়ের মুক্বাল্লিদগণের দৃষ্টিতে 'আসহাবুর রায়গণ' তো হলেন ইহুদী নাসারাদের "আহবার-রুহবানদের" মত।

৬) গায়ের মুক্বাল্লিদগণ যে কোন মাসয়ালার সমর্থনে আমাদের কাছে সর্বাগ্রে বুখারী-মুসলিম এর হাদীস দাবী করেন। ইমাম বুখারী (রঃ) বুখারী শরীফে নিজ তাহকীক অনুযায়ী প্রত্যেক বাবের নামকরণ করেছেন। আবার প্রচুর বাবের অধীনে ব্যক্তি বিশেষের ফাতওয়া এনেছেন। যার সম্পর্কে কোন হাদীস নেই। বরং সেগুলি কিয়াসী ফাতওয়া। শুধু তাই নয়, ইমাম বুখারী (রঃ) অনেক বাবের নামকরণও করেছেন যা কিয়াসী। রায় ও কিয়াস গায়ের মুক্বাল্লিদগণের দৃষ্টিতে শয়তানী কাজ।

এখন প্রশ্ন হল

১। এমন ব্যক্তির সংগৃহীত হদীস গায়ের মুক্বাল্লিদগণ গ্রহণ করেন কোন যুক্তিতে?

২। গায়ের মুক্বাল্লিদগণ ইমাম বুখারীর স্ব-ইজতিহাদ অনুযায়ী বাবের নাম এবং উক্ত বাবের অধিনে ব্যক্তি বিশেষের রায় ও ফাতওয়াকে কোন দৃষ্টিতে দেখেন? "বুখারী শরীফের বিরাট অংশ বাতিলের দূর্গন্ধে ভরপুর" - এ দৃষ্টিতে দেখেন কি ?

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alaihi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

'নামাজে বুকে হাত বাঁধা ও স্বশব্দে আমীন'
এবং
'দ্বীন ইসলাম বনাম দ্বীনে হানীফ'
নামক দু'টি পুস্তিকার খণ্ড জবাব

মোহাম্মাদ শাহ আলম

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alaihi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পূর্ব কথা

জনাব শুজাউল হক সাহেবের লিখিত 'নামাজে বুকে হাত বাঁধা ও স্বশব্দে আমীন' ও জনাব আব্দুর রউফ সাহেবের লিখিত "দ্বীন ইসলাম বনাম দ্বীনে হানীফ" নামক পুস্তকদুটি আমি যখন দেখলাম বিস্ময়ে হতবাক হলাম এই ভেবে যে, দ্বীন ইলমের নামে এত বড় খেয়ানত!! তখনই আমি এর জবাব লিখে ফেল্লাম। কিন্তু বিভিন্ন ব্যাস্ততার কারনে তা ছাপানো সম্ভব হয় নি।

মাগুরা দরবারের বড় হুজুর, আনওয়ারুল উলূম সিদ্দীকিয়া হামীদিয়া মাদরাসা মাগুরা এর মুহতামিম, আহলে সুন্নাত অল-জামায়াতের মুখপাত্র, লেখক ও গবেষক, জনাব হযরত মাওলানা আবূ সালেহ মুহাম্মাদ মু'তাসিম বিল্লাহ্ দা.বা. আমার লিখিত পাণ্ডুলিপিটা দেখেন। হুজুর তাঁর নিজের লিখিত "আমীন" বিষয়ের সাথে আমার পাণ্ডুলিপি থেকে আমীনের বিষয়টা নিয়ে মাগুরা দরবারের পক্ষ থেকে ছানোর উদ্যোগ নেন। এবং আমার লেখার শেষে একটি পরিশিষ্টও লিখে দেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে উত্তম প্রতিদান দান করেন। পরবর্তিতে জবাবের বাকী অংশ ছাপা হবে ইনশাআল্লাহ।

যেহেতুে মাগুরা দরবারের বড় হুজুর এ উদ্যোগ নিয়েছেন এবং শুরুতে তার লিখিত আমীনের অংশটুকু আপনারা পড়েছেন, তাই আমি আর কোন আলোচনা না করে সরাসরি মূল আলোচনা তুলে ধরলাম।

মোহাম্মাদ শাহ আলম
আমীনুত্তা'লীম
ইদারাতুস্ সুন্নিয়া আস্ সিদ্দীকিয়া, খিলগাঁও, ঢাকা।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জনাব শুজাউল হক সাহেবের বক্তব্য ঃ

জনাব শুজাউল হক সাহেব তার নিজ লিখিত 'নামাজে বুকে হাত বাঁধা ও স্বশব্দে আমীন' নামক পুস্তিকার ২২ পৃষ্ঠাতে উল্লেখ করেছেন-

"বাস্তব ভিত্তিতে এখানে তিনটি দলে বিভক্ত ঃ যারা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর অনুসরণকারী তারাই তাওহীদী, অপর দিকে যারা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর অনুস্বরণ প্রত্যাখ্যানকারী তারা কাফির এবং যারা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর নামের উপর অন্যকে অনুসরণ করে তারা মুশরিক; সুতরাং নিম্নের হাদীসসমুহ দ্বারা প্রমান করুন, উক্ত তিন দলের মধ্যে আপনি কোন দলের অন্তরভূক্ত।"

উপরের কথাগুলি বলেই তিনি নামাজে সুরা ফাতিহার শেষে আমীন উচ্চস্বরে বলার পক্ষে কয়েকটি হাদীস এনেছেন। অতঃপর কারা তাওহীদ পন্থী এবং কারা তাওহীদ এর বিপরিত কাফির তা প্রমাণ করতে বেশ কয়েকপৃষ্ঠা কলম চালিয়েছেন। তিনি প্রতারনার আশ্রয় নিয়ে বলতে চেয়েছেন নবী ﷺ আমীন জোরে বলতে বলেছেন; আর হানাফীরা ইমাম আবু হানীফার কথা মেনে নবীর কথা ছেড়ে দিয়ে আমীন আস্তে বলে কাফির মুশরিক হয়ে গেছে। তিনি আহলে হাদীসদের আদর্শ উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেনঃ

"(কুরআন ও হাদীসের) মুকাবিলায় কারও কোন প্রকার লিখিত বা ব্যক্তিগতভাবে প্রভাব বিস্তার করার এবং তাতে কিছু অন্তর্ভূক্ত করার অধিকার নাই বা থাকতে পারেনা। আর যদি এতে বিন্দু মাত্র কমানো বা বাড়ানো হয় তবে একেই ইবাদত ফিশ শির্ক' বলা হয়। যা মুমিনদের ঈমান ধ্বংসী প্রধান শত্রু এবং ইসলাম পরিপন্থী।" [৪৯]

অতঃপর তিনি আমীন জোরে বলার পক্ষে রাসূলে কারীম ﷺ এর ফে'লী হাদীস এনেছেন যার তিনটির রাবী বা বর্ণনাকারী হযরত ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ)।

---

[৪৯] নামাজে বুকে হাত বাঁধা ও স্বশব্দে আমীন ১০পৃষ্ঠা

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এখন আমাদের প্রশ্ন হল ঃ

১। আমরা আহলে সুন্নাত অল জামায়ত সাহাবাগণের কথা কর্ম ও সম্মতিকেও হাদীস বলি। আমরা কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা ইমাম, মুজতাহিদ, ফকীহ উলামা ও মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে গ্রহণ করি বলে আপনাদের দৃষ্টিতে আমরা কাফির মুশরিক।

আপনি স্পষ্ট লিখেছেন কুরআন হাদীসের মুকাবিলায় কারো কোন প্রকার মত, ব্যাখ্যা, প্রভাব বিস্তার, বাড়ানো-কমানো শিরক। তাহলে বলুন, সাহাবী ওয়াইল ইবন হুজর (রাঃ) এর কথা কিভাবে দলীল হতে পারে? তিনি তো আল্লাহ নন, নবীও নন। রাসূল ﷺ কি বলে গেছেন, আমার সাহাবী ওয়াইল আমার যে হাদীস বলবে তা সহীহ? যদি বলে থাকেন, একটি সহীহ, সরীহ (সুস্পষ্ট) হাদীস পেশ করুন। উত্তর দিতে গিয়ে নিজ বানানো কোন ব্যাখ্যা বা অন্যের কৃত ব্যাখ্যা জুড়ে দিলে নিজেদের ফাতওয়া অনুযায়ী কাফির হয়ে যাবেন।

২। আপনার বর্ণিত হাদীসটি মুহাদ্দিসগণ এর পরিভাষায় ইদ্বতিরাব বা বিশৃঙ্খলাযুক্ত। উভয় হাদীস এর রাবীদের ব্যাপারে তারা বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন, যা আমরা মূল জওয়াবে উল্লেখ করেছি। হাদীস শুদ্ধ-অশুদ্ধ, গ্রহণযোগ্য-অগ্রহণযোগ্য ইত্যাদি নিয়ে তাদের আলোচনা আপনারা কবূল করেন কি? নিশ্চয়ই আপনারা কবূল করেন এবং সে মোতাবেক বিভিন্ন হাদীসের যাচাই বাছাইও করে থাকেন। অতএব নবী মুহাম্মাদ ﷺ থেকে সহীহ, সরীহ, মারফু হাদীস পেশ করুন, যেখানে তিনি বলেছেন,

(ক) আমার পরে উম্মতের মুহাদ্দিসগণ বা অমুক অমুক মুহাদ্দিস রাবীদের দোষত্রুটি বিচার করে যে হাদীস গ্রহণ বা বর্জন করবে তোমরা তাকে মেনে নেবে?

(খ) ওয়াইল বিন হুজর এর হাদীস ইদ্বতিরাব বা বিশৃঙ্খলাযুক্ত হলেও অমুক রেওয়ায়েতটা গ্রহণ করে আমল করবে।

(গ) রাবীদের ভাল মন্দ যাচাই, বিচার-বিশ্লেষণ করার জন্য যে সকল মুহাদ্দিসগণ জন্ম নেবেন তাদের কথা আমারই কথা।

জনাব শুজাউল হক গং আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল ﷺ এর কথা ছাড়া কারো প্রদত্ত ব্যাখ্যা, বা কথা মান্য করাকে শিরক ও কুফরী বলেন। অথচ

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alaihi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হাদীস যাচাই-বাছাই এর ক্ষেত্রে অন্যের কথা বিনা দলীলে মেনে নিয়ে তাকলীদ করে চলেছেন। এর জন্য তারা কেন কাফির হবেন না?

জনাব শুজাউল হক সাহেবদেরকে এর জবাব দেয়ার জন্য অনুরোধ করছি। পাগলের প্রলাপ বকা ছাড়া সঠিক জওয়াব কিয়ামত পর্যন্ত দিতে পরবেন না।

মুসনাদে আহমদ শরীফে বর্ণিত একখানি হাদীসে পড়েছিলাম,

– حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ أَقْبَلَ مَرْوَانُ يَوْمًا فَوَجَدَ رَجُلًا وَاضِعًا وَجْهَهُ عَلَى الْقَبْرِ فَقَالَ أَتَدْرِي مَا تَصْنَعُ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَالَ نَعَمْ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ آتِ الْحَجَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَبْكُوا عَلَى الدِّينِ إِذَا وَلِيَهُ أَهْلُهُ وَلَكِنْ ابْكُوا عَلَيْهِ إِذَا وَلِيَهُ غَيْرُ أَهْلِهِ

মারওয়ান এর শাষনামলে একদিন মদিনা শরীফের রওজা শরীফে এক ব্যক্তিকে চেহারা লাগিয়ে রাখতে দেখে মারওয়ান তাকে বলে উঠলেন, তুমি কি জান যে, তুমি কি করছ? সে ব্যক্তি মারওয়ানের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। আর তিনি ছিলেন, হযরত আবু আউয়ুব আনসারী (রাঃ)। জবাবে তিনি বললেন, আমি তো কোন পাথরের নিকটে আসি নি। বরং আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর নিকটে এসেছি।

অতঃপর বললেন, হুজুর কে আমি এরশাদ করতে শুনেছি, "যখন ধর্মীয় ব্যাপার যোগ্য লোকের হাতে ন্যাস্ত থাকবে তখন ধর্মীয় ব্যাপারে তোমরা কাঁদবে না। কিন্তু যখন অযোগ্য ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা যাবে তখন তোমারা দ্বীনের ব্যাপারে কান্নাকাটি কর।"[৫০]

এ দ্বারা তিনি মারওয়ানের অযোগ্যতাকে স্পষ্ট করেছেন। কারণ তার ধারণা ছিল, রওজা শরীফে এভাবে চেহারা লাগিয়ে বসা বোধহয় শিরক। তাই আবু আউয়ুব আনসারী (রাঃ) তাকে সাবধান করেছেন।

হায় আফসোস; শুজাউল হক্ব সাহেব! আপনি এতটুকু বুঝলেন না যে, শরীয়তের কোন্ বিধান এর গুরুত্ব কতটুকু? কোন্ বিধান পালন করলে কি ধরণের সওয়াব আর কোন বিধান পালন না করলে হারামের গুনাহ হবে, না

[৫০] মুসনাদে আহমদ হাদীস নং ২৩৫৮৫।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কি কুফরের গুণাহ হবে, না কি শিরকের গুণাহ; এ জ্ঞানটুকু পর্যন্ত এতদিনে অর্জন করতে পারলেন না। অথচ বই লিখতে বসেছেন। আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর নিচ্ছেন? তাহলে শুনুন একটা কাহিনী।

এক হোমিও ডাক্তার মারা গেলে কম্পাউন্ডার মনে করল, এতদিনতো আমি ডাক্তারের সাথেই ছিলাম। তিনি যে বই দেখে চিকিৎসা করতেন, সে বইতো এখন আমারই কাছে। অতঃএব আমিইতো এখন ডাক্তার।

সে নিজেকে ডাক্তার মনে করে চিকিৎসা শুরু করল। একদিন এক রোগী এসে বলল, "আমার মাংশফুলা রোগ হয়েছে, ঔষধ দিন"।

এবার ডাক্তার নামধারী কম্পাউন্ডার বই খুলে দেখল, সেখানে লেখা রয়েছে, "মাংশফুলা রোগের চিকিৎসা হল লোহার রড গরম করে নিতম্বে স্যাক দেওয়া... -এর পর ঐ পৃষ্ঠা শেষ হয়ে গেছে। পৃষ্ঠার শেষে কোন দাড়ি, কমা নেই। অর্থাৎ বাক্য শেষ হয়নি।

ডাক্তার নামধারী কম্পাউন্ডার ঐ ব্যক্তিকে রড গরম করে স্যাক দেওয়ার কথা বলে দিল। সে তাই করল। পরের দিন রোগীর অবস্থা মারাত্তক শোচনীয় হলে আবার ডাক্তার নামধারী কম্পাউন্ডারের সরনাপন্ন হল। কম্পাউন্ডার বলল, চিকিৎসাতো সঠিকই দিয়েছি। বইতে এভাবেই লেখা আছে। এ কথা বলে কম্পাউন্ডার আবার বই খুলে বসল। রোগী বলল, আমাদেরকে ঐ স্থানটা একটু দেখান। কম্পাউন্ডার স্বগর্বে সেই পৃষ্ঠা খুলে ধরল। রোগী শিক্ষিত হওয়ার কারণে বলল, পৃষ্ঠা উল্টান, শেষ পর্যন্ত দেখি। কম্পাউন্ডার বলল, এখানেইতো শেষ! রোগী বলল, না, এখানে শেষ হওয়ার কোন আলামত বা চিহ্ন নেই। শেষ পর্যন্ত কম্পাউন্ডার পৃষ্ঠা উল্টাল। দেখা গেল, লিখা রয়েছে, "...এই চিকিৎসা হচ্ছে, মাংসফোলা রোগ যদি গরুর হয়"। ডাক্তার নামধারী কম্পাউন্ডারের চেহারায়তো আমাবস্যার চাঁদ উদিত হল। এর পর তার ভাগ্যে যা ঘটার তাই ঘটল।

ঠিক একই অবস্থা শুজাউল হক্ব সাহেবের। তার লেখাটি পড়ে মনে হয়, ডাক্তার নামধারী ঐ কম্পাউন্ডার ও তার মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কেননা, বাক্যের একটি অংশ তার জানা থাকেতো আর একটি অংশ তার জানা থাকে না। তার হয়তোবা এ জ্ঞানটুকুও নেই যে, 'আমীন বলাটা মুস্তাহাব' [৫১]।

ইচ্ছা করেও যদি কেউ মুস্তাহাব পালন না করে তাহলে সে কোন দিন কাফের হবে না। আর যারা স্বশব্দে আমীন বলে না তারাতো মনগড়া কিছু করে না। বরং তাদের ব্যাপারেও স্পষ্ঠ হাদীস শরীফ বিদ্যমান। তাহলে কি করে তিনি তাদেরকে তাওহীদ থেকে বের করে কাফির-মুশরিকদের কাতারে ফেললেন? এ জন্যই প্রবাদ রয়েছে এবং প্রবাদটা সত্যও বটে যে,

নীমে মোল্লা খতরায়ে ঈমান # নীমে তবীব খতরায়ে জান

অর্থাৎ হাতুড়ে ডাক্তার যেমন জীবনের জন্য হুমকী স্বরূপ, ঠিক হাতুড়ে মৌলভী মোল্যারাও ঈমানের জন্য হুমকি স্বরূপ।

শুজাউল হক্ব সাহেবেরও অবস্থা তেমনি। যাহোক মূল আলোচনাতে ফিরে আসা যাক। শুজাউল হক্ব সাহেব হানাফীসহ যারা সুরা ফাতিহার পর আমীন আস্তে বলেন তাদেরকে মুশরিক ফাতওয়া দিতে গিয়ে যে সকল হাদীস শরীফ উল্লেখ করেছেন, তার প্রত্যেকটি হাদীসের রাবী বা বর্ণনাকরী দূর্বল, অচেনা, আমরা তা প্রমান করছি (ইনশাআল্লাহ)। এক কথায় ঐ সকল বর্ণিত হাদীস কখনো দলীলযোগ্য হতে পারে না।

তাদের প্রথম ও দ্বিতীয় দলীল ও তার জবাব

প্রথমতঃ শুজাউল হক্ব সাহেব আবু দাউদ শরীফের ৯৩২ নং হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। সেখানে বর্ণিত আছে, হুজর ﷺ উঁচু আওয়াজে আমীন বলতেন। দেখুন,

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– إِذَا قَرَأَ وَلاَ الضَّالِّينَ قَالَ آمِينَ. وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ.

হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন وَلاَ الضَّالِّينَ বলতেন তখন উঁচু আওয়াজে আমীন বললেন।

---

[৫১] দেখুন ফাতহুল বারী শরহু সহীহিল বুখারী, ২য় খণ্ড ৩০৯ পৃষ্ঠা। আইনী, নাইলুল আওতার, শাওকানী ইত্যাদি।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alaihi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অনুরূপভাবে ঐ একই রাবী তিরমিযী শরীফের ২৪৮ নং হাদীস উল্লেখ করেছেন, সেখানে বর্ণিত আছে, হুজর ﷺ আমীন টেনে[৫২] বলেছেন।

عن وائل بن حجر قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم قرأ (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقال آمين ومد بها صوته

ওয়ায়েল ইবনে হুজুর (রা) বলেন আমি রাসূলে কারিম ﷺ কে বলতে শুনেছি যখন তিনি غير المغضوب عليهم ولا الضالين পড়লেন, তখন আমীন বললেন এবং উহাকে দীর্ঘ করলেন।

আমাদের জবাব

উল্লেখিত হাদীসদুটি যে বর্ণনাবরী থেকে বর্ণিত সেই একই বর্ণনাকারী থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে ইমাম দারা কুতনী তাঁর সুনানে (১২৫৬ নং হাদীস), ইমাম হাকেম কিতাবুল কিরআতে উল্লেখ করেন এবং বলেন, এই হাদীসের সনদ সহীহ। যদিও ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উহা বর্ণনা করেন নি। হাদীসখানা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ... قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين وأخفى بها صوته

হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাঃ হতে বর্ণিত ... রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন غير المغضوب عليهم ولا الضالين বললেন, তখন আমীন আস্তে বললেন।

উক্ত হাদীস দ্বারা আমরা জানতে পারলাম যে, হুজুর ﷺ ফাতিহা শেষে "আমীন" নীচু আওয়াজে ও আস্তে বলেছেন।

একটি সমস্যার সমাধান ঃ

উল্লেখ্য যে, ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীসখানা শু'বার সূত্রে আলকামার মাধ্যমে একই সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, ইমাম বুখারী

---

[৫২] টেনে পড়ার অর্থ হল آمين এর হামযা এক আলিফ মদ করে টেনে পড়া। কারণ আমীন শব্দটির হামযা মদসহ বা মদ না করে পড়া উভয়টি জায়েজ। হযরত ওয়াইল (রাঃ) এখানে ومد بها صوته মাদ্দা বিহা সওতাহু বলে ঐ হামযা টেনে পড়ার মদ বুঝিয়েছেন, জোরে পড়া নয়।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বলেন, আলকামার জন্মের ছয় মাস পূর্বেই তার পিতা ইন্তেকাল করেন। তাই আলকামা তার পিতা থেকে কোন হাদীস শ্রবণ করেন নি।

এ কারণে লা-মাযহাবী মুফতী আব্দুর রউফ দ্বীন ইসলাম বনাম দ্বীনে হানীফ নামক পুস্তিকার ৩৫ পৃষ্ঠায় এ হাদীসকে জাল বলার দুঃসাহস দেখিয়েছেন।

অথচ দুনিয়ার কোন ইমাম, মুহাদ্দিস এ হাদীসকে জাল বলেন নি। লা-মাযহাবী মুফতী আব্দুর রউফ হাদীসের কত বড় ইমাম হয়ে গেলেন যে দলীল ছাড়া একটি হাদীসকে তিনি জাল বলার সাহস পেলেন। আসলে লা-মাযহাবী তথা গায়ের মুক্বাল্লিদদের অভ্যাসই হল কথায় কথায় মিথ্যার আশ্রয় নেয়া ও ধোকা দেয়া।

আশ্চর্যের বিষয় হল, বর্তমান যামানার লা-মাযহাবী তথা গায়ের মুক্বাল্লিদদের মান্যবর মুহাদ্দিস জনাব আলবানীও উক্ত হাদীসকে জাল বলার সাহস পান নি। তিনি হাদীসটিকে 'শায'[৫৩] বলে চুপ হয়ে গিয়েছেন (যদিও উহা শায নয়)। আর 'শায' বলা হয় গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি যদি নির্ভরশীল ব্যক্তির বিপরীত বর্ণনা করে। অথচ লা-মাযহাবী মুফতী আব্দুর রউফ হাদীসটিকে 'জাল' বলে আখ্যায়িত করলেন।

লা-মাযহাবীরা বলতে পারেন, وأخفى بها صوته 'আমীন গোপনে বললেন' এ হাদীস খানার সনদ দূর্বল। তাই এ হাদীসখানা وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ. (উঁচু আওয়াজে আমীন বললেন) এ হাদীসের মুকাবেলায় দাঁড় করানো যায় না।

এর জবাবে আমরা বলব,

যদি ধরে নেয়া হয় যে, এ হাদীসের সনদ দূর্বল তবুও উঁচু আওয়াজে আমীন বলার হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা লা-মাযহাবীদের জন্য অনুচিৎ। কারণ উক্ত হাদীসখানার মাঝে ইদ্বতিরাব বা বিশৃঙ্খলা রয়েছে। কারণ,

ইমাম তবারানী মুজামে কাবীরে উল্লেখ করেন,

---

[৫৩] সহীহ-যয়ীফ তিরমিযী-

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وعن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة فلما فرغ من فاتحة الكتاب قال آمين ثلاث مرات – رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات .

ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলে কারিম ﷺ কে নামাযে প্রবেশ করতে দেখলাম। তিনি যখন সূরা ফাতিহা শেষ করলেন তখন তিনবার আমীন বললেন। ইমাম হায়সামী বলেন, ورجاله ثقات 'উহার সকল বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য'।

ইমাম তিরমিযী একই সাহাবী থেকে অপর বর্ণনায় এভাবে উল্লেখ করেন ومد بها صوته (আমীন টেনে পড়লেন)। লক্ষণীয় যে, এই বর্ণনায় নীচু বা উঁচু আওয়াজের কোন কথা নেই।

তাহলে একই হাদীসে একই বর্ণনাকারীর-

১ম বর্ণনায় وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ (আমীন জোরে বললেন)

২য় বর্ণনায় وأخفى بها صوته (আমীন আস্তে বললেন)

৩য় বর্ণনায় ثلاث مرات (আমীন তিনবার বললেন)

৪র্থ বর্ণনায় ومد بها صوته (আমীন টেনে পড়লেন)

এখন উক্ত চারটির কোনটি গ্রহণ করতে হবে?

অতএব প্রমাণিত হল যে, লা-মাযহাবী মোল্যা শুজাউল হক্ব সাহেবের প্রদত্ব ১ম ও ২য় দলীলটি ইদ্বতিরাবযুক্ত হওয়ায় তা অগ্রহণযোগ্য। তাই উক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা তাদের জন্য বৈধ নয়। কারণ তারা হানাফীদের নিকটে শুধুই সহীহ হাদীস দাবী করেন।

একটি প্রশ্ন ঃ

এখন প্রশ্ন হতে পারে, ইমাম তিরমিযী ইমাম বুখারীর সূত্রে বলেন حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا এ বিষয়ে শু'বার (নীচু আওয়াজে আমীন বলা) হাদীসের চেয়ে সুফিয়ানের (উঁচু আওয়াজে আমীন বলার) হাদীস অধিক বিশুদ্ধ। তাই লা-মাযহাবীদের প্রদত্ব হাদীসই গ্রহণযোগ্য।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এর জবাবে আমরা বলব ঃ

আগের হাদীসের বর্ণনাকারী ইমাম সুফিয়ান সাওরী পরের হাদীসের বর্ণনাকারী ইমাম শু'বা। তানকীহ গ্রন্থকার বলেন, শু'বা ভুল করেছেন। কেননা তার অপর বর্ণনাতে রয়েছে আমীন উঁচু আওয়াজে বলেছেন। দীর্ঘ আলোচনার এক পর্যায়ে ইমাম যাইলাঈ (রঃ) হযরত সুফিয়ানকে ইমাম শুবার উপর প্রাধান্যের কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ আমীন নীচু আওয়াজে বলার ব্যাপার। নাসবুর রায়া ১ম খণ্ড ৩৬৯-৩৭০।

❋ কিন্তু ইমাম তিরমিযী তার 'ইলাল' কিতাবে বলেন। আলী বলেন আমি ইয়াহইয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম, সুফিয়ান সাওরী ও শু'বা উভয়ের মাঝে কে দীর্ঘ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অধীক সংরক্ষনকরী? তিনি বলেন শু'বা[৫৪]।

❋ আবু তালেব আহমদ হতে বর্ণনা করেন,

قال أبو طالب عن أحمد .....شعبة أحسن حديثا من الثوري لم يكن في زمن شعبة مثله في الحديث

ইমাম আহমদ বলেনঃ ...শুবা হাদীসের ক্ষেত্রে সুফিয়ান সাওরীর চেয়েও উত্তম। তার যামানাতে তার সমকক্ষ হাদীস বর্ণনাকারী কেউ ছিল না। [৫৫]

❋ وقال عفان بن مسلم عن يحيى بن سعيد القطان ما رأيت أحدا قط أحسن حديثا من شعبة

আফ্ফান বিন মুসলিম ইয়াহয়া ইবনে কাত্তান থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে শু'বার চাইতে উত্তম আর কাউকে আমি দেখি নি। [৫৬]

❋ وقال أبو عبيد الآجري سمعت أبا داود قال لما مات شعبة قال سفيان مات الحديث قيل له هو أحسن حديثا من سفيان فقال ليس في الدنيا أحسن حديثا من شعبة

আবু উবাইদ আল আজুরী বলেন আমি আবু দাউদকে বরতে শুনেছি, যখন শু'বা ইন্তেকাল করলেন তখন সুফিয়ান বললেন, হাদীস সাস্ত্রই চলে গেল। আবু দাউদকে বলা হল, হাদীস বর্ণনা ক্ষেত্রে তিনি কি সুফিয়ানের চাইতে উত্তম? তিনি জবাবে বললেন, হাদীস বর্ননার ক্ষেত্রে দুনিয়ায় তার চেয়ে উত্তম আর কেউ নেই। [৫৭]

❋ ابن زياد قال سئل احمد بن محمد بن حنبل شعبة أحب إليك حديثا أو سفيان فقال شعبة انبل رجالا وانسق حديثا

---

[৫৪] শরহুল ইলাল ১ম খণ্ড১৫১ পৃষ্ঠা। (শামেলা)
[৫৫] তাহযীবুত তাহযীব ৪/৩০১
[৫৬] তাযীবুল কামাল ১২/৪৯১
[৫৭] প্রাগুক্ত ১২/৪৯০

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইবনু যিয়াদ বলেন, আহমদ ইবনে হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করা হল, শু'বা ও সুফিয়ান এ দু'জনের মাঝে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কে আপনার অধিক পছন্দনীয়? তিনি বললেন শু'বা [৫৮]

❁ মুহাম্মাদ ইবনুল আব্বাস নাসাঈ বলেন

وقال محمد بن العباس النسائي سألت أبا عبد الله يعني احمد بن حنبل من اثبت شعبة أو سفيان فقال كان سفيان رجلا حافظا وكان رجلا صالحا وكان شعبة اثبت منه واتقى رجالا

আবু আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলাম, শু'বা, নাকি সুফিয়ান, কে অধিক নির্ভযোগ্য? তিনি বলেন, সুফিয়ান ছিলেন হাফিজ ও সৎব্যক্তি। পক্ষান্তরে শু'বা তার চেয়ে অধিক নির্ভযোগ্য ও মুত্তাকী ব্যক্তি[৫৯]।

❁ ইমাম যাহাবী তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ গ্রন্থে বলেন,

قال أبو زيد الهروي سمعت شعبة يقول: لان اقع من السماء فانقطع احب إلى من ادلس

আবু যায়েদ হারবী বলেন, আমি শু'বাকে বলতে শুনেছি, তাদলীস করার চেয়ে আমি আকাশ হতে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়াটা আমার নিকটে অধিক পছন্দনীয়[৬০]।

এর দ্বারা বুঝা যায় তিনি কখনো তাদলীস করতেন না।

❁ অপর পক্ষে ইমাম সাওরী সম্পর্কে হাফেজ যাহাবী মীযান গন্থে বলেন

3322 – سفيان بن سعيد الحجة الثبت، متفق عليه، مع أنه كان يدلس عن الضعفاء

সুফিয়ান সাওরী হুজ্জত, নির্ভরযোগ্য এ ব্যাপারে সকলে একমত। এতদাসত্বেও তিনি দূর্বল বর্ণনাকারীদের থেকে তাদলীস করতেন[৬১]।

❁ অনুরূপ ইবনু হাজার তাকরীব গ্রন্থে বলেন, কখনো কখনো তিনি তাদলীস করতেন। [৬২] وكان ربما دلس

উল্লেখিত আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম, ইমাম সুফিয়ান সাওরী তাদলীস করতেন। কিন্তু ইমাম শু'বা তাদলীসের ঘোর বিরোধী ছিলেন। আর মুহাদ্দিসীনে কেরামের নিকট মুদাল্লিস রাবীর চেয়ে গায়ের মুদাল্লিস রাবীর হাদীস অধিক গ্রহণযোগ্য।

---

[৫৮] তারিখে বাগদাদ ৯/২৬৪।

[৫৯] তাযীবুল কামাল ১২/৪৯০

[৬০] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ ১/১৯৪। সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/২১৬।

[৬১] মীযানুল ই'তেদাল ২/১৬৯।

[৬২] তাকরীবুত তাহযীব ১/৩৭১।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সুতরাং ইমাম শু'বা ইমাম সুফিয়ানের চেয়ে হাদীসে অধিক নির্ভযোগ্য প্রমাণিত হলেন। **তাই তাঁর বর্ণিত নীচু আওয়াজের হাদীসই নির্ভযোগ্য। অতএব প্রমাণিত হল, ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য সঠিক নয়। তাই নীচু আওয়াজের হাদীসই গ্রহণযোগ্য।**

তাদের তৃতীয় দলীল ও তার জবাব

আবু দাউদ শরীফের ৯৩৩ নং হাদীস শরীফ শুজাউল হক্ব সাহেব তার বইয়ে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি নিম্নরুপ ঃ

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَجَهَرَ بِآمِينَ

হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাঃ হতে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পিছনে নামাজ পড়লেন, তিনি উঁচু আওয়াজে আমীন বললেন।

উক্ত হাদীসের জবাব

আবু দাউদ শরীফের উক্ত হাদীসে আলী ইবনে সালেহ নামে একজন রাবী রয়েছেন। মূলতঃ তিনি আলী ইবনে সালেহ নন। বরং আলা ইবনে সালেহ। ইমাম আবু দাউদ বা ইমাম শাঈরী ভুল ক্রমে আ'লা এর স্থলে আলী বলেছেন। যেমন এ সম্পর্কে ইমামুর রিজাল হাফেজ মিয্যী (রঃ) উক্ত হাদীসখানা উল্লেখ করে বলেন

4572 – د ت س ..... رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن نمير فوقع لنا بدلا عاليا إلا أن أبا داود سماه في روايته علي بن صالح وهو وهم

আবু দাউদ ও তিরমিযী আব্দুল্লাহ ইবনে নুমাইর থেকে এই হাদীস খানা বর্ণনা করেন। কিন্তু আবু দাউদ তার বর্ণনায় নাম লিখেছেন আলী ইবনে সালেহ। আর তা ভুল।[৬৩]

ঠিক একই কথা লিখেছেন হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ)। তিনি বলেন ঃ

331 – د ت س (أبي داود والترمذي والنسائي) العلاء بن صالح التيمي ويقال الاسدي الكوفي وسماه أبو داود في روايته علي بن صالح وهو وهم

[৬৩] তাহযীবুল কামাল ২২/৫১৩।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa (Sallallahu Alaihi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আবু দাউদ তার বর্ণনায় নাম লিখেছেন আলী ইবনে সালেহ। আর তা ছিল ভুল।[৬৪]

এ হাদীস খানা ইমাম ইবনু আবী শাইবা এবং ইমাম তিরমিযী স্ব স্ব সনদের বর্ণনায় ইবনে নুমাইরের উস্তাদ আলা ইবনে সালেহ লিখেছেন। তাছাড়াও ইমাম বাইহাকী ও অন্যান্য ইমামগণ যারাই এ হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন তারাই ইবনে নুমাইরের উস্তাদ আলা ইবনে সালেহ লিখেছেন।

তাছাড়া ইমাম আবু দাউদের বর্ণনায় ইমাম শাঈরী রয়েছেন। ওয়াহাম বা ভুলটা তার পক্ষ থেকেও হতে পারে। কেননা ইবনু নুমাইর থেকে ইমাম ইবনু আবি শাইবা[৬৫] ও ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবান[৬৬] উক্ত হাদীসখানা আলা ইবনে সালেহ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। একমাত্র ইমাম শাঈরীই আলা এর স্থলে আলী বলেছেন। আর মুহাদ্দিসীনে কেরামের নিকট ইমাম শাঈরী এর চেয়ে ইমাম ইবনু আবি শাইবা ও ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবান অধিক উঁচু মানের হাফেজে হাদীস বলে বিবেচিত[৬৭]।

উল্লেখিত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হল ইমাম আবু দাউদের বর্ণনায় উল্লেখিত রাবী আলী ইবনে সালেহ নন, বরং আলা ইবনে সালেহ। আর আলা ইবনে সালেহ মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে যয়ীফ বা দূর্বল। যেমন ঃ

- ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন وقال البخاري لا يتابع তিনি অনুসরণযোগ্য নন[৬৮]।
- ইমাম আবু হাতেম বলেন وقال أبو حاتم: كان من عتق الشيعة তিনি শিয়া প্রকৃতির লোক ছিলেন[৬৯]।
- ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী বলেন وقال ابن المدينى: روى أحاديث مناكير তিনি মুনকার বা অগ্রহণযোগ্য হাদীস বর্ণনা করেছেন[৭০]।

---

[৬৪] তাহযীবুত তাহযীব ৮/১৬৪।
[৬৫] মুসান্নাফে ইবনু আবী শাইবা, হাদীস নং ৩০৪৭।
[৬৬] তিরমিযী শরীফ, আবওয়াবুস সালাত, বাবুত তামীন-হাঃ নং ২৪৯।
[৬৭] রিজালের কিতাবসমুহ যারা অধ্যয়ন করেন তাদের নিকট বিষয়টা স্পষ্ট।
[৬৮] তাহযীবুত তাহযীব ৮/১৬৪।
[৬৯] মীযানুল ই'তেদাল-৩/১০১
[৭০] প্রাগুক্ত।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

❋ ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) বলেন صدوق له أوهام সত্যবাদী, কিন্তু তার অনেক ভুল-ত্রুটি রয়েছে[৭১]।

দ্বিতীয়তঃ এ হাদীসের মতনে ইদ্বতিরাব রয়েছে। যা আমরা প্রথম হাদীসের জবাবে উল্লেখ করেছি। সুধী পাঠক, প্রথম হাদীসর উক্ত আলোচনা পূণরায় দেখে নিতে পারেন।

উক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হল জনাব শুজা সাহেবের প্রদত্ব ৩ নং দলীল গ্রহণযোগ্য নয়।

৪নং দলীল ও তার জবাব

শুজাউল হক্ব সাহেব 'নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর "আমীন" শব্দের দূরত্ব' শিরোনামে আবু দাউদ শরীফের ৯৩৪ নং হাদীস এবং 'আল্লাহর ঘর আমীন ধ্বনিতে মুখরিত হত' শিরোনামে একই সনদে বর্ণিত ইবনু মাজাহ শরীফের ৮৫৩ নং হাদীস শরীফ উল্লেখ করেছেন। আবু দাউদের বর্ণনায় রয়েছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا تَلاَ (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ) قَالَ « آمِينَ ». حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الصَّفِّ الأَوَّلِ.

"আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলে কারিম ﷺ যখন غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ তেলাওয়াত করতের তখন আমীন বলতেন, এমনকি প্রথম কাতারের মুসল্লিরা শুনতে পেত।"

ইবনু মাজার বর্ণনায় রয়েছেঃ

عن أبي هريرة قال : ترك الناس التأمين . وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمعها أهل الصف الأول . فيرتج بها المسجد

"আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন মানুষ আমীন বলা ছেড়ে দিয়েছে। আর রাসূলে কারিম ﷺ যখন غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ বলতেন তখন 'আমীন' বলতেন, এমনকি প্রথম কাতারের মুসল্লিরা শুনতে পেত। তাই মসজিদ গম্ভীর হয়ে উঠত।"

উক্ত হাদীসের জবাব

---

[৭১] তাকরীবুত তাহযীব ১/৭৬৩।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জানাব শুজা সাহেব! আপনি কি ভুলে গেছেন সহীহ হাদীস ছাড়া কোন কিছু মানেন না। অথচ এ হাদীস দুটি সহীহ কিনা তা কেন উল্লেখ করলেন না? হাদীসের সহীহ বা যঈফ বা বানোয়াট হওয়া বর্ণনা কারীদের উপর নির্ভর করে। আপনার উল্লেখিত দুটি হাদীসেই বিশর ইবনু রাফিই নামক একজন বর্ণনাকারী আছেন। যার ব্যপারে মুহাদ্দিসগণ ঘোর আপত্তি তুলেছেন[৭২] ।

*ইমাম বুখারী তাকে যয়ীফ বলেছেন।

* তিতি আরো বলেন, তার হাদীস অনুসরণযোগ্য নহে।

* ইমাম আহমদ বলেন, তিনি যয়ীফ।

* ইমাম ইবনু মাঈন বলেন, তিনি মুনকার বা অগ্রহণযোগ্য হাদীস বর্ণনা করতেন।

* ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি বানোয়াট বর্ণনা এমনভাবে উপস্থাপন করতেন, যেন মনে হয় তা নির্ভরযোগ্য।

* ইবনু আব্দিল বার বলেন, তিনি মুহাদ্দিসগণের নিকট দূর্বল ও মুনকার হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে পরিচিত্

* ইমাম নাসাঈ বলেন, তিনি শক্তিশালী নন।

* ইবনে হাজার আসকালানী বলেন,

وقال في كتاب الانصاف اتفقوا على إنكار حديثه وطرح ما رواه وترك الاحتجاج به لا يختلف علماء الحديث في ذلك

ইমাম ইবনু আব্দিল বার ইনসাফ কিতাবে বলেন, মুহাদ্দিসগণ হাদীসে তার অগ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে একমত। এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই যে, তার বর্ণনা সমুহ নিক্ষিপ্ত ও তার দ্বারা দলীল প্রদান অগ্রহণযোগ্য[৭৩]।

গায়ের মুক্বাল্লিদ লা-মাযহাবীদের ইমাম শাইখ আলবানীও উক্ত হাদীসকে যয়ীফ বলেছেন[৭৪]।

অতএব এরকম বর্ণানাকারীর বর্ণিত হাদীস দ্বরা দলীল প্রদান কিভাবে জায়েজ হতে পারে?

---

[৭২] তার সম্পর্কে দেখুন, # মীযানুল ই'তেদাল ১/৩১৭। # তাহযীবুল কামাল ৪/১১৯। #তাহযীবুত তাহযীব ১/৩৯৩।

[৭৩] তাহযীবুত তাহযীব ১/৩৯৩।

[৭৪] সিলসিলাতুদ দয়ীফাহ হাঃ নং ৯৫২। #

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আর একটি দলীল ও তার জবাব

শুজা সাহেব 'নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর "আমীন" শব্দের দূরত্ব' শিরোনামে তুহফাতুল আহওয়াযী কিতাবের ১ম খণ্ড ২০ পৃষ্ঠার, মাজমাউয যাওয়াইদ এর ১৮৭ পৃষ্ঠা ও তা'লীকুল মুমাজ্জাদ কিতাবের ১০৫ পৃষ্ঠার বরাতে মহিলা সাহাবী উম্মু হুসাইন (রাঃ) থেকে একখানা হাদীস এনেছেন। হাদীসখানা হল ঃ

2669 – وعن أم الحصين أنها كانت تصلي خلف النبي صلى الله عليه و سلم في صف النساء فسمعته يقول : ..... حتى بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال : آمين حتى سمعته وأنا في صف النساء – رواه الطبراني في الكبير وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف

নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর পিছনে মেয়েদের কাতারে সালাত কায়েম করতেন। তিনি বলেন, নবী মুহাম্মাদ ﷺ অলাদ্দালীন পাঠান্তে আমীন বলেন। তখন আমি পিছনে মেয়েদের কাতার হতে তা শুনতে পেলাম।

আমাদের জবাব ঃ

জনাব শুজাউল হক্ব সাহেব! আপনারা হাদীস গ্রহণ ও বর্জণের যত বুলি আওড়ান সব কি হানাফীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? আপনার বলেন, হানাফীদের আমলের ভিত্তিই হল যয়ীফ হাদীস। আপনাদের আমলের ভিত্তি কি? আমরা দেখলাম এ পর্যন্ত আমীন জোরে বলার যত দলীল আপনি লিখলেন তাতো একটাও সহীহ না।

শুধু তাই নয়, মাজমাউ যাওয়ায়েদ থেকে যে দলীলটি দিলেন, তার মাঝেও বড় একটি প্রতারণার আশ্রয় নিলেন। কারণ মাজমাউয যাওয়াদেই উল্লেখ রয়েছে যে, উক্ত হাদীসটির একজন রাবী ইসমাইল ইবনু মুসলিম আল মাক্কী দূর্বল। আপনি মাজমাউয যাওয়াদের উক্ত কথাটি লিখলেন না কেন? এবার শুনুন, ইসমাইল ইবনু মুসলিম আল মাক্কীর ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের মন্তব্য[৭৫] ঃ

---

[৭৫] মীযানুল ই'তেদাল ১/২৪৮। # তাহযীবুল কামাল ৩/১৯৮। # তারিখে ইবনে মুঈন ১/৬৬। # সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১/২৮৯। # দুআ'ফা আল উকাইলী ১/৯২।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

- ইমাম আহমদ বলেন তিনি হাদীসে অগ্রহণযোগ্য।
- ইমাম নাসাঈ বলেন, তিনি পরিত্যক্ত।
- ইমাম আবু যুরআ বলেন, তিনি দূর্বল।
- আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, আমি ইয়াহইয়াকে বলতে শুনেছি, ইসমাঈল বিন মুসলিম মাক্কী হাদীস বর্ণনাতে এমন সংমিশ্রন করতেন যে, আমাদের নিকটে এক হাদীসই তিন প্রকারে বর্ণনা করতেন।
- ইবনু মাঈন বলেন, তিনি কোন কিছুই নয়।
- আলী ইবনু মাদীনী বলেন, তার হাদীস লিপিবদ্ধ কার মত নয়।
- ইমাম সা'দী বলেন, তিনি অধিক দূর্বল।

সূতরাং এরকম বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীস দ্বারা কখনো দলীল দেওয়া যেতে পারে না।

শেষ দলীল ও তার জবাব

বাকী থাকলো শুজা সাহেবের প্রদত্ব বুখারী হতে একখানা তা'লীক হাদীসের আলোচনা। জনাব যত নীতি উল্লেখ করে বুলি আওড়িয়ে থাকেন, সবই শুধু হানাফীদের বেলায় প্রযোজ্য হবে না কি? আপনার জাতী ভাই মুফতী আব্দুর রউফ সাহেব দ্বীনে ইসলাম বনাম দ্বীনে হানীফ নামক বিভ্রান্তিকর পুস্তি কার ৪৮ পৃষ্ঠাতে লিখেন, "হাদীস গ্রহণ ও বর্জনের নীতি মোতাবেক তা'লীক হাদীস গ্রহণযোগ্যই নয়। তালীক বলা হয় শুরুতেই যে হাদীসের সনদ বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়ে। বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়েছে এমন হাদীস মূলতঃ গ্রহণযোগ্য না।"

আপনাদের দাবীকৃত মূলনীতি অনুযায়ীই তো আপনার এ তালীক হাদীস দ্বারা দলীল দেওয়া মানে জনগনকে এই শিক্ষা দেওয়ার নামান্তর যে, যা অন্যের জন্য হারাম তবে তা নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য হলে জায়েজ হবে। ধিক আপনাদের এই জঘন্য প্রতারণাকে।

আব্দুর রউফ সাহেবের মত ব্যক্তিরা হয়তোবা বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থগুলো দেখে ইবনু আবী শায়বা, আল মুহাল্লার প্রণেতা ইবনু হজম অথবা বাইহাকীর বরাতে এই তা'লীকে বুখারীর সনদ খুজে পেয়ে মহা প্রশান্তির

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নিঃশ্বাস গ্রহণ করবেন। কিন্তু না, এই হাদীসটি মুরসাল। দেখুন, আল্লামা আইনী লিখেছেন ঃ

قلت هذا الحديث مرسل وقال الحاكم في الأحكام قيل إن أبا عثمان لم يدرك بلالا وقال أبو حاتم الرازي رفعه خطأ ورواه الثقات عن عاصم عن أبي عثمان مرسلا وقال البيهقي وقيل عن أبي عثمان عن سلمان قال قال بلال وهو ضعيف ليس بشيء

হাদীসটি মুরসাল। ইমাম হাকেম আল আহকাম কিতাবে বলেন, বলা হয়েছে, আবু উসমান বিলাল (রাঃ)কে পান নাই। আবু হাতিম রাজী বলেছেন, এটাকে মারফূ বলাটা ভুল। এবং নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ আ'সেম থেকে তিনি আবু উসমান হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বাইহাকী বলেন, আবু উসমান সালমান থেকে বর্ণনার ব্যাপারে বলা হয়েছে তাতে তিনি বলেন, বিলাল বলেছেন। অথচ ঐ বর্ণনাকারী যয়ীফ এবং উল্লেখযোগ্য কিছু নয়[৭৬]।

অতএব প্রমাণিত হল যে, এ হাদীসটি মুরসাল। আর মুরসাল হানাফীদের নিকট গ্রহণযোগ্য হলেও লা-মাযহাবীদের নিকটে তা গ্রহণযোগ্য নয়। তাহলে কি করে তারা এ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন?

শুজাউল হক সাহেব উক্ত গ্রন্থের ২৪ পৃষ্ঠাতে এবং বাংলাদেশে লা-মাযহাবীদের এক বড় লেখক মুফতী আব্দুর রউফ সাহেব 'দ্বীন ইসলাম বনাম দ্বীনে হানীফ' নামক ভ্রান্তিকর পুস্তিকার ৩৬ পৃষ্ঠাতে বুখারী হতে ৭৮০ নং হাদীস উল্লেখ করেছেন। মুফতী সাহেব লিখেছেন ঃ

"আহলে হাদীসগণ ইমাম ও মুক্তাদীর উচ্চরবে আমীন বলার দু'টি হাদীস বুখারী হতে পেশ করে থাকেন। যথা ঃ ইমামের উচ্চ স্বরের জন্য আবু হুরাইরাহ থেকে বর্ণিত হাদীস। রাসূল ﷺ বলেছেন সালাতে ইমাম যখন আমীন বলবে তখন তোমরা আমীন বলবে। কেননা যার আমীন ফিরিশতাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে, তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।..... দ্বিতীয় হাদীসটি হল এই আবু হুরাইরাহ হতে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন, ইমাম গাইরিল মাগজুবি আলাইহিম অলাজজল্লীন এবং আমীন বলার পর যেমন পূর্ব হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তোমরা আমীন বলবে।"

---

[৭৬] উমদাতুল কারী ৪র্থ খণ্ড, ৪৯৮,৪৯৯, # ফতহুল বারী ২য় খণ্ড ৩০৫ পৃঃ, # আওনুল মা'বুদ ৩য় খণ্ড ১৫৩ পৃঃ হাঃ নং ৯৩৭।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alaihi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমাদের জবাব

আমীন উচ্চস্বরে বলার দলীল হিসেবে আব্দুর রউফ সাহেব বুখারী হতে একই সাহাবী সূত্রে দুটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একটির সাথে আরেকটির ভাষার ব্যবধান স্পষ্ট।

১মটির ভাষা হচ্ছে- "যখন ইমাম আমীন বলবে তখন তোমরা আমীন বল"।

২য় টির ভাষা হচ্ছে "যখন ইমাম গাইরিল মাগদ্বুবি আলাইহিম অলাদদ্বাল্লীন বলবে তখন তোমরা আমীন বলবে"।

প্রথমতঃ দ্বিতীয় হাদীসটিতে ইমামের উচ্চস্বরে আমীন বলার স্পষ্ট কোনই ইঙ্গিত নেই। কেননা যদি স্পষ্ট কোন কথা থাকত, তাহলে সেটা না বলে গাইরিল মাগদ্বুবি আলাইহিম অলাদদ্বাল্লীন বলা হত না। যা আলেম, গায়ের আলেম সকলের কাছে স্পষ্ট। অথবা এরকম হত, ইমাম যখন আমীন বলবে।

বরং প্রথম হাদীসটি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে যে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠবে তা হচ্ছে এই (১) ইমামের আমীন বলার সময় মুক্তাদীদের আমীন বলা। (২) ইমামের আমীন বলাটা হবে নিঃশব্দে বা চুপে চুপে।

কেননা যদি ইমামের আমীন বলাটা স্বশব্দে হত তাহলে কেনইবা হুজুর ﷺ বললেন, যখন ইমাম গাইরিল মাগদ্বুবি আলাইহিম অলাদদ্বাল্লীন বলবে তখন তোমরা আমীন বল? অতএব এখানে প্রমাণিত হল ইমাম চুপে আমীন বলবে।

দ্বিতীয়তঃ যদি মেনেও নেয়া হয় ১ম হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, ইমাম স্বশব্দে আমীন বলবে, তবে এ উভয় হাদীসের মাঝে স্পষ্টভাবে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। তাই আইম্মায়ে আহাদীস এ দ্বন্দ্বের নিম্নরূপ সমাধান দিয়েছেন।

জমহুর উলামায়ে কেরাম ইযা আম্মানাকে উভয় হাদীসের সমাধান কল্পে মাযাযী বা রুপক অর্থে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ এর দ্বারা উদ্যেশ্য হচ্ছে যখন ইমাম আমীন বলার ইচ্ছা করবে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বানী "যখন

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তোমরা নামাযে দাঁড়াবে তখন তোমরা ওযু কর"। এখানে নামাযে দাঁড়াবে বলতে যখন তোমরা নামাযের ইচ্ছা করবে তখন ওযু কর।

বুখারী শরীফের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার ইমাম হাফেজ ইবনে হাজার (রঃ) বলেন- ইমামগণ বলেন উভয় হাদীসের মাঝে সমাধান কল্পে ইযা আম্মানাকে মাযাযী অর্থে গ্রহণ করতে হবে[৭৭]। অনুরুপ ইমাম হাফেজ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রঃ) তানবীরুল হাওয়ালিক গ্রন্থে বর্ণনা করেন[৭৮]।

লা-মাযহাবীদের নিকটে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি শাইখ শামসুল হক আযীমাবাদী (তিনিও লা-মাযহাবী ছিলেন) আবু দাউদের ব্যাখ্যা গ্রন্থে উল্লেখ করেন, জমহুর মুহাদ্দিসীনে কেরাম উভয় হাদীসের সমন্বয় সাধন করেছেন এভাবে, ইযা আম্মানা এর দ্বারা উদ্যেশ্য যখন ইমাম আমীন বলতে উচ্ছা করবে[৭৯]।

অতএব প্রমাণিত হল মুফতী আব্দুর রউফ সাহেব আম্মানা দ্বারা যে অর্থ করেছেন ঠিক নয়। যা আমরা নির্ভরযোগ্য আইম্মায়ে কেরাম থেকে প্রমান পেশ করলাম। বরং এমন সব আইম্মা যারা আব্দুর রউফ সাহেবের ৮০০ বৎসর পূর্বেকার। আর তাদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ না পড়লে কোন বাপের বেটার পক্ষে বুখারী বুঝা সম্ভব নয়।

তাই এ হাদীস দ্বারা ইমামের আমীন বলা উচ্চস্বরে প্রমান করাটা মোটেও সমীচিন নয়। যেমন ইমাম ইবনু দাকীকুল ঈদ[৮০] বলেন, "নিশ্চয় প্রমাণিত হয় যে, ইমাম আমীন বলবে"। অতঃপর তিনি বলেন "ইমামের উচ্চস্বরে আমীন বলা চুপিসারে আমীন বলার চেয়ে অধিক দূর্বল মত। কেননা আমীন বলাটা এ হাদীসে উচ্চ আওয়াজ ব্যতীত প্রমাণিত"[৮১]।

---

[৭৭] ফাতহূল বারী ২য় খণ্ড ৩০৬।

[৭৮] তানবীরুল হাওয়ালিক ১/৮৫।

[৭৯] আওনুল মা'বুদ শরহে সুনানে আবি দাউদ ৩/১৫২।

[৮০] ইমাম ইবনু দাকীকুল ঈদ

[৮১] আল জাওহারুন নাকী ২/৫৭

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আব্দুর রউফ সাহেবে চটকদার গল্প ঃ

ইমাম বুখারী (রঃ) সহীহ বুখারীতে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত আলোচ্য হাদীসটি এনেছেন। যেখানে বলা হয়েছে اذا امن الامام فامنوا "যখন ইমাম আমীন বলবে তখন তোমরা আমীন বল।" এই হাদীসের উপরে ইমাম বুখারী (রঃ) অনুচ্ছেদ লিখেছেন باب جهر الامام بالتا مين ইমামের জোরে আমীন বলার অনুচ্ছেদ। ইমাম বুখারী (রাঃ) উক্ত অনুচ্ছেদের অধীনে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ)'র উক্ত হাদীসে স্পষ্ট বা অস্পস্টভাবেও বলা হয়নিয, ইমাম আমীন জোরে বলবে। ইমাম বুখারী (রঃ) নিজ ইজতিহাদে উক্ত হাদীস থেকে ইমামের আমীন জোরে বলার দলীল নিয়েছেন। দেখুন বুখারী, হাদীস নং ৭৪৭।

এখন লা মাজহাবী মফতী আব্দুর রউফ, বেচারা মাথা খাটালেন কিভাবে এ হাদীস থেকে আমীন জোরে বলা সাব্যস্ত করা যায়। পরিশেষে তিনি চটকদার গল্প তৈরী করলেন। তা হলো "রসূল সাঃ বলেছেন اذا امن ইযা আম্মানা। আম্মানা অর্থই হল স্বসব্দে আমীন বলা। মনে মনে বা নি:শব্দে আমীন বলাকে আরবীতে আম্মানা বলা হয় না। স্বশব্দে আমীন বলাকেই আমীন বলা হয়। কোন আরব যদি শোনেন যে, আম্মানার কেউ অর্থ করেছেন মনে মনে বা নি:শব্দের আমীন তাহলে সেও হাসবে, এর পাশের পশুরাও হয়ত হাসবে।"

অতঃপর তিনি লিখেছেন, "ইমাম বুখারী রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীসের অর্থ বুঝার জন্য এবং সেই অর্থে হাদীসকে ব্যাক্ত করার জন্য মদীনায় ১৬ বৎসর অবস্থান করেন। তিনি উল্লেখিত হাদীসের অর্থ করেন ইমানের উচ্চস্বরে আমীন বলা।"

আমাদের প্রশ্ন ঃ

এখন প্রশ্ন হল, মূফতী আব্দুর রউফ আরবী অভিধান শাস্ত্র বাদ দিয়ে, বা দুনিয়ায় সহীহ বুখারীর অনেক গুলো ব্যাখ্যাগ্রন্থ বাদ দিয়ে আমীনের প্রকৃত অর্থ বলতে যেয়ে চটকদার গল্প সাজালেন কেন? তিনি একটি অভিধান থেকে কেন এ অর্থের সন্ধান দিলেন না? কেন দিলেন না জগদবিখ্যাত মুহাদ্দিসীন থেকে ঐ অর্থ গ্রহণের একটি উদ্ধতি?

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alaihi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তিনি নিজেও জানেন, জগতে প্রাচীন ও অধুনা কোন অভিধানে এর কোন সন্ধান পাওয়া যাবেনা। যাবেনা কুরআন হাদীসের কোন ব্যাখ্যা গ্রন্থেও। তাই নিজেদের রুচি সাব্যস্ত করার জন্য গল্প বানালেন এই বলে যে, আরবদের কাছে আম্মানা বা আমীন এর অর্থই হল জোরে আমীন বলা। আর ইমাম বুখারীর উপর তোহমত জুড়ে দিলেন এই বলে যে, তিনি হাদীসের অর্থ বুঝার জন্যই ১৬ বৎসর মদীনায় কাটিয়েছেন।

মাওলানা আব্দুর রউফ সাহেব যে চটকদার গল্প তৈরী করেছেন, পারবেন কি কোন অীভধীন বা জগদবিখ্যাত হাদীস বিশারদগণ, এমন কি তাদের ইমাম দাউদ জাহেরী; ইবনে হজম, ইবনে কাইয়িম, শাওকানী, নবাব সিদ্দীক হাসান খান, আব্দুর রহমান মুবারকপুরী প্রমুখদের থেকে এর প্রমান দিতে?

আমাদের চ্যালেঞ্জ

মুফতী আব্দুর রউফ সাহেব ইহুদী-নাসারাদের আহবার রুহবানদের মত কাজটি করেছেন। তাদের কাজ ছিল, মনগড়া ভাবে হালালকে হারাম বানানো, হারামকে হালাল বানানো। তওরাত-ইঞ্জিলের অর্থ বিকৃতি করা।

মুফতী আব্দুর রউফ সাহেব চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলে খুশী হব এই মনে করে যে, অন্ততঃপক্ষে একজন পাওয়া গেল, যার সাথে ইলমী লড়াই করা যাবে।

সবশেষ মুফতী আব্দুর রউফ সাহেবের কাছে জিজ্ঞাসা, আপনি উক্ত গ্রন্থে লিখেছেন "আমরা উসূলে হাদীস গ্রহণ করি, কারো ব্যক্তি প্রভাব নীতির উপর প্রাধান্য দেই না"।

আপনাদের দলীল শুধু কুরআন ও সহীহ হাদীস। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বাদে কারো ব্যক্তি মত আপনাদের কাছে শিরক। তাহলে উসূলে হাদীসের প্রত্যেকটি আসল পরপর আনুন এবং তার স্বপক্ষে আয়াত বা সহীহ হাদীস পেশ করে প্রমান করুন এ উসূলগুলি গায়ের নবী কোন উম্মতের তৈরী নয়। যদি প্রমান করতে না পারেন, তাহলে দ্ব্যার্থহীণভাবে প্রমাণিত হবে আপনাদের ফতওয়া অনুযায়ী আপনারা মুশরিক। একই সাথে প্রমাণিত হবে,

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alaihi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আপনারা মুখে বা লিখনে বলেন কুরআন ও সহীহ হাদীস ছাড়া কোন ব্যক্তির কথা মানা শিরক এটিও আপনাদের চরম ধাপপা বাজী।

এখানে কিছু বিষয় উল্লেখ করছি, যা ইমাম বুখারী তার নিজ গ্রন্থের বর্ণিত হাদীস হতে বুঝেছিলেন। (১) পশু যদি যেনা করে তহলে তাদের উপর হদ জারী করতে হবে। (২) কোন ছেলে-মেয়ে যদি একই পশুর দুধ পান করে তাহলে তারা দুধ ভাই-বোন সাব্যস্ত হবে। (৩) স্ত্রী সহবাস কালে মনী নির্গত না হলে গোসল ফরজ হবে না। ইত্যাদি।

জনাব, এখন আপনার বক্তব্য অনুসারে ইমাম বুখারীর এসমস্ত ফাতওয়াকে মেনে নেবেন কি? উক্ত ফাতওয়ার আলোকে চালু করবেন কি একটি নতুন শরীয়ত? যেখানে চতুস্পদ জন্তু জানোয়ারের জিনার শাস্তির আদালত থাকবে। আর সে আদালতে আপনার মত মুফতী জন্তুদের হদ কায়েমের বিধান আরোপ করবেন। সাবার আপনাদের জ্ঞানের এই সুবিশাল মহা সমুদ্ররুপ ইদুরের গর্তকে।

আপনার মতে ইমাম বুখারী জীবনের ১৬টি বৎসর হাদীস বুঝার জন্য মদীনায় কাটিয়েছিলেন। তার চেয়ে দুনিয়াতে হাদীস আর কেও বেশী বুঝেন না। আপনি কি জানেন, হাদীস জানার পর যে বুঝ তৈরী হয় সে বুঝের নামই হল 'ফিকাহ'। আর আপনারা ফিকাহ মান্য করাকে শিরক বলেন। ইমাম বুখারীর "আমীন" বলার ফিকাহ মেনে নিয়ে আপনারা কি মুশরিক হন নি?

ক্ষমতা থাকলে হাদীস থেকে উক্ত প্রশ্নটির জবাব দিন।

আমীন চুপিসারে বা নীচু আওয়াজে পাঠ করার দলীল ঃ

আল হামদুলিল্লাহ, এতক্ষণে আমরা লা-মাযহাবীদের উপস্থাপিত প্রত্যেকটি দলীলের উসূল ভিত্তিক জবাব প্রদান করলাম। এখন আমরা নিম্নে আমীন চুপিসারে বা নীচু আওয়াজে পাঠ করার দলীলগুলো পেশ করছি।

১ নং দলীল

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ تَذَاكَرَا فَحَدَّثَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سَكْتَتَيْنِ سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ) فَحَفِظَ ذَلِكَ سَمُرَةُ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبَا فِي ذَلِكَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ إِلَيْهِمَا أَوْ فِي رَدِّهِ عَلَيْهِمَا أَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ.

"হযরত হাসান বসরী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) বলেন, আমি হুজুর ﷺ থেকে নামাজে দুটি স্থানে চুপ থাকার কথা মুখস্ত করে রেখেছি। এক. ইমাম তাকবীরে তাহরীমা বলার পর কিরাআত শুরুর পূর্বে। দুই. সূরা ফাতিহা শেষ করার পর। তার এ বক্তব্যকে হযরত ইরান বিন হুসাইন (রাঃ) অস্বিকার করলেন। অতপর তারা দুজনই মদীনা শরীফে হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ) এর নিকটে এ বিষয়ের সমাধান চেয়ে পত্র লিখলেন। হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ) প্রতিত্তোরে বললেন সামুরা অবশ্যই ঠিকই মুখস্ত রেখেছে। অর্থাৎ তার বর্ণনাটিই সঠিক।" [৮২]

- ইমাম দারাকুতনী বলেন وقد قال الدارقطني رواه الحديث كلهم ثقات উক্ত হাদীসের সকল বর্ণনাকারীই নির্ভযোগ্য।[৮৩]
- ইমাম তিরমিযী বলেন قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن সামুরার হাদীস হাসান হাদীস।[৮৪]
- ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী বলেন وسنده حسن بل صحيح উহার সনদ হাসান বরং সহীহ [৮৫]।
- হযরত হাসান বসরী হযরত সামুরা (রাঃ) হতে শ্রবন করেছেন কিনা এ ব্যাপারে ইমাম দারাকুতনী বলেন,

---

[৮২] আবু দাউদ শরীফ প্রথম খণ্ড ৩৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৭৭৯, তিরমিযী শরীফ ২য় খণ্ড ২৬ পৃষ্ঠা হাদীস নং ২৫১, ইবনু মাজা ১ম খণ্ড ৩৩৫ পৃষ্ঠা হাদীস নং ৮৪৪ , সুনানে দারুকুতনী হাদীস নং ১২৬০।

[৮৩] নাইলুল আওতার ২/৫৯৪, ৭২৪ নং হাদীসের ব্যখ্যা, তুহফাতুল আহওয়াযী ২৫১ নং হাদীসের ব্যাখ্যা, আওনুল মা'বুদ ২/৩৫৬ উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা।

[৮৪] তিরমিযী শরীফ হাদীস নং ২৫১, বাবু সাকতাতাইন ফিসসালাত।

[৮৫] মিরকাতুল মাফাতীহ ৮১৮ নং হাদীসের ব্যাখ্যা, কি বাবু মা ইউক্বরাউ বা'দাত তাকবীর, কিতাবুস সালাত।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alaihi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

الحسن مختلف في سماعه من سمرة وقد سمع منه حديثا واحدا وهو حديث العقيقة فيما زعم قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد

"হযরত হাসান বসরী হযরত সামুরা (রাঃ) হতে শুধুমাত্র আকীকা সংক্রান্ত একটি হাদীস শ্রবন করেছে। যা বর্ণনাকারী কুরাইশ বিন আনাস হাবীব বিন শাহীদ হতে ধারণা করেছেন।" [৮৬]

একথার উপর ভিত্তি করে অনেকেই এই হাদীসকে অগ্রহণযোগ্য বলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে ইমাম তিরমিযী (রঃ) বলেন,

قال محمد قال علي وسماع الحسن من سمرة صحيح واحتج بهذا الحديث

"ইমাম বুখারী বলেন, আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, হযরত হাসান বসরী সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) হতে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা সহীহ এবং তিনি এ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন।" [৮৭]।

লা-মাযহাবীদের বড়দরের ইমাম, কাজী শাওকানী বলেন

وقد صحح الترمذي حديث الحسن عن سمرة في مواضع من سننه ..... فكان هذا الحديث على مقتضى تصرفه جديرا بالتصحيح

"ইমাম তিরমিযী (রঃ) তার তিরমিযীতে কয়েক জায়গায় হযরত হাসান বসরী যা সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন তাকে সহীহ বলেছেন। ... সূতরাং এ হাদীসও চাহিদা অনুযায়ী সহীহ বলেই সাব্যস্ত।" [৮৮]

অনুরুপ বক্তব্য তাদের আরেকজন লা-মাযহাবী শাইখ শামসুল হক আযীমাবাদীও বলেছেন।[৮৯]

চৌদ্দশত বৎসর পরে এসে লা-মাযহাবীদের ইমাম শাইখ আলবানী বলেছেন, এ হাদীসের সনদ যয়ীফ।

খুবই আশ্চর্যের বিষয়, যেখানে ইমাম তিরমিযী, ইমাম বুখারী, ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী, ইমাম হাকেম সহ জগত বিখ্যাত ইমামগণ যে সনদকে সহীহ বললেন তা আলবানী যয়ীফ বলার দুঃসাহস দেখালেন। আসলে তিরি

---

[৮৬] দারাকুতনী ১২৬০ নং হাদীসের আলোচনা।

[৮৭] তিরমিযী শরীফ ১ম খণ্ড ১৮২ নং হাদীসের আলোচনা।

[৮৮] নাইলুল আওতার, বাবু মা জায়া ফিস সাকতাতাইন ২/২৬৪।

[৮৯] আওনুল মা'বুদ, ২/৩৫৫।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alaihi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যতই যয়ীফ বলেন না কেন যার মাঝে বুদ্ধি-বিবেক আছে সে কখনোই তার বক্তব্যে বিভ্রান্ত হতে পারে না।

২নং দলীল

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى بِهِمْ سَكَتَ سَكْتَتَيْنِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ سَكَتَ أَيْضًا هُنَيَّةً فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ فَكَتَبَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ أُبَيٌّ أَنَّ الْأَمْرَ كَمَا صَنَعَ سَمُرَةُ واللفظ لاحمد

হযরত হাসান বসরী হতে বর্ণিত, তিনি সামুরা বিন জুদুব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন নিশ্চয় তিনি তাদেরকে নিয়ে নামায আদায় করতে দু'বার চুপ থাকতেন। প্রথমে তাকবীরে তাহরীমা বলার পর ও "অলাদ্দাল্লীন" পড়ার পর সামান্য পরিমানে চুপ থাকতেন। তারা এ ব্যাপারে তার উপর আপত্তি উঠালেন। তিনি হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ) এর কাছে পত্র লিখলে তিনি বলেন, বিষয়টি ঠিক ঐরকমই যা সামুরা করে থাকেন [৯০]।

এই হাদীসের সনদ সহীহ।

৩নং দলীল

عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال خمس يخفين سبحانك اللهم وبحمدك والتعوذ وبسم الله الرحمن الرحيم وآمين واللهم ربنا لك الحمد

হযরত ইমাম ইবরাহীম নাখয়ী হতে বর্ণিত তিনি বলেন, ইমাম পাঁচটি বিষয় গোপন করবে। (১) সানা পড়ার সময়।(২) আউযুবিল্লাহ এর সময়। (৩) বিসমিল্লাহ এর সময়। (৪) আমীন বলার সময় ও (৫) আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ বলার সময় [৯১]।

এই হাদীসের সনদ সহীহ।

---

[৯০] ইমাম আহমদ বিন হাম্বল মুসনাতে আহমদে, ইমাম দারা কুতনী ১২৬১ নং হাদীস, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকের বরাতে আওনুল মা'বুদ দ্বিতীয় খণ্ড ৩৫৭ পৃষ্ঠা

[৯১] মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ২য় খণ্ড ৮৭ পৃষ্ঠা হাদীস নং ২৫৯৭।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alaihi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৪নং দলীল

روى محمد بن الحسن في كتاب الآثار حدثنا أبو حنيفة حدثنا حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال أربع يخفيهن الإمام التعوذ وبسم الله الرحمن الرحيم وسبحانك اللهم و آمين –

দেখুন, ইমাম মুহাম্মাদ (রঃ) খোদ ইমামে আ'জম আবু হানীফা (রঃ) থেকে, তিনি হাম্মাদ থেকে এবং হাম্মাদ হযরত ইবরাহীম নাখয়ী থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, ইবরাহীম নাখয়ী ফাতওয়া দিয়েছেন যে, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, সুবহানাকাল্লাহুম্মা ও আমীন নামাযে এই চারটি স্থানে ইমাম আস্তে পড়বে।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনার দ্বারা প্রমাণিত হল যে, লা-মাযহাবীদের উত্থাপিত দলীল সকল কোন না কোন ভাবে যয়ীফ সাব্যস্ত। যা আমরা নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসীনে কেরামগণ কর্তৃক উপস্থাপিত বক্তব্য দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছি। শুধু তাই নয় বরং তাদের মান্যবর কাজী শাওকানী, শাইখ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, শাইখ শামসুল হক্ব আযীমাবাদী ও তাদের নব্য ইমাম শাইখ আলবানী প্রমুখগনের বক্তব্যও আমরা তুলে ধরেছি। প্রথম অবস্থায় তাদের দলীল খণ্ডন করেছি। অতঃপর আমাদের দলীলগুলো সনদ যাচাইপূর্বক উল্লেখ করে প্রমাণ করেছি যে, এগুলি সম্পূর্ণ সহীহ। আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রত্যেককে স্ব স্ব আমলে বরকত দান করুন (আমীন বি অসীলাতি সাইয়্যিদিল মুরসালীন ﷺ)।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alaihi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আহলে সুন্নাত অল-জামায়াতের মুখপাত্র, বাতিলে বিরুদ্ধে ক্ষুরধার লেখক ও গবেষক, উস্তাযুল আসাতিযা, আনওয়ারুল উলূম সিদ্দীকিয়া হামীদিয়া মাদরাসার স্বনামধন্য মুহতামিম, জনাব হযরত মাওলানা আবূ সালেহ মুহাম্মাদ মু'তাসিম বিল্লাহ্ দা.বা. এর লিখিত

পরিশিষ্ট

(ক)

'শুজাউল হক' সাহেব "নামাযে বুকে হাত বাধা ও স্বশব্দে আমীন" নামক পুস্তিকাটি রচনা করেছেন। এ পুস্তকে তিনি উল্লেখিত দু'টি বিষয়ের পক্ষে দলীল পেশ করার চেয়ে তথাকথিত আহলে হাদীস লা-মাযহাবীদের চিরাচরিত বদ অভ্যাসই অধিক প্রকাশ করেছেন। তিনি তার এ ছোট পুস্তিকায় বড় অংশ ব্যয় করেছেন নিজেদেরকে 'একমাত্র তাওহীদবাদী' সাব্যস্ত করার এবং চার মাযহাবের অনুসারীদেরকে, বিশেষ করে হানাফী মাযহাবের অনুসারীদেরকে পরিস্কার ভাষায় কাফির-মুশরিক বলার কাজে। তিনি উক্ত পুস্তিকার ভুমিকায় 'আমি কিভাবে তাওহীদ গ্রহণ করলাম' শিরোনামে যা লিখেছেন তার সার কথা হল, একমাত্র আহলে হাদীসরা মুসলমান; আর হানাফীরা কাফির। তিনি আফসোস করে লিখেছেন 'আমার পরিচয় দিতে হত হানাফী, কিন্তু হায়, আমিতো মুসলমান'। তিনি ভূমিকার শেষ লাইনে 'মুসলমান ও হানাফী' শব্দ দু'টি ভিন্ন বলে উল্লেখ করেছেন।

শুধু তাই নয়, তিনি উক্ত পুস্তিকার ৯ পৃষ্ঠায় تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي "আমি তোমাদের জন্য দুটি জিনিষ রেখে গেলাম যতক্ষন পর্যন্ত তোমরা উহাকে আকড়ে ধরবে, পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহর কিতাব দ্বিতীয়টি আমার সুন্নাহ" -এ প্রসিদ্ধ হাদীসটি তিনি এনেছেন। তৎপরে ১০ পৃষ্ঠায় الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম ..." -এ আয়াত এনে **তিনি লিখেছেন ঃ**

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"এক সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ আর এক সৃষ্টি তাঁর প্রেরিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুই এর অবদান দু'টি কিতাব কুরআন ও হাদীস সমন্বয়ে গঠিত ইসলাম পূর্ণতম একক বিধান। যা ইহ ও পর জগতে মানব কল্যানের জন্য একটি সানাদ (সার্টিফিকেট)।

এ দুই এর মোকাবেলায় কারও কোন প্রকার লিখিত বা ব্যক্তিগতভাবে প্রভাব বিস্তার করার এবং তাতে কিছু অন্তর্ভুক্ত করার অধিকার কারো নাই বা থাকতে পারে না। আর যদি এতে বিন্দুমাত্র কমানো-বাড়ানো হয়, তবে একেই 'ইবাদত ফিশ শির্ক' অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার ইবাদতে অন্যকে শরীক করা বলা হয়। যা মু'মিনদের ঈমান ধ্বংসী প্রধান শত্রু এবং ইসলামের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।"

সম্মানিত পাঠক, জনাব শুজাউল হক্ব সাহেব সূরা মায়েদার ৬নং আয়াত এনে দেখালেন, আল্লাহ পাক কুরআনপাকে দ্বীনের পরিপূর্ণতার ঘোষনা দিয়ে বলেছেন

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।"[৯২]

এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয়, আল কুরআন পরিপূর্ন জীবন বিধান।

অথচ জনাব শুজাউল হক্ব সাহেব تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي "আমি তোমাদের জন্য দুটি জিনিষ রেখে গেলাম যতক্ষন পর্যন্ত তোমরা উহাকে আকড়ে ধরবে, পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহর কিতাব দ্বিতীয়টি আমার সুন্নাহ" -এ হাদীসটি নিয়ে এসে বললেন, কুরআন ও হাদীস সমন্বয়ে গঠিত ইসলাম পূর্ণতম একক বিধান"।

এখন প্রশ্ন হল, কুরআন যখন পরিপূর্ণ জীবন বিধান এবং কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে তাই বলা হয়েছে, তাহলে রাসূলের হাদীস কেন মানতে হবে?

---

[৯২] সূরা আল মায়িদা-আয়াত ৩।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যদি রাসূলের হাদীস ছাড়া কুরআন পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান নাই হয় তাহলে সূরা মায়েদার ৬ নং আয়াত এর বক্তব্যের সঠিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে (নাউযুবিল্লাহ)।

এর জবাবে বলা হবে, আল্লাহ পাকই أَطِيعُوا اللَّهَ 'আল্লাহর ইতায়াত কর' বলে তার পরেই وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ 'এবং ইতায়াত কর আল্লাহর রাসূলের' [৯৩] বলেছেন। আল্লাহপাক আরো বলেছেন وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى 'তিনি নিজ অভিরুচি মত কোন কথা বলেন না, বরং যা বলেন তা ওহী মাত্র।'[৯৪] অতএব রাসূলের হাদীস মান্য করা মানেই কুরআন মান্য করা। এ কারণে কুরআন ও হাদীসের সম্মিলিত রূপই হল পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান দ্বীন ইসলাম।

হা, জবাব সঠিক। **তাহলে আবারও প্রশ্ন হল,** আল্লাহ পাক أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ "আল্লাহর ইতায়াত কর, ইতায়াত কর রাসূলের এবং তোমাদের মাঝে উলিল আমরের ইতায়াত কর" [৯৫] এ আয়াতে আল্লাহর রাসূলের যেমন ইতায়াত করতে বলেছেন, তেমনি 'উলিল আমর'এরও ইতায়াত করতে বলেছেন।

আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে বলেছেন وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا "সত্য সুস্পষ্ট হওয়ার পরেও যে ব্যক্তি রাসূলকে কষ্ট দেয় এবং **মুমিনগণের পথ ব্যতীত অন্য পথের** অনুসরণ করে তবে সে যেদিকে ফিরে যাবে আমি তাকে সেদিকে ফিরিয়ে দিব এবং আমি তাকে দগ্ধ করব জাহান্নামে। আর তা কত মন্দ আবাসন।"[৯৬] এ আয়াতে মু'মিন বলতে মুজতাহিদ-ফকীহগণের পথে চলতে বলা হয়েছে।

---

[৯৩] সূরা নূর-আয়াত ৫৪, সূরা মুহাম্মাদ-৩৩।
[৯৪] সূরা নজম-আয়াত ৩,৪।
[৯৫] সূরা নিসা-আয়াত ৫৯।
[৯৬] সূরা নিসা-আয়াত ১১৫।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অন্য আর এক আয়াতে বলা হয়েছে وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ "আর যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর"। সূরা ফাতিহায় সিরাতে মুস্তাকীম নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালিহগণের পথে চালানোর দোয়া শিক্ষা দিয়ে তাদের পথে চলতে বলা হয়েছে। এসব মিলে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলাম।

জনাব শুজাউল হক্ব সাহেব কুরআনের এ সকল আয়াত কেন আনলেন না? সাহাবা, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীন সলফে সালেহীন থেকে লক্ষ লক্ষ উলামায়ে কেরাম এ সব আয়াতের যে অর্থ বলেছেন তা কেন উল্লেখ করলেন না?

রাসূলে কারিম ﷺ এর হাদীস আনলেন সেটি, যেটি তাদের কু-রিপুর জন্য সহায়ক। অথচ রাসূল ﷺ বলেছেন عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ "তোমাদের জন্য অত্যাশ্যক আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাত আকড়ে ধরা।"[৯৭] **এ হাদীসটি শুজাউল হক্ব সাহেব কেন আনলেন না?**

وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ "জামায়াতভুক্ত থাকা তোমাদের জন্য অত্যাবশ্যক" এবং يد الله على الجماعة و قال :لَا يجمع اللهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَلَى الضلالة أبدا "আল্লাহ এই

---

[৯৭] #আবু দাউদ, বাব ফী লুযুমিস সুন্নাহ, হাঃ নং ৪৬০৯। #তিরমিযী, বাব আল আখযু বিস সুন্নাহ, কিতাবুল ইলম, হাঃ নং ২৬৭৬। #ইবনে মাজাহ, বাবু ইত্তিবায়ি সুন্নাতিল খুলাফা হাঃ নং ৪২,৪৩। #হাকেম মুসতাদরাক হাঃ নং ৩২৯,৩৩০,৩৩১,৩৩২ কিতাবুল ইলম। #ইবনে হিব্বান হাঃ নং ৫ (মুকাদ্দামা)। #শুয়াবুল ঈমান বাইহাকী হাঃ নং ৭৫১৬। #মুসনাদে আহমদ হাঃ নং ১৭১৮২,১৭১৮৪

- ইমাম তিরমিযী বলেন هذا حديث صحيح এটা সহীহ হাদীস।
- ইমাম হাকেম বলেন هذا حديث صحيح ليس له علة সহীহ হাদীস, এর কোন ত্রুটি নেই।
- ইমাম যাহাবীও صحيح ليس له علة ইমাম হাকেম এর সুরে কথা বলেছেন।
- এমনকি শাইখ আলবানী ও শুয়াইব আরনাবুতও এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন, (যদিও তাদের বক্তব্য আমাদের নিকটে গুরুত্ববহ নয়। কিন্তু লা-মাযহাবীদের নিকটে তাদের বক্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ)।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উম্মতকে ভ্রষ্টতার উপর কখনো একমত করবেন না। তিনি আরো বলেনঃ আল্লাহর সাহায্য জামায়াত ভুক্তদের উপর।"[৯৮] এবং تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ "মুসলমানদের জামায়াত ও তাদের ইমামের অনুকরণকে ওয়াজিব করে নাও।"[৯৯] **এসব হাদীসগুলো শুজাউল হক্ব সাহেব কেন আনলেন না?**

প্রকৃত ঘটনা হল, তথাকথিত আহলে হাদীস লা-মাযহাবী এই ফেরকাটি নিজেদেরকে তাওহীদবাদী বলে দাবী করে দুনিয়ার সকল মুসলমানদের কাফির মুশরিক বলার ধৃষ্টতা দেখায় একটি বিশেষ মিশন নিয়ে, তা হল ইহুদী-খৃষ্টানদের খুশী করা। যাতে তারা বলতে পারে, দেখ মুসলমানরা আমাদের কাফির বলে এ দোষ দিয়ে যে, আমরা তাওরাত ইঞ্জীল ছেড়ে দিয়েছিলাম'। অথচ মুসলমানরা কুরআন-সুন্নাহ ছেড়ে দিয়ে চার মাযহাব বানিয়ে নেয়ার কারণে তারাও কাফির হয়ে গেছে।" মূলতঃ আহলে হাদীসরা ইহুদী খৃষ্টনদের মত কুরআনের এক আয়াত গোপন করে আর এক আয়াত উল্লেখ করে কুরআনের মূল আবেদনকে বিকৃত করে থাকে।

(খ)

সম্মানিত পাঠক, জনাব **শুজাউল হক্ব সাহেব লিখেছেন,** "(আল্লাহ ও তার প্রেরিত রাসূল) এ দুই এর অবদান দু'টি কিতাব কুরআন ও হাদীস সমন্বয়ে গঠিত ইসলাম পূর্ণতম একক বিধান।"

এখন প্রশ্ন হল ঃ রাসূল ﷺ কি হাদীস নামে কোন কিতাব রচনা করেছিলেন? কিতাব আকারে সংকলিত হাদীস গ্রন্থগুলি রাসূল ﷺ এর ১০০ বৎসর পর থেকে কিছু কিছু করে এবং পরবর্তিতে বৃহৎ আকারে করা হয়। তাহলে আহলে হাদীসরা অন্যদের কথা মান্য করে (অর্থাৎ হাদীসের লেখক, বর্ণনাকারী ও সনদ বিশ্লেষণকারীদের উপর নির্ভর করার কারণে) নিজেরা কেন কাফির হবেন না?

---

[৯৮] হাওলাঃ (المستدرك / **391**) (فاتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار ؛

[৯৯] সহীহ বুখারী হাঃ নং ৩৪১১ বাবু আলামাতিন নবুওয়াত, কিতাবুল মানাকিব।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alaihi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তিনি লিখেছেন 'এ দুই এর মোকাবেলায় কারো কোন প্রকার লিখিত বা ব্যক্তিগতভাবে প্রভাব বিস্তার করার এবং তাতে কিছু অন্তর্ভূক্ত করার অধিকার নাই বা থাকতে পারে না।"

এখন প্রশ্ন হল ঃ

১। ঐ সব রাবীগণ পরস্পর যে হাদীস বর্ণনা করবেন তা সঠিক এবং আমারই হাদীস, এমন কথা রাসূল ﷺ কি বলেছেন? থাকলে তা সহীহ, সরীহ হাদীস দ্বারা প্রমান করেুন। সাথে সাথে একথাও প্রমাণ করুন এগুলি মুজতাহিদ-ফকিহ ও মুহাদ্দিসীনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক গ্রহন করা হয় নি।

২। ইমাম বুখারী সহীহ বুখারীর প্রায় অনুচ্ছেদের অধিনে হাদীস আনার পূর্বে মুজতাহিদ ফকীহগণের কিয়াসী বা ইজতিহাদী ফাতওয়া কুরআন হাদীস থেকে দলীল উল্লেখ ছাড়া লিপিবদ্ধ করেছেন। মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, তিরমিযীতেও অনুরূপ ফাতওয়ায় ভরপুর। তারা সকলেই হাদীসের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার এবং তাতে কিছু অন্তর্ভূক্ত করার কারণে কাফির বা মুশরিক ছিলেন কিনা?

(গ)

জনাব শুজাইল হক্ব সাহেব ১২ পৃষ্ঠায় "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহলে হাদীসের ইমাম" শিরোনামে সূরা আম্বিয়ার ৭৩নং আয়াত[১০০], সূরা বাকারার ১২৪নং আয়াত[১০১] এবং সূরা বনী ইসরাঈলের ৭১নং আয়াত[১০২] উল্লেখ করে ১৩, ১৪ পৃষ্ঠায় এ সব আয়াতের অপব্যাখ্যা উন্মোচন করে **শেষে লিখেছেন ঃ**

---

[১০০] আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন ঃ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ "আমি তাদেরকে (নবীগণকে) ইমাম (অনুসরণীয়) বানিয়েছিলাম, তাঁরা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করতো।"

[১০১] আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন ঃ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا আমি তোমাকে (ইবরাহীম আ. কে) মানবজাতির জন্য ইমাম (অনুসরণীয়) বানালাম।

[১০২] يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ স্মরণ কর সেদিনকে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের ইমামসহ (অনুকরণীয় ব্যক্তি বা আমলনামাসহ) আহ্বান করব।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"ধন্য স্বনামধন্য ও অতি সৌভাগ্যবান আহলে হাদীসগণ যে, তাদের ইমাম আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত রাসূল মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং যারা তাওহীদ গ্রহণ করে কুরআন ও হাদীসের হুকুম অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে তাঁকে ইমামরুপে গ্রহণ করেছেন। দূর্ভাগ্য, বদ-নসীব ও অভিশপ্ত, যারা প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ইমামরুপে গ্রহণ করে তার উম্মত হতে পারল না। খাইরুল কুরুনের সমস্ত মুসলিমের ইমাম ছিলেন নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।"

এর পর মুসলিমদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করে পরবর্তীকালে ফির্কা বানিয়ে নেয়া হয়েছে লিখে তিনি উদাহরণ স্বরূপ চার ইমামের নাম এনেছেন।

এখন প্রশ্ন হল ঃ

১। উক্ত আয়াতগুলি সামনে এনে এ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন তাফসীর কারক বা মুহাদ্দিস কি কেউ বলেছেন যে, রাসূল ﷺ ছাড়া আর কাউকে ইমাম বলা যাবে না? থাকলে প্রমান দিন। কিয়ামত পর্যন্ত সময় দেয়া হল।

২। শুজাউল হক সাহেব তার ঐ পুস্তকেই বুখারী, মুসলিম এর নামের আগে ইমাম জুড়ে দিয়ে অনেক স্থানে লিখেছেন "ইমাম বুখারী", "ইমাম মুসলিম"। মজার কান্ড হল নিজে রাসূল বাদে অন্যদের নামের আগে ইমাম বসাচ্ছেন, কিন্তু চার ইমামের নামের পূর্বে ইমাম বসানোর কারনে চার মাযহাবের অনুসারীদের সম্পর্কে লিখে দিলেন "দূর্ভাগ্য, বদ-নসীব ও অভিশপ্ত, যারা প্রিয় রাসূল ﷺ কে ইমামরুপে গ্রহণ করে তার উম্মত হতে পারল না" অর্থাৎ এরা নবীর উম্মত নয়। তাহলে জনাব শুজাউল হক্ব সাহেব বুখারী মুসলিমের নামের আগে "ইমাম" শব্দ বসিয়ে নবীর উম্মত থাকলেন কি?

৩। আহলে হাদীসরা ইবনে তাইমিয়া, ইবনু কাইয়্যিম প্রমুখের নামের আগে ইমাম শব্দ জুড়ে দেয়। প্রশ্ন হল নবী ﷺ ছাড়াও তাদের ইমাম কয়জন?

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৪। রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ "মুসলমানদের জামায়াত ও তাদের ইমামের অনুকরণকে ওয়াজিব করে নাও"[১০৩] শুজাউল হক্ব সাহেব এ হাদীসটি কেন আনলেন না?

৫। আল্লাহ পাক সূরা বাকারার শেষে বলেছেন أَنْتَ مَوْلَانَا "(হে আল্লাহ) আপনি আমাদের মাওলা।" এ আয়াত এনে লা-মাযহাবীরা হানাফী আলিমগণের নামের আগে আগে 'মাওলানা' শব্দের কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন 'মাওলানা' হবেন আল্লাহ। মানুষের নামের পূর্বে মাওলানা শব্দ ব্যবহার করে তারা মুশরিক হয়ে গেছে।

অথচ আহলে হাদীসরা তাদের নেতাদের নামের আগে মাওলানা শব্দ জুড়ে দিয়ে থাকে এবং এখনও দিচ্ছে। যেমন, মাওলানা ইরশাদুল হক্ব আছরী, মাওলানা মুহাম্মাদ সাদেক শিয়েলকটি, মাওলানা মুহাম্মদ দাউদ গযনবী, মালানা নজীর হুসেন, মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী, মাওলানা মতিউর রহমান সালাফী প্রমুখ।

বুখারী, মুসলিম, ইবনে তাইমিয়া প্রমুখদের নামের আগে লা-মাযহাবীরা ইমাম বসালে নবীর উম্মত থেকে বাদ পড়ে তাদের উম্ম হয়ে যায় না, মাওলানা শব্দ তাদের গুরুজনদের নামে বসালে তারা মুশরিক হয় না-নবীর উম্মত থেকে বাদ পড়ে মুশরিক হয়ে যায় আহলে সুন্নাত অল জামায়াতের আলিম-উলামা। অর্থাৎ আহলে হাদীসদের 'বাটখারা' দুইটি । একটি নেয়ার জন্য, অপরটি দেয়ার জন্য। তাদের বিদ্বেষ ও চক্রান্তের এই হল নমুনা।

(ঘ)

শুজাইল হক্ব সাহেব 'আহলে হাদীস' বলে মিথ্যা দাবী করে নিজেদেরকে ধন্য ও সৌভাগ্যবান বলেছেন[১০৪]। তিনি সমগ্র বিশ্বের মুসলমানকে দু'ভাগ করে নিজেদেরকে 'মুসলিম' ও হানাফীদেরকে কাফির বলেছেন। তিনি ভুমিকায় লিখেছেন "আমি কি মুসলমান নই? আমি কি কাফির? মুশরিক? মুনাফিক্ব? আমি কেন নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দিতে পারি না? ..... এটা যে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি

---

[১০৩] এ হাদীসের তাখরীজ পূর্বে গিয়েছে।

[১০৪] নামাযে বুকে হাত বাধা পৃঃ ১৩।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alaihi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অতি সহজেই বুঝতে পারেন যে, কথা দুটি ভিন্ন, মুসলমান এবং হানাফী। তাই নয় কি?"

এখন প্রশ্ন হল ঃ

১। মুসলমানরা হানাফী পরিচয় দিলে যদি কাফির হয় তাহলে তারা মুসলমান না বলে আহলে হাদীস নাম ধারন করার কারণে কাফির কেন হবে না? মুসলমান এবং আহলে হাদীস কথা দুটি ভিন্ন নয় কি?

২। ভাগ যখন দুটি, এক. মুসলিম, দুই. অমুসলিম হানাফী, শাফেয়ী। তাহলে আহলে হাদীসরাও অমুসলিম কাফির।

৩। আহলে হাদীস নাম কি কুরআন প্রদত্ত নাম? একটি আয়াত দেখান।

৪। এ নামটি কি আল্লাহর রাসূলের দেয়া? একটি সহীহ হাদীস দেখান।

৫। আহলে কুরআন নাম না রাখার ফলে আপনারা মুনকিরীনে কুরআন হয়ে কেন কাফের হলেন না সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমান দিন।

৬। নামটি আহলে কুরআন অল হাদীস না রেখে কুরআন বাদ দিয়ে শুধু আহলে হাদীস রাখার দলীল কুরআন ও হাদীস থেকে প্রদান করুন। উম্মতের কারো ব্যাখ্যা দিলে আপনাদের ফাতওয়া অনুযায়ী আপনারাই মুশরিক হয়ে যাবেন।

(ঙ)

এ দলটি তাকলীদ, তাকলীদে শখসীকে শিরক বলে। তাদের এ ফাতওয়ার পিছনে না আছে কুরআন না আছে হাদীস। আছে শুধু কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা।

আহলে সুন্নাত অল জামায়াতের অনুসারীগণ তাকলীদ করে যোগ্যদের। অর্থাৎ মুজতাহিদগণের। আর এরা তাকলীদ করে যারা মুজতাহিদ নন তাদেরকে ও অযোগ্যদেরকে। এরা হাদীস, হাদীসের রাবীদের গ্রহণ-বর্জনের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের সনদবিহিন কথার অন্ধ তাকলীদ করে। ইমাম বুখারীর তাকলীদে শখসী করে। এরা তাদের নেতাদের অন্ধ তাকলীদ করে।

অথচ এরা নিজেরাই ইমামগণের কিয়াসকে শয়তানের কিয়াসের সাথে তুলনা করে। এই তুলনা করাটাই হল কিয়াস। অর্থাৎ তারা নিজেরা শয়তানের সেই কাজটা করে ইমামগণের প্রতি দোষারোপ করে যাচ্ছে।

এরা কিয়াস করাকে শিরক বলে প্রকারন্তে রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামকে মুশরিক সাব্যস্ত করে ছেড়েছে।

শুজাউল হক্ব সাহেবের 'নামাযে বুকে হাত বাধা ও স্বশব্দে আমীন' পুস্তি কাটি আহলে হাদীস লাইব্রেরী, ২৪১ বংশাল ঢাকা থেকে ছাপানো এবং জুলাই

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alaihi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২০১০ ঈসায়ী তৃতীয় প্রকাশ। এ গ্রন্থটির অনুরূপ আরো প্রচুর বই আহলে হাদীসরা ছাপিয়ে মুসলিম সমাজে ফিৎনা ও পথভ্রষ্টতার বিষ ছড়াচ্ছে। এ গ্রন্থটির সকল বাতিল কথার অপারেশন করতে হলে অনেক বড় গ্রন্থ হয়ে যাবে। 'বুকে হাত বাধার' ক্ষেত্রে তাদের ধোকার জওয়াব পরবর্তিতে দেয়া হবে, ইনশাআল্লাহ।

(চ)

আমীন জোরে বলা সম্পর্কে আরো কয়েকটি প্রশ্ন

১। আমীন এর অর্থ কি? আমীন কি দোয়া? দোয়ার এর মূল কি খফী করা নয়?

২। আপনাদের নিকট একাকি নামাজীর জন্য প্রত্যেক নামাযে আমীন বলা ওয়াজিব, সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, মুস্তাহাব এর কোনটি? জবাব উম্মতের কারো রায় বা মতামত দ্বারা না দিয়ে কুরআনের আয়াত বা সহীহ হাদীস দ্বারা দিন।

৩। মাত্র একটি সহীহ, সরীহ, গায়রে মুয়ারিজ হাদীস পেশ করুন যে, একাকি নামাজির জন্য আস্তে আমীন বলা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

৪। একটি মাত্র সহীহ, সরীহ, গায়রে মুয়া'রিজ হাদীস দেখান, যেখানে বলা হয়েছে মুক্তাদী ছয় রাকাত নামাযে আমীন জোরে বলা সুন্নাত এবং এগার রাকাতে আস্তে বলা বলা সুন্নাত।

৫। এমন একটি সহীহ, সরীহ, গায়রে মুয়া'রিজ হাদীস বলুন যে, রাসূলে কারিম ﷺ এর ২৩ বৎসরের নবুয়াতী যেন্দেগীতে শুধু একটি দিনের জন্য হলেও সাহাবায়ে কেরাম রসূল ﷺ এর পিছনে ছয় রাকাত নামাযে উচু আওয়াজে এবং এগার রাকাত নামাযে আস্তে আমীন আস্তে বলেছেন।

৬। মাত্র একটি হলেও হাদীস পেশ করুন, খেলাফতে রাশেদার ত্রিশ বৎসরে খোলাফায়ে রাশেদার যে কোন এক জন খলীফার কোন এক জন মুক্তাদী ছয় রাকাত নামাযে আমীন জোরে বলেছেন এবং এগার রাকাত নামাযে আস্তে বলেছেন।

৭। এমন একটি সহীহ, সরীহ, গায়রে মুয়া'রিজ হাদীস দেখান যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন 'ইমামের জন্য সর্বদায় ছয় রাকাত নামাযে আমীন জোরে, এগার রাকাত নামাযে আমীন আস্তে বলা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

৮। একটি মাত্র সহীহ, সরীহ, গায়রে মুয়া'রিজ হাদীস বলুন যে, খোলাফায়ে রাশেদার কোন এক জন খলীফা তার খেলাফত আমলে একটি দিনের জন্য হলেও ইমামতি করার সময় ছয় রাকাত নামাযে উচু আওয়াজে এবং এগার রাকাত নামাযে আস্তে আমীন বলেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৯। কুরআনের কোন আয়াত বা কোন হাদীসে বলা হয়েছে কি, ছয় রাকায়াত নামাযে আমীন উচু স্বরে না বললে তার নামায হবে না?

১০। "আমীন" উচ্চ আওয়াজে বা আস্তে বলার পক্ষে ও বিপক্ষে উভয় দিকে যখন প্রকাশ্যভাবে বিরোধ পরিলক্ষিত হচ্ছে, আর এ বিরোধ নিরসনের জন্য কোন সহীহ হাদীস পাওয়া যাচ্ছে না, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এ নির্দেশ কেন মানা যাবে না যে, ঐ সকল হাদীস কবূল কর যা কুরআনের সাথে সামাঞ্জস্যশীল হওয়ার কানের অগ্রাধিকার পাবে?

উত্তরে কোন মানুষের প্রদত্ত ব্যাখ্যা না দিয়ে সহীহ, সরীহ মারফু হাদীস পেশ করুন।

১১। মুক্তাদী সূরা ফাতিহা শেষ করার আগে ইমাম সূরা ফাতিহা শেষ করে আমীন বলার জন্য থেমেছেন, এ অবস্থায় মুক্তাদী ফাতিহা শেষ না করে আমীন বলবে কি? বললে জোরে বলবে? না, আস্তে বলবে? সহীহ হাদীস দ্বারা উত্তর দিন।

অতঃপর মুক্তাদী নিজ সূরা ফাতিহা শেষ করবে কিনা। হা বা না, এর স্বপক্ষে সহীহ হাদীস পেশ করুন। ফাতিহা শেষ করে পূনরায় দ্বিতীয়বার আমীন মুক্তাদিকে যদি বলতে হয় তার পক্ষে সহীহ হাদীস দেখান। যদি পূনরায় আমীন বলতে জোরে বলবে? না, আস্তে বলবে? পুনরায় বলতে হলে কারো কিয়াসী ব্যাখ্যা দিলে মুশরিক হয়ে যাবেন।

১২। এক রাকাতে মুক্তাদীর দু'বার আমীন বলা এবং একবা জোরে, এতবার আস্তে বলার প্রমাণ সহীহ, সরীহ হাদীস থেকে পেশ করুন।

--ঃ সমাপ্ত ঃ--

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com